অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব:

কাজীগণের বিবরণ

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

নবীদের কিতাব : কাজীগণ

ভূমিকা

লেখক ও নামকরণ

কাজীগণ কিতাবটির নামকরণ করা হয়েছে ইউসা ও শামুয়েলের মধ্যবর্তী সময়ে ইসরাইল জাতির ১২ জন নেতার উপাধি অনুসারে। এরা ছিলেন "কাজী' বা বিচারক, যারা ছিলেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নেতা। এই কিতাবের লেখক অজ্ঞাত। পাক-কিতাবের কোথাও এই কিতাবের লেখক সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই কিতাবে বিভিন্ন বিচারক বা কাজী সম্পর্কিত বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সম্ভবত বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে এই বিবরণগুলো লিখেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে সেগুলোকে একত্রিত করে কিতাব আকারে রূপ দেওয়া হয়েছে। ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে এই কিতাবটির লেখক হিসেবে শামুয়েলকে মনে করা হয়, যা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তথাপি কিতাবটির লেখক কে সে সম্পর্কে তথ্য অজানাই থেকে যায়।

সময়কাল

ঘটনাবলীর সময়কাল: ইউসার মৃত্যু (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪ শতাব্দীর মাঝামাঝি অথবা ১৩ শতাব্দীর শেষ দিকে) এবং শামুয়েল ও তালুতের উত্থানের (১১ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে) মধ্যবর্তী সময়ে কাজীগণ কিতাবের ঘটনাগুলো ঘটেছিল।

কিতাবটি রচনার সময়কাল: কিতাবটি রচনার সম্ভাব্য সর্বপ্রথম সময়কাল হচ্ছে কিতাবটির সর্বশেষ উল্লিখিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরবর্তী সময়, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১১ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। ১৮:৩০ আয়াতের "সেই দেশের লোকেরা বন্দীদশায় না যাওয়া পর্যন্ত" বলতে ব্যাবিলনের বন্দীদশার কথা বোঝানো হয়েছে। এ কারণে বন্দীদশা শুরু হওয়ার আগে কোনমতেই কিতাবটির পরিপূর্ণ আকৃতি দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে খুব সম্ভব কিতাবটির বেশির ভাগ অংশই বাদশাহ্ দাউদের সময়ে লেখা হয়েছে (খ্রীষ্টপূর্ব ১০১০-৯৭০), কারণ অধ্যায় ১ এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, "যিবূষীয়েরা আজও জেরুশালেমে বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের সঙ্গে বাস করছে" (১:২১)। ১০০৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দাউদ কর্তৃক নগরটি অধিকৃত হওয়ার পর অধিকাংশ যিবূষীয় হয়তোবা আর সেই নগরে বসবাস করে নি। অপরদিকে কোন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ এ কথাও বলে যে, নগরের কিছু অংশে তাদের বসবাস ছিল (যেমন ২ শামু ২৪:১৬)। সে কারণে কিতাবটি রচনার সময়কাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না।

বিষয়বস্তু

কাজীগণ কিতাবের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসরাইলের জাতিগত ও রূহানিক জীবনের বিশৃঙ্খলা ও ধর্মচ্যুত হওয়া এবং সেই সাথে তাদেরকে এই অবস্থা থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত একজন বাদশাহ্‌র প্রয়োজনীয়তা (১৭:৬; ২১:২৫)।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ ও পটভূমি

উদ্দেশ্য: কাজীগণ কিতাবটি রচনা করা হয়েছিল ধর্মীয় পথভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলার ফলাফল দেখানোর জন্য এবং একজন বাদশাহ্‌কে পথ নির্দেশ করার জন্য, যিনি ধার্মিক ও ন্যায়বান হলে আল্লাহ্‌র জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারেন। ইউসা কিতাবটির সমাপ্তি ঘটেছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশের কথা উল্লেখ করে– সমগ্র ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্যতায় জীবন যাপন করছিল। কিন্তু কাজীগণ কিতাবটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র প্রকাশ করে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ইউসার সময়কালেই ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র অবাধ্য হতে শুরু করেছিল। এই অবাধ্যতা ক্রমে আরও গুরুতর হতে শুরু করে এবং কাজীগণের কিতাবের পুরো সময় জুড়ে তা অত্যন্ত কদর্য রূপ নেয়। ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা কেনান দেশের দেবতা ও কেনানীয়দের জীবনযাত্রা আঁকড়ে ধরে, যা আমরা ২:১৬-২৩ আয়াতে দেখতে পাই। এই কিতাবের সময়কালে ইসরাইল জাতির ইতিহাস কেবল একটি গণ্ডির ভেতরে চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে। প্রত্যেকটি আবর্তনের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতি তার পথভ্রষ্টতা ও ধর্মচ্যুতির পথে আরও অধঃপতিত হয়েছে। কিতাবটির শেষে এসে ইসরাইলীয়রা সম্ভাব্য প্রত্যেকটি উপায়ে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।

BACIB
International Bible
CHURCH

উপলক্ষ: তৎকালীন ধর্ম বিবর্জিত অবস্থার কথা তুলে ধরে কাজীগণ কিতাবটির সূত্রপাত ঘটেছে। কাজীগণের পরবর্তী বাদশাহী শাসনামলের জন্য দিক-নির্দেশনা হিসেবে এই কিতাবটি রচনা করা হয়েছে, যার ইঙ্গিত কিতাবটির শেষে গিয়ে পাওয়া যায়– "সেই সময়ে ইসরাইলের মধ্যে বাদশাহ্ ছিল না; যার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হত, সে তা-ই করতো" (২১:২৫)। এর থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময় যদি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত কোন বাদশাহ্ দেশ শাসন করতেন তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন হত। সেই বাদশাহ্ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র চোখে যা সঠিক সেটাই করতেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে এই কিতাবের পরে যে কিতাবটি রয়েছে সেটি হচ্ছে রূত, যা শেষ করা হয়েছে একটি বংশ-তালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সেই বংশ-তালিকাটি মূলত বাদশাহ্ দাউদের বংশ নির্দেশ করে, যিনি সব দিক থেকে আল্লাহ্‌র মনের মত বাদশাহ্ ছিলেন (রূত ৪:১৮-২২)। রূত কিতাবটির পরে ১ ও ২ শামুয়েল কিতাব দুটি ইসরাইল দেশে দাউদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কাহিনী বর্ণনা করে, যে দেশকে আল্লাহ্ দোয়া ও রহমতপ্রাপ্ত করেছিলেন (২ শামু ৭ অধ্যায়)। আল্লাহ্ পরিকল্পনা করেছিলেন যেন শুরু থেকেই বাদশাহ্‌রা ইসরাইল দেশ শাসন করেন (পয়দা ১৭:৬, ১৬; ৩৫:১১; ৪৯:১০) এবং সে কারণে তিনি তাদের জন্য দিক নির্দেশনাও রেখেছেন (দ্বি.বি. ১৭:১৪-২০)। এই নির্দেশনাগুলো সমসাময়িক সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে চমৎকার মানানসই ছিল। সেই সময় ইসরাইল জাতি মূসার শরীয়ত অনুসারে জীবন যাপন করতো। কাজেই সেই সময় ইসরাইলের বাদশাহ্‌র লক্ষ্য ছিল মূসার শরীয়ত অনুসরণের পাশাপাশি একজন বীরের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হওয়া (দ্বি.বি. ১৭:১৮-২০)। যদি কাজীগণের সময়ে যদি এমন একজন বাদশাহ্‌র উৎপত্তি হত তাহলে পরিস্থিতি বদলে যেত। বস্তুত ইসরাইল জাতির ধর্মচ্যুতির কারণেই দাউদের অধীনে আইনগত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমি: ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্রোঞ্জ যুগের সমাপ্তি ও লৌহ যুগের সূচনালগ্নে প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে একটি বড় সময়কাল জুড়ে কাজীগণ কিতাবের পটভূমির ব্যাপ্তি (১৫৫০-১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। ব্রোঞ্জ যুগের শেষ ভাগ ছিল সমৃদ্ধির এক কাল। মধ্য ব্রোঞ্জ যুগে (২১০০-১৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্যালেস্টাইনে গড়ে ওঠা তুলনামূলক ছোট ও স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ যুগের শেষ ভাগে উদ্ভব ঘটা বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলো (মিসরীয়, হিট্টীয়, ইত্যাদি)। তবে ইসরাইলীয় ও কেনানীয়রা তুলনামূলকভাবে নির্বিঘ্নেই তাদের নিজ নিজ ভূখণ্ডে বসবাস করছিল। ইসরাইলীয়রা সেই সময় বাস করত পাহাড়ী এলাকায় এবং কেনানীয়রা বাস করত নিচু সমভূমি ও উপকূলীয় এলাকায়।

ব্রোঞ্জ যুগের শেষ ভাগে পুরো ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল জুড়ে সাংঘাতিক রকমের বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। সে সময়কার ব্যাপক বিস্তৃত ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শন আমরা দেখেছি। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, সেই সময় প্রধান নগর ও লোকালয়গুলোতে ব্যাপকভাবে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল এবং আগে জনবিরল ছিল এমন জায়গাগুলোতে ছোট ছোট বসতি গড়ে উঠেছিল; বিশেষ করে পার্বত্য এলাকা ও তীব্র দাবদাহে পূর্ণ মরু এলাকাগুলোতে। আগে বিদেশ থেকে যে সমস্ত মাটির ও সিরামিকের পাত্র আমদানি করা হত সেগুলো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সমাজ ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ার চিহ্ন সর্বত্র খুব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিটি জাতির সংস্কৃতি ও কৃষ্টির চর্চা চালিয়ে যেতে পেরেছিল। পরবর্তী সময়ে তারা নিজেদের মধ্যেই তৈজসপত্র নির্মাণের কাজ শুরু করে।

ব্যাপক বিস্তৃত এই ধ্বংসযজ্ঞের কারণ খুব একটা পরিষ্কার নয়, কিন্তু মিসরীয় বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম থেকে জানা যায় যে, "ভূমি ও সমুদ্রের মানুষদের" অভিবাসনের কারণে এর উৎপত্তি। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩শ শতাব্দীর শেষ দিকে এই সকল লোকদের সাথে মিসরীয়দের সংঘাত তৈরি হয় এবং তারা পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে ঘটা অন্যান্য বিশৃঙ্খলতার জন্যও দায়ী ছিল। এ সকল অরাজকতার ও সংঘাতের কারণে লৌহ যুগের সূচনালগ্ন (১২০০-১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিল এক প্রকার অন্ধকার যুগ। ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগ পর্যন্ত পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় সত্যিকার আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এই সময়ে এসে আধুনিক নগর-রাষ্ট্রগুলো ব্রোঞ্জ যুগের শেষ ভাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নগর রাষ্ট্রগুলোর সাথে বিরোধে জড়াতে শুরু করে।

কেনানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি: কাজীগণের শাসনামলে ইসরাইলের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়া এবং কেনানীয়দের দেবতাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা। কেনানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এমন কী ছিল যার আকর্ষণ এড়ানো ইসরাইল জাতির জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল? কেনান দেশটি শুরু থেকেই ইসরাইল জাতির কাছে মহা বিস্ময় ও আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, যা আমরা দেখতে পাই কেনান দেশ পর্যবেক্ষণ করে আসা গুপ্তচরদের প্রতিবেদনে কেনানীয়দের সম্পদ ও শক্তির বর্ণনা থেকে (শুমারী ১৩ অধ্যায়)। যে জাতি সবেমাত্র বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার পেয়েছে, যারা মরুভূমিতে যাযাবরের মত বসবাস করতে ও কঠিন পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে ব্রোঞ্জ যুগের শেষ পর্যায়ে কেনানের বিকশিত নগর সভ্যতা ও বস্তুগত সম্পদের প্রাচুর্য এবং সেই সাথে এর বিস্তৃত শহুরে জনপদ আকর্ষণের সবচেয়ে বড় উৎস না হয়ে পারে না।

নিঃসন্দেহে কেনানীয়রা অনেক দিক থেকে ইসরাইল জাতির চেয়ে উপরের স্তরে অবস্থান করছিল: শিল্প, সাহিত্য, প্রকৌশল বিদ্যা, ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনৈতিক সংগঠন এবং আরও নানা বিষয়। কেনানীয়দের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্ম চর্চার প্রতিই যে ইসরাইলীয়রা মূলত আকৃষ্ট হয়েছিল তা সহজে বোঝা যায়।

কেনানীয় ধর্মের অন্যতম প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মচর্চায় যৌনতার প্রাধান্য। কেনানীয়দের বাল দেবতার পূজা করার জন্য নারী পুরোহিত, তথা মন্দির বেশ্যাদের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এর ফলে লোকেরা বাল দেবতার উপাসনা করার পাশাপাশি নিজেদের জৈবিক চাহিদাও চরিতার্থ করতো। অনেক ইসরাইলীয়ের কাছে নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল (শুমারী ২৫ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, ইসরাইলীয়রা মোয়াবীয় নারীদের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিল)।

কাজীগণ কিতাবের অবস্থান

প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকারের অসম্পূর্ণ অভিযানের পটভূমিতে কাজীগণ কিতাবের সূচনা ঘটেছে। ইসরাইল জাতির উপরে শোষণকারী বিভিন্ন জাতি ও মানুষের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য তাদের নেতা হিসেবে প্রেরণকৃত বিভিন্ন ব্যক্তিদের তথা কাজীগণের জীবন ও কার্যক্রমের বিবরণ পুরো কিতাবটি জুড়ে চিত্রায়ণ করা হয়েছে।

কাজীগণ কিতাবের মূল্যায়ন

সবচেয়ে বিখ্যাত কাজীগণের মধ্যে দুই জন ছিলেন এক কথা ও আদর্শের ধ্বজ্জাধারী। অত্যন্ত ইতিবাচক প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হওয়া গিদিয়োনের কাহিনীতে আল্লাহ্‌র কাছে বারবার চিহ্ন দেখতে চাওয়ার জন্য তাঁর অনুযোগ দেখে (৬:৩৬-৪০) মনে হতে পারে হয়তো গিদিয়োনের মধ্যে ঈমানের অভাব ছিল, কিংবা তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একটি এফোদ তৈরি করেন যেটি তাঁর নিজের, তাঁর পরিবারের ও সমস্ত ইসরাইল জাতির এবাদতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটি তাদের সকলের জন্য ফাঁদে রূপ নেয় (৮:২৪-২৭)। শামাউন তাঁর নাসরীয় ব্রতের প্রধান অনেক রীতিই ভঙ্গ করেছিলেন (১৩:৭; এর সাথে দেখুন শুমারী ৬:১-২১): তিনি তাঁর বিবাহের ভোজে আঙ্গুর রস পান করেছিলেন (কাজী ১৪:১০; এখানে "ভোজ" বলতে [হিব্রু শব্দ *mishteh*] মূলত মদ্যপানের আসর বোঝানো হয়েছে); তিনি মৃতদেহের সংস্পর্শে এসেছিলেন (১৪:৮-৯, ১৯; ১৫:১৫); এবং তিনি তাঁর চুল কেটে ফেলেছিলেন (১৬:১৭-১৯)। উপরন্তু তিনি একজন অ-ঈমানদার ফিলিস্তিনী নারীকে বিয়ে করেছিলেন (১৪:১-২০), এবং অন্য আরও দুই জন ফিলিস্তিনী নারীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্ক ছিল (১৬:১, ৪)।

সাধারণ দৃষ্টিতে এই কিতাবটি কাজীগণকে ইসরাইল জাতির মন পরিবর্তনের নেতৃত্ব দানকারী ও বিদেশী দেব-দেবতাদের দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার দিশারী হিসেবে প্রকাশ করে না। বিশেষ করে যেভাবে পরবর্তী সময়ে এহুদিয়া রাজ্যের বাদশাহ্‌রা জনগণের মন পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছিলেন সেভাবে অবশ্যই নয়। কাজীগণের মধ্যে যিনি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সবচেয়ে বেশি পথ হাঁটতে পেরেছিলেন তিনি হলেন গিদিয়োন (৬:২৫-৩২)। তিনি তাঁর "পরিচর্যা" কাজের সূচনালগ্নে কেবল তা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি লোকদেরকে ঠিক এর বিপরীত দিকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন (৮:২৪-২৭)।

কাজীগণ কিতাবে আমরা গিদিয়োন, শামাউন ও অন্যান্য কাজীদের যে বিবরণ পাই সে তুলনায় ইঞ্জিল শরীফে কেবল তাদের ইতিবাচক বা আদর্শগত দিকগুলোকে তুলে আনা হয়েছে। ইবরানী কিতাবে দাউদ, শামুয়েল ও অন্যান্য বড় নবীদের সাথে গিদিয়োন, বারক, শামাউন ও যিপ্তহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদেরকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে এই বলে – "ঈমান দ্বারা এঁরা নানা রাজ্য পরাজিত করলেন, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করলেন, নানা প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করলেন" (ইব ১১:৩২-৩৩)। তবে আল্লাহ্‌র এই বীর প্রজাদের ঈমানের কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে বলে এই নয় যে, তাঁরা পুরোটা জীবন ধরে এই ঈমানের ধ্বজ্জা বহন করে গেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা কোন কোন সময় ঈমানের নিদর্শন দেখিয়েছেন যার কারণে আল্লাহ্ তাঁদের মধ্য দিয়ে "রাজ্য জয় করেছেন"। কিন্তু কাজীগণ কিতাবে তাদের চরিত্রের বিপরীত দিকটিকে বেশি করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, বিশেষ করে যে সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মচ্যুতি প্রকাশ পায়।

কাজীগণ সব সময় দেশের রূহানিক পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে অবদান না রাখলেও সেটি সব সময় কেবল তাঁদেরই ব্যর্থতা ছিল না। সামগ্রিকভাবে জনগণও এমন কোন মন পরিবর্তন ও অনুশোচনার চিহ্ন দেখায় নি যে, একজন খোদায়ী নেতৃত্ব সত্যিকার অর্থে কার্যকরী হবে। তবে তাঁদের এই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও কাজীগণ অনেক সময়ই বীরত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কাজীগণ কিতাবটি তাঁদের অবদান বা ভূমিকাকে যেমন খাটো করে নি, তেমনি অতিরঞ্জিতও করে নি। মূলত প্রত্যেক কাজীকে ব্যক্তিগতভাবে এই কিতাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কাজীগণের মূল দায়িত্ব ছিল আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর বিচার ও দয়াশীল বিশ্বস্ততার প্রকাশ ঘটানো। সে সময় মূলত সামরিক প্রতিরক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশ করা হত। লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সাধন করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা পরিচর্যা কাজ করেন তাঁদের সব সময়ই কোন না কোন ত্রুটি থাকে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাঁরা আল্লাহ্‌র কাজের জন্য যে তিক্ততা ও কষ্ট ভোগ করবেন তা বিবেচনা করে আল্লাহ্‌ তাঁদের এই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করবেন কি না। এমন কি এই ধরনের পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্‌ তাঁর পরিকল্পনা ঠিকই সাধন করে থাকেন। মানুষের ব্যর্থতার কারণে তিনি কখনো পিছিয়ে যান না।

মূল বিষয়বস্তু

১. প্রতিজ্ঞাত দেশে বসবাস করার জন্য আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে যে ওয়াদা ও রহমত দান করেছিলেন, তাদেরই ধর্মচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতার কারণে তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইসরাইল জাতি কেনান দেশটি পরিপূর্ণভাবে দখল করতে পারে নি (অধ্যায় ১) এবং তারা চরমভাবে অবিশ্বস্ততার দায়ে দোষী হয়ে পড়েছিল (২:১-৩, ২০-২২)। এই কারণে এমন এক দিন আসছে যখন এই জাতিকে বন্দী করা হবে এবং তাদের দেশ থেকে বিচ্যুত করা হবে (১৮:৩০)।

২. কিতাবটিতে নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা, বিশৃঙ্খলা ও নেতিবাচক যে পরিস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় তা আসলে ইসরাইল জাতির বিরামহীন গুনাহ্‌গারিতার কারণে ঘটেছে। এই কিতাবে ইসরাইল জাতি বারবার আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, কেনানীয় দেব-দেবীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং সব ধরনের মন্দ কাজ করেছে (২:৩, ১১-১৩, ১৭, ১৯; ৩:৬, ৭, ১২; ৪:১; ৬:১, ১০; ৮:২৪-২৭, ৩৩; ১০:৬; ১৩:১: ১৭:৬; ২১:২৫)। ফলশ্রুতিতে তারা বারবার এর জন্য কষ্ট ভোগ করেছে।

৩. ইসরাইল জাতির ধর্মভ্রষ্টতার ঠিক বিপরীতে ছিল আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা। ইসরাইল জাতি বারবার গুনাহে পতিত হওয়ার পরও আল্লাহ্‌ বারবার তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করে গেছেন। ইসরাইলীয়দের কোন যোগ্যতা বা তাদের অনুশোচনার কারণে নয়, বরং আল্লাহ্‌ অতীব দয়াবান ও করুণাময় (২:১৬, ১৮) এবং তিনি ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বিশ্বস্ত বলেই তা সম্ভব হয়েছে (দ্বি.বি. ৬:১০-১১; পয়দা ১২:৭; ১৫:৭, ১৮-২১; ২৬:২-৩; ৩৫:১২)।

৪. ইসরাইল জাতির ধর্মভ্রষ্টতা ও অধঃপতন ঠেকানোর জন্য কাজীগণ খুব সামান্যই অবদান রেখেছেন। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা এই পতন আরও তরান্বিত করেছেন। গিদিয়োন (৮:২৪-২৭), যিপ্তহ (১১:৩০-৩১, ৩৪-৪০) এবং শামাউনের (অধ্যায় ১৪-১৬) মত নেতৃস্থানীয় কাজীগণ বড় বড় গুনাহের দোষে দোষী হয়েছিলেন। এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে আমরা দেখতে পাই একজন নারীকে: দবোরা (অধ্যায় ৪-৫)।

৫. "নিজের চোখে যা ভাল তাই করে" এমন একজন নেতার বদলে বরং "মাবুদের চোখে যা ভাল তাই করে" এমন একজন আল্লাহ্‌-ভক্ত বাদশাহ্‌কেই ইসরাইল জাতির প্রয়োজন ছিল (১৭:৬; ২১:২৫)। শুরু থেকেই আল্লাহ্‌ এই ওয়াদা করে এসেছিলেন যে, ইসরাইল জাতির নেতৃত্ব দানের জন্য বাদশাহ্‌ নিযুক্ত করা হবে (পয়দা ১৭:৬, ১৬; ৩৫:১১; ৪৯:১০) এবং আল্লাহ্‌র মনের মত একজন বাদশাহ্‌র চরিত্র কেমন হবে সে সম্পর্কেও আগে থেকেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (দ্বি.বি, ১৭:১৪-২০)। একজন আল্লাহ্‌-ভক্ত বাদশাহ্‌র অনুপস্থিতিতে ইসরাইল জাতি কী সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলতা ও ধর্মভ্রষ্টতায় অধঃপতিত হয়েছিল সেটাই কাজীগণ কিতাবে ফুটে উঠেছে।

ইসরাইলের কাজীগণ

এই সকল কাজী বা বিচারকর্তা ইসরাইল জাতির বিভিন্ন বংশ ও ভৌগলিক অঞ্চল থেকে এসেছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ এলাকা ও বংশগুলোর উপরে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করতেন।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে যে দেশ দিয়েছেন সেই দেশে তাঁর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে বিশ্বস্তভাবে বসবাসের মধ্য দিয়ে তাঁর লোকেরা তাদের আহ্বান পরিপূর্ণ করার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ইউসার নেতৃত্বে তারা সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু সাফল্য কখনো নিজে থেকে আসে না। লোকেরা বিশ্বস্ত নেতৃত্বের উপরে নির্ভর করেছিল, যে নেতৃত্বের ঘাটতি সে সময় মারাত্মকভাবে দেখা দেয়। এমনকি কাজীগণও আদর্শ নেতা হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও আল্লাহ্‌ এই কাজীগণকে তাঁর লোকদের উদ্ধার করতে ও শাসন করতে ব্যবহার করেছেন। সেই সাথে তিনি তাদেরকে বুঝতে সুযোগ দিয়েছেন যে, তাদের আসলে একজন বিশ্বস্ত বাদশাহ্‌ প্রয়োজন (১-২ শামুয়েলে যে বক্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছে)। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

কাজীগণ কিতাবের কাঠামো অনেকটা একাধিক ব্যক্তির "বীরত্বের কাহিনীর" সঙ্কলন, যা একটি বিশেষ সময়ে ইসরাইল জাতির ইতিহাসের কথা বলে। পয়দায়েশের মতই কাজীগণ কিতাবে ভাল ও মন্দ চরিত্রের সংমিশ্রণ দেখা যায়। কাজীগণ কেউই চরম আদর্শের ধ্বজ্জাধারী নন, আবার তাঁরা পুরোপুরি নেতিবাচক চরিত্রের অধিকারীও নন। বীরত্বের এই কাহিনীর সাথে মিশে রয়েছে সেই সব কাজীগণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বর্ণনা, যাদের গল্প এই কিতাবে বিস্তারিতভাবে বলা হয়

নি। দবোরার বিখ্যাত গানটি (অধ্যায় ৫) প্রকৃতপক্ষে একটি কাব্যগাঁথা, যেখানে শামাউনের গল্প (অধ্যায় ১৩-১৬) সাহিত্যিক দৃষ্টিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি।

২:১১-২৩ আয়াতে যে ধরনটি আমরা দেখতে পাই তাতে করে কিতাবটির কাহিনীর বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে: (১) আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যা মন্দ সেটাই ইসরাইল জাতি করছিল; (২) আল্লাহ্‌ এই অবাধ্য জাতিকে তাদের প্রতিবেশী জাতিগুলোর দ্বারা অধিকৃত ও নির্যাতিত হতে দিলেন; (৩) লোকেরা আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করল; এবং (৪) আল্লাহ্‌ তাদের উদ্ধার করার জন্য বিচারকর্তা বা কাজীদেরকে প্রেরণ করলেন (উপরের ছকটি দেখুন)। এরপর এই পুরো ঘটনাটি চক্রাকারে আবারও পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। এই চক্রের পুনরাবৃত্তির পাশাপাশি কিতাবটি গড়ে উঠেছে দ্বৈত কাহিনী ধারার উপরে ভিত্তি করে। সামগ্রিকভাবে পুরো গল্পটি প্রকাশ করে একটি জাতির স্বধর্মচ্যুতি ও গুনাহ্‌গারিতায় পূর্ণ হওয়ার বিবরণ। কিন্তু এই জাতিগত কাহিনীর মাঝে অন্তর্নিহিত রয়েছে এক গুচ্ছ গল্প যা কাজীগণের বীরত্ব গাঁথা উন্মোচন করে। যদিও এই কাজীগণের অনেকেরই মারাত্মক চারিত্রিক বিচ্যুতি ছিল, তথাপি তাঁদের মধ্যে চার জনকে ঈমানের বীর হিসেবে বিবেচনা করা হয় (ইবরানী ১১ অধ্যায়)।

কাজীগণ কিতাবটি একান্তভাবেই বাস্তবসম্মত, কারণ কখনোই এই কিতাবের বর্ণনায় কাজীগণের জীবনের অন্ধকার দিকগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয় নি। পাঠক যতই কিতাবটি পাঠ করবেন ততই তিনি সহিংসতা, যৌনতার আগ্রাসন, মূর্তিপূজা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিবরণ দেখে আঁতকে উঠবেন। কিতাবটি শেষ হওয়ার আগে মানুষ হত্যা ও সহিংসতার বিভিন্ন নৃশংস বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। কাজীগণ কিতাবে মানবীয় মন্দ আচরণের সবচেয়ে নেতিবাচক দিকগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই রূঢ় বাস্তবতা আল্লাহ্‌ এবং মানবীয় জীবন ও স্বভাব সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদেরকে দেয়।

মূল আয়াত: “ঐ সময়ে ইসরাইলের মধ্যে বাদশাহ্‌ ছিল না, যার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হত, সে তা-ই করতো (১৭:৬)।

প্রধান প্রধান লোক: অৎনিয়েল, এহুদ, দবোরা, গিদিয়োন, আবিমালেক, যিপ্তহ, শামাউন, দলিলা

কাজীগণ কিতাবের রূপরেখা

১. বনি-ইসরাইলদের গুনাহের মূল কারণ (১:১-৩:৬)
   ক. গুনাহের কারণে সম্পূর্ণ কেনান দেশ জয় করতে বনি-ইসরাইলের ব্যর্থতা (১:১-২:৫)
      ১. প্রাথমিক যুদ্ধ ও গুনাহের বীজ সমূহ (১:১-২১)
      ২. গুনাহের কারণে বিজয় অসমাপ্ত (১:২২-৩৬)
      ৩. মাবুদের ফেরেশতা ও বনি-ইসরাইলদের গুনাহ্‌ (২:১-৫)
   খ. গুনাহের ফলাফল: অবাধ্যতা এবং পরাজয় (২:৬-৩:৬)
      ১. হযরত ইউসার মৃত্যু ও অনাগত গুনাহ্‌ (২:৬-১০)
      ২. ইসরাইলের গুনাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র ক্রোধের ও তাঁর করুণার একটি চক্ররেখা (২:১১-২৩)
      ৩. বনি-ইসরাইলদের পরীক্ষা (৩:১-৬)
২. বনি-ইসরাইরদের গুনাহের নিম্নগামিতা (৩:৭-১৬:৩১)
   ক. অৎনিয়েল (৩:৭-১১)
   খ. এহুদ (৩:১২-৩০)
   গ. শমগর (৩:৩১)
   ঘ. দবোরা (৪:১-৫:৩১)
      ১. কেনানীয়দের উপর বিজয় (৪:১-২৪)
      ২. দবোরা ও বারাকের বিজয় সঙ্গীত (৫:১-৩১)
   ঙ. গিদিয়োন (৬:১-৮:৩৫)
      ১. বনি-ইসরাইলদের ধর্মহীনতা চলছেই (৬:১-১০)
      ২. গিদিয়োনকে আহ্বান (৬:১১-৪০)
      ৩. গিদিয়োনের প্রথম যুদ্ধ (৭:১-৮:৩)
      ৪. গিদিয়োনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (৮:৪-২১)
      ৫. গিদিয়োনের গুনাহ্‌ (৮:২২-২৮)
      ৬. আবিমালেকের পিতা গিদিয়োন (৮:২৯-৩২)
      ৭. বনি-ইসরাইলদের ধর্মহীনতা চলছেই (৮:৩৩-৩৫)
   চ. আবিমালেক, গুনাহ্‌গার বাদশাহ্‌ (৯:১-৫৭)
      ১. আবিমালেকের নোংরামী বৃদ্ধি (৯:১-৬)
      ২. আবিমালেকের বাদশাহ হওয়া ও যোথমের দৃষ্টান্ত দেওয়া (৯:৭-২১)
      ৩. আবিমালেকের সহিংস রাজত্ব ও শেষ (৯:২২-৫৫)
      ৪. আবিমালেকের উপর চূড়ান্ত রায় (৯:৫৬-৫৭)
      ৫. বিচারকর্তা তোলয় (১০:১-২)
      ৬. বিচারকর্তা যায়ীর (১০:৩-৫)
   ছ. বিচারকর্তা যিপ্তহ (১০:৬-১২:৭)
      ১. গুনাহ্‌ ও অস্থিরত (১০:৬-১৮)
      ২. যিপ্তহের বিষয়ে ভূমিকা (১১:১-৩)
      ৩. যিপ্তহের নিয়োগ (১১:৪-১১)
      ৪. কূটনৈতিক আলোচনা (১১:১২-২৮)
      ৫. বিজয় ও যিপ্তহের বোকামীপূর্ণ প্রতিজ্ঞা (১১:২৯-৪০)

৬. ইফ্রয়িমীয়দের সঙ্গে যিপ্তহের ঝগড়া (১২:১-৭)
৭. বিচারকর্তা ইব্‌সন (১২:৮-১০)
৮. বিচারকর্তা এলোন (১২:১১-১২)
৯. বিচারকর্তা অব্‌দোন (১২:১৩-১৫)
জ. বিচারকর্তা শামাউন (১৩:১-১৬:৩১)
১. শামাউনের জন্ম (১৩:১-২৫)
২. শামাউন এবং ফিলিস্তিনীরা, প্রথম অংশ (১৪:১-১৫:২০)
৩. শামাউন এবং ফিলিস্তিনীরা, দ্বিতীয় অংশ (১৬:১-৩১)
৩. ইসরাইলের গুনাহের গভীরতা (১৭:১-২১:২৫)
ক. ধর্মীয় দুর্নীতি (১৭:১-১৮:৩১)
১. একটি পরিবারের ধর্মীয় দুর্নীতি (১৭:১-৬)
২. লেবীয়দের ধর্মীয় দুর্নীতি (১৭:৭-১৩)
৩. একটি বংশের দুর্নীতি (১৮:১-৩১)
খ. নৈতিক ও সামাজিক দুর্নীতি (১৯:১-২১:২৪)
১. গিবিয়দের নৈতিক দুষ্কর্ম (১৯:১-৩০)
২. গৃহযুদ্ধ (২০:১-৪৮)
৩. বিশৃঙ্খলা ও বিন্‌ইয়ামিনীয়দের বিয়ের ব্যবস্থা (২১:১-২৪)
গ. শেষ কথা (২১:২৫)

নীচে যে ছকটি দেওয়া হল তার তারিখগুলো এক সাথে যোগ করলে এর সময়কাল দাঁড়ায় মোট ৪১০ বছর। তবে অনেক ক্ষেত্রেই একজন কাজীর সময়ে অপর একজন কাজীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যেহেতু তারা বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

কাজী	আয়াত	বংশ	শোষক প্রতিপক্ষ	শোষণের সময়কাল	বিশ্রামের সময়কাল	মোট সময়সীমা*
অৎনিয়েল	৩:৭-১১	এহুদা	অরাম-নহরয়িম	৮ বছর (৩:৮)	৪০ বছর (৩:১১)	৪৮ বছর
এহূদ	৩:১২-৩০	বিন্‌ইয়ামীন	মোয়াবীয়	১৮ বছর (৩:১৪)	৮০ বছর (৩:৩০)	৯৮ বছর
শম্‌গর	৩:৩১		ফিলিস্তিনী			
দবোরা	অধ্যায় ৪-৫	আফরাহীম	কেনানীয়	২০ বছর (৪:৩)	৪০ বছর (৫:৩১)	৬০ বছর
গিদিয়োন	অধ্যায় ৬-৮	মানশা	মাদিয়ানীয়	৭ বছর (৬:১)	৪০ বছর (৮:২৮)	৪৭ বছর
তোলয়	১০:১-২	ইষাখর			২৩ বছর (১০:২)	২৩ বছর
যায়ীর	১০:৩-৫	গিলিয়দ-মানশা			২২ বছর (১০:৩)	২২ বছর
যিপ্তহ	১০:৬ – ১২:৭	গিলিয়দ-মানশা	আম্মোনীয়		২৪ বছর (১০:৮; ১২:৭)	২৪ বছর
ইব্‌সন	১২:৮-১০	এহুদা বা সবূলূন?			৭ বছর (১২:৯)	৭ বছর
এলোন	১২:১১-১২	সবূলূন			১০ বছর (১২:১১)	১০ বছর
অব্‌দোন	১২:১৩-১৫	আফরাহীম			৮ বছর (১২:১৪)	৮ বছর
শামাউন	অধ্যায় ১৩-১৬	দান	ফিলিস্তিনী	৪০ বছর (১৩:১)	২০ বছর (১৫:২০; ১৬:৩১)	৬০ বছর

কাজীগণ কিতাবে উল্লেখিত প্রধান প্রধান স্থান

বোখীম:- কাজীগণের কিতাবখানি শুরু হয়েছে ইসরাইলীয়দের ওয়াদা-করা দেশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করা ও সেই দেশে বসবাসকারীদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করা তাদের দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল: (১) তাদের দুশমনরা পুর্নগঠিত হয়েছে ও পুনরায় আক্রমণ করেছে, ২) ইসরাইলীয়রা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ফিরে গিয়ে সেই দেশে বাসকারী অন্যান্য জাতিদের দেব-দেবতাদের পুজা করতে শুরু করেছে। এই বোখীমে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা বনি-ইসরাইলদের দেখা দিয়ে তিরস্কার করেছিলেন যে, তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার ফলে শাস্তি হিসাবে এসব জাতিদের হাতে নির্মম অত্যচার ভোগ করবে (১:১-৩:১১)। এই কারণে তারা সেখানে প্রচণ্ড কেঁদেছিল, আর এই কারণেই এর নাম বোখীম অর্থাৎ ক্রন্দন স্থান নাম দেওয়া হয়েছিল।

জেরিকো:- মোয়াবই ছিল প্রথম জাতি যারা বনি-ইসরাইলীয়দের অত্যচার করতে শুরু করে। মোয়াবের বাদশাহ্‌ ইগ্লোন ইসরাইলীদের দেশের অধিকাংশই জায়গা জয় করে নেয়– যার মধ্যে এই জেরিকো (খর্জুর শহর) নগরও ছিল। তাদের উপর জোর করে মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাকে দিয়ে ইসরাইলীয়রা এই কর পাঠিয়ে দিয়েছিল তার নাম ছিল এহুদ। তিনি শুধু করই নিয়ে যান নি কিন্তু লুকিয়ে ছোরা নিয়ে গিয়েছিলেন ও তা দিয়ে সেই বাদশাহ্‌ ইগ্লোনকে হত্যা করেছিলেন। এরপর তিনি সেখান থেকে পালিয়ে এসে ইসরাইলীয় সৈন্যদলে যোগ দিয়ে মোয়াবীয়দের আক্রমণ করেন ও ইসরাইলীদের স্বাধীন করেন (৩:১২-৩১)।

হাৎসোর:- এহুদের মৃত্যুর পরে হাৎসোরের বাদশাহ্‌ যাবীন ইসরাইলীয়দের পরাজিত করে দীর্ঘ বিশ বছর তাদের উপর অত্যচার করেন। এরপর দবোরা ইসরাইলীয়দের নেতা হন। তিনি বারাককে ডেকে যাবীনের সেনাপতি সিসোরার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আহ্বান করেন। দবোরা ও বারাকের পরিচালনায় ইসরাইলীয়দের সৈন্যদল তাবোর পর্বত ও কীশোন নদীর তীরে এই যুদ্ধ করে। সেখানে ইসরাইলীদের কাছে যাবীনের সৈন্যদল পরাজিত হয় ও বনি-ইসরাইল আবারও স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করে (৪:১-৫:৩১)।

মোরি-পাহাড়:- চল্লিশ বছর শান্তি থাকার পর, মাদিয়নীয়রা ইসরাইলীয়দের পশুপাল লুট করে ও কৃষিখামারে এসে তাদের উৎপাত করতে লাগল। তখন ইসরাইলীয়রা আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করলে তিনি একজন নম্র কৃষক গিদিয়োনকে তাদের উদ্ধারের জন্য মনোনীত করলেন। গিদিয়োন অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর সাহস সঞ্চয় করে নিজের নগরের বালের বেদী ভেঙ্গে দিলে নগরে ভীষণ হৈচৈয়ের সৃষ্টি হয়। পরে তিনি পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে মোরি পর্বতের কাছে মাদিয়নীয়দের

সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করেন। মাত্র কয়েক শত সৈন্য নিয়ে তিনি বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন ও পরাজিত সৈন্যরা দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে এদিক-সেদিক ছুটে পালিয়ে যায় (৬:১-৭:২৬)।

শিখিম:- বড় নেতারাও কোন কোন সময় ভুল করে। একজন উপস্ত্রী রাখার ফলে গিদিয়োনের জীবনেও এমন ভুল হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে আবিমালেকের জন্ম হয়েছিল। আবিমালেক বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতা লোভী হয়ে পরে এবং রাজা হবার দাবী করে। তার নিষ্ঠুর পরিকল্পনা অনুসারে তার ৬৯ জন সৎ ভাইকে হত্যা করে। ঘটনাক্রমে শিখিমের কিছু লোক তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, কিন্তু তার সৈন্যবাহিনী তাদের দমন করে। তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সে আরো দুটি শহর আক্রমণ করে কিন্তু এজন স্ত্রীলোক জাতার একখানি পাটি উপর থেকে তার উপর নিক্ষেপ করলে সে মারা পরে (৮:২৮-৯:৫৭)।

অম্মোন দেশ:- আবারও বনি-ইসরাইলরা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে চলে যায়। সেজন্য আল্লাহ্‌ও তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। অম্মোনীয়রা যখন তাদের দেশ আক্রমণ করে তখন তারা আবারও তাদের প্রতিমা পূজা ছেড়ে আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করতে থাকে। যিপ্তহ, যিনি একজন বেশ্যার পুত্র, যাঁকে ইসরাইল সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে পুনরায় আহ্বান করা হয় যেন তিনি ইসরাইল সৈন্যবাহিনীর নেতা হন ও অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অম্মোনীয়দের পরাজিত করার পর, একটু ভুল বুঝাবুঝির কারণে তিনি আফরাহিমীয়দের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে

পরেন (১০:১-১২:১৫)।

তিম্না:- বনি-ইসরাইলদের পরবর্তী বিচারকর্তা শামাউন ছিলেন একজন অলৌকিক বালক, যিনি আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুসারে একজন বন্ধ্যা দম্পত্তির ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন, যিনি ইসরাইলীয়দের শক্তিশালী দুশমন ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারে শামাউন ছিলেন একজন নাসরীয়– যিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বিশেষ কাজের জন্য আলাদা থাকবেন। আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আলাদা থাকার চিহ্ন হিসাবে তাঁর মাথার চুল কখনও কাটা হতো না। কিন্তু শামাউন যখন বড় হতে থাকলেন তখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আলাদা থাকার বিষয়টি তিনি গুরুত্ব সহকারে পালন করেন নি। তিনি তিম্নায় একজন ফিলিস্তিনী মেয়েকে দেখে ভালবাসলেন ও তাকে বিয়ে করতে চাইলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি মেয়ের শহরের কয়েকজনের জন্য একটি ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন ও তাদের জন্য একটি হেঁয়ালির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সেই লোকেরা উত্তর জানবার জন্য শামাউনের স্ত্রীকে জোর করলে পর তার মধ্য দিয়ে সেই উত্তর তারা জেনে নেয়। প্রতিজ্ঞা অনুসারে জামা কাপড় দেবার জন্য শামাউন পাশের নগর অস্কিলোনের ত্রিশজন লোককে মেরে তাদের জামা-কাপড় তাদের দেন (১৩:১-১৪:২০)।

সোরেক উপত্যকা:- শামাউন তাঁর ভয়ানক শক্তির সাহায্যে হাজার হাজার ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছিলেন। তাই ফিলিস্তিনীদের নেতারা চেষ্টা করছিল তাঁকে থামাবার জন্য। তারা এই সুযোগ পেয়েছিল যখন অন্য একজন ফিলিস্তিনী মেয়ে শামাউনের হৃদয় হরণ করেছিল। তার নাম ছিল দলীলা এবং সে সোরেক উপত্যকায় বাস করতো। সেই নেতারা দলীলাকে অনেক টাকা দিলে, দলীলা কিসে শামাউনের শক্তি বৃদ্ধি পায় সেই গোপন রহস্য আবিস্কার করতে সমর্থ হয়। এক রাতে দলীলা শামাউনের মাথার চুল কেটে দিলে তাঁর শক্তি তাঁকে ছেড়ে চলে যায় আর আর শত্রুরা এসে তাঁকে বন্দি করে (১৫:১ -১৬:২০)।

গাজা:- শামাউনকে বন্দি করার পর তাঁকে অন্ধ করে দেওয়া হয় ও তাঁকে গাজায় বন্দি করে রাখা হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর মাথার চুল আবার গজাতে শুরু করে। কিছুদিন পর ফিলিস্তিনীরা শামাউনের বন্দিত্বের জন্য একটি উৎসবের আয়োজন করে ও লোকদের সামনে তাকে দিয়ে কৌতুক করাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যে মন্দিরে এই ব্যবস্থার আয়োজন করেছিল সেখানকার প্রধান দুটি স্তম্ভের সঙ্গে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। শামাউন সেই স্তম্ভ ধরে টান দিলে পর পুরো মন্দির ধ্বসে পরে কয়েক হাজার ফিলিস্তিনী সেখানে মারা পরে আর তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলরা ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার যে কথা ফেরেশতা বলেছিলেন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তা সত্য হয়েছিল (১৬:২১- ৩১)।

আফরাহীমের পর্বতময় এলাকা:- আফরাহীমের পর্বতময় এলাকায় মীখা নামে একজন লোক বাস করতো। মীখা তার বাড়ীর মূর্তিসমূহের পুজা করবার জন্য একজন লেবীয় ইমামকে নিয়োগ দিয়েছিল। সে ভেবেছিল তার এই কাজের মধ্য দিয়ে সে মাবুদের সেবা করছিল! অনেক ইসরাইলীয়দের মতই মীখা মনে করছিল যে, সে যা করছে তা ঠিক করছে ও এতেই মাবুদ সন্তুষ্ট হন (১৭:১-১৩)।

দান:- দান বংশের লোকেরা বসবাসের জন্য নতুন এক এলাকার সন্ধান করছিল। অনুসন্ধানের জন্য তাদের আগে একদল গুপ্তচরকে তারা পাঠিয়ে ছিল। তারা এসে মীখার বাড়ীতে যায় যেন তারা যে বিজয়ী হবে তার কোন নিশ্চয়তা পেতে পারে। তারা মীখার বাড়ী থেকে তার মূর্তিসমূহ ও তার ইমামকে হরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তারা লয়ীশে এসে সেখানকার লোকদের হত্যা করে সেটি দখল করে নেয় ও সেই শহরের নতুন নাম রাখে ‘দান’। তারা সেখানে মীখার সেই মূর্তি স্থাপন করে পুজা করতে শুরু করে এবং অনেক বছর পর্যন্ত সেটি পুজার একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে (১৮:১-৩১)।

গিবিয়া:- বিন্‌ইয়ামীনীয় এলাকার গিবিয়া নগরের লোকদের থেকে বুঝা যায় যে, লোকেরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কত দূরে চলে গিয়েছিল! এজন লোক তার উপস্ত্রীকে নিয়ে উত্তরের এলাকা থেকে আফরাহীমীয় পর্বতময় এলাকায় ভ্রমন করছিল। রাত হয়ে গেলে পর তারা গিবিয়ায় রাত্রি যাপন করবার জন্য সেখানে গেল, কারণ তারা ভেবেছিল যে, সেই জায়গা নিরাপদ। কিন্তু রাতের বেলা সেখানকার কয়েকজন পাষণ্ড সেই বাড়ী ঘেড়াও করে সেই লোককে বাইরে আনতে চেষ্টা করলো যেন তারা তার সঙ্গে জেনা করতে পারে। কিন্তু সেই বাড়ীর লোকেরা তার পরিবর্তে তার উপস্ত্রীকে তাদের কাছে ঠেলে দিলে তার উপরই তারা পাশবিক নির্যাতন চালায় ও তাতে সে মৃত্যুবরণ করে। সে সেই মৃত স্ত্রীকে নিয়ে এসে তাকে বারো টুকরা করে ন্যায় বিচারের জন্য ইসরাইল জাতির বারো বংশের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এই নির্মম ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে, সেই সময় বনি-ইসরাইল আত্মিকভাবে কতটা নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল (১৯:১-৩০)।

মিস্পা:- বনি-ইসরাইলের নেতারা মিস্পাতে এসে একত্রি হয় কিভাবে গিবিয়ার লোকদের শাস্তি দিতে পারে সেই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। গিবিয়ার লোকেরা যখন সেই পাষণ্ডদের তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করলো তখন পুরো জাতি গিবিয়া ও বিন্‌ইয়ামীন বংশের লোকদের শাস্তি দেবার জন্য সেই শহরের বিরুদ্ধে একত্রিত হল। বিনইয়ামীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হলে পর দেখা গেল বিন্‌ইয়ামীনের পুরো বংশ প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। মাত্র ৫০০০ মত লোক পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেছে। সেই সময় বনি-ইসরাইলীয়দের জীবনের আত্মিক অবস্থা সত্যি খুব নীচে নেমে গিয়েছিল, যে অবস্থা থেকে তাদের উত্তরণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। নবী শামুয়েলের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে পুনরায় আত্মিক জাগরণ ফিরে এসেছিল (২০:১-২১:২৫)।

সম্পূর্ণ কেনান দেশ জয় করতে বনি-ইসরাইলের ব্যর্থতা

১ ১ ইউসার মৃত্যুর পরে বনি-ইসরাইল মাবুদের
কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করলো,
কেনানীয়দের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার
জন্য প্রথমে আমাদের মধ্যে কারা যাবে? ২ মাবুদ
বললেন, এহুদা-বংশ যাবে; দেখ, আমি তাদের
হাতে দেশ তুলে দিয়েছি। ৩ পরে এহুদা-বংশ
তাদের আপন ভাই শিমিয়োন-বংশকে বললো,
তোমরা আমাদের অংশে আমাদের সঙ্গে এসো,
আমরা কেনানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করি; পরে
আমরাও তোমাদের অংশে তোমাদের সঙ্গে যাব।
তাতে শিমিয়োন-বংশ তাদের সঙ্গে গেল।
৪ এহুদা-বংশ যুদ্ধে যাত্রা করলো, আর মাবুদ
তাদের হাতে কেনানীয় ও পরিষীয়দেরকে তুলে
দিলেন; আর তারা বেষকে তাদের দশ হাজার
লোককে হত্যা করলো। ৫ তারা বেষকে অদোনী-
বেষককে পেয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলো এবং
কেনানীয় ও পরিষীয়দেরকে পরাজিত করলো।
৬ তখন অদোনী-বেষক পালিয়ে গেলেন; আর
তারা তাঁর পিছনে পিছনে তাড়া করে তাঁকে
ধরলো এবং তাঁর হাত ও পায়ের বুড়ো আঙ্গুল
কেটে ফেলল। ৭ তখন অদোনী-বেষক বললেন,
যাঁদের হাত ও পায়ের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলা
হয়েছিল এমন সত্তরজন বাদশাহ্ আমার টেবিলের
নিচে খাদ্য কুড়াতেন। আমি যেমন কাজ করেছি,
আল্লাহ্ আমাকে সেই অনুসারে প্রতিফল
দিয়েছেন। পরে লোকেরা তাঁকে জেরুশালেমে
আনলে তিনি সেই স্থানে মৃত্যুবরণ করলেন।
৮ আর এহুদা-বংশের লোকেরা জেরুশালেমের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তা অধিকার করলো ও
লোকদের তলোয়ার দ্বারা হত্যা করে আগুন দিয়ে
নগরটি পুড়িয়ে দিল। ৯ পরে এহুদা-বংশের
লোকেরা পর্বতময় দেশ, দক্ষিণ দেশ ও নিম্ন
ভূমি-নিবাসী কেনানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
নেমে গেল। ১০ আর এহুদার লোকেরা হেবরন-
নিবাসী কেনানীয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করে শেশয়,
অহীমান ও তল্ময়কে আঘাত করলো; আগে ঐ
হেবরনের নাম ছিল কিরিয়ৎ-অর্ব।
১১ সেই স্থান থেকে তারা দবীর-নিবাসীদের
বিরুদ্ধে যাত্রা করলো; আগে দবীরের নাম
কিরিয়ৎ-শেফর ছিল। ১২ কালুত বললেন, যে

[১:১] শুমারী ২:৩-৯; কাজী ২০:১৮; ১বাদশা ২০:১৪।
[১:২] পয়দা ৪৯:৮-১০।
[১:৪] পয়দা ১৩:৭; ইউসা ৩:১০।
[১:৭] লেবীয় ২৪:১৯; ইয়ার ২৫:১২।
[১:৮] ইউসা ১৫:৬৩; ২শামু ৫:৬।
[১:৯] পয়দা ১২:৯; শুমারী ২১:১; ইশা ৩০:৬।
[১:১০] শুমারী ১৩:২২; ইউসা ১৫:১৪।
[১:১১] ইউসা ১০:৩৮।

১:১ ইউসার মৃত্যুর পরে। কাজীগণ কিতাবের মধ্যে হযরত ইউসার মত একজন অনুসরণীয় নেতার মৃত্যুর পরে বনি-ইসরাইলের মুক্তির কাহিনীর ইতিহাসে যা যা ঘটেছিল সেই কথা প্রকাশ করা হয়েছে (ইউসা ১:১ দেখুন)। ইউসা সম্ভবত ১৩৯০ খ্রীষ্টপূর্বে মারা যান। তাঁর নেতৃত্বের অধীনে যেসব যুদ্ধ হয়েছিল তাতে কেনানীয়দের শক্তি ভেঙ্গে গিয়েছিল আর বনি-ইসরাইলরা কেনানীয়দের তাদের ভূমি থেকে বের করে দিয়েছিল। এখন কেনান দেশ মূলত বনি-ইসরাইলদের দ্বারা দখলকৃত একটি দেশ (ইউসা ১৮:৩;২১:৪৩-৪৫ দেখুন)।

এই কথা জিজ্ঞাসা করলো। সম্ভবত উরীম ও তুম্মীম ব্যবহারের দ্বারা ইমামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জেনে নিয়ে থাকবেন (হিজ ২৮:৩০; ১ শামু ২:২৮)।

প্রথমে আমাদের কারা যাবে। বনি-ইসরাইলদের প্রধান শিবির স্থাপন করা হয়েছিল গিল্‌গলে, জর্ডান উপত্যকায় জেরিকোর কাছে (সাগর থেকে প্রায় ৮০০ ফুট নিচে) আর কেনানীয় শহরগুলো ছিল কেন্দ্রীয় পাহাড়ী এলাকায় (সাগর থেকে ২,৫০০-৩,৫০০ ফুট উঁচুতে)।

১:২ এহুদা-বংশ যাবে। দেখুন ২০:১৮ আয়াত। এহুদা-বংশকে জর্ডানের পশ্চিম দিকের জায়গাগুলো দখল করার জন্য প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল (ইউসা ১৫)। এহুদা-বংশের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজটির কথা ইয়াকুবের আশীর্বাদের মধ্যে বলা হয়েছিল (পয়দা ৪৯:৮-১২; ইউসা ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৩ শিমিয়োন-বংশ। ইউসা এহুদা এলাকার মধ্যে যেসব নগর আছে তা দখল করার জন্য শিমিয়োন-বংশকে দায়িত্ব দেন (ইউসা ১৯:১, ৯; পয়দা ৪৯:৫-৭ দেখুন)।

১:৪ কেনানীয়। দেখুন পয়দা ১০:৬ আয়াতের নোট।

পরিষীয়। দেখুন পয়দা ১৩:৭ আয়াতের নোট।

বেষক। বাদশাহ্ তালুত যাবেশ গিলিয়দে যাওয়ার আগে তাঁর শান্তিরক্ষা বাহিনীকে বেষকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (১ শামু ১১:৮ এবং নোট দেখুন)।

১:৫ অদোনী-বেষক। এর অর্থ হল 'বেষকের প্রভু'।

১:৬ হাত ও পায়ের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলল। প্রাচীন কালের নিটক প্রাচ্যের দেশগুলোতে যুদ্ধবন্দিদের শারীরিকভাবে অঙ্গচ্ছেদ করা একটি সাধারণ চর্চা ছিল (১৬:২১ নোট দেখুন)। এর ফলে ভবিষ্যতে কোন সামরিক কাজের জন্য তারা আর উপযুক্ত থাকতো না।

১:৭ সত্তরজন বাদশাহ্। কেনান দেশটি অনেকগুলো প্রদেশ-নগর নিয়ে গঠিত হয়েছিল, এদের প্রতিটি নগর একজন বাদশাহ্ দ্বারা আলাদাভাবে শাসিত হতো। সত্তর হয়তো একটি পূর্ণ সংখ্যা, নয়তো হতে পারে একটি বড় সংখ্যার প্রতীক।

আমার টেবিলের নিচে। অপমানদায়ক ব্যবহার, যেভাবে কুকুরকে খাবার দেওয়া হয় (মথি ১৫:২৭; লূক ১৬:২১ দেখুন)।

আল্লাহ্ আমাকে সেই অনুসারে প্রতিফল দিয়েছেন। দেখুন হিজরত ২১:২৩-২৫ আয়াত।

১:৮ জেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যদিও নগরটি সেই সময় পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু সেই সময়ে বনি-ইসরাইলরা এটি দখলে রাখতে পারে নি (২১ আয়াত দেখুন)। খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে যতক্ষণ না পর্যন্ত দাউদ সেটি সম্পূর্ণভাবে দখল করেছেন সেই পর্যন্ত নগরটি স্থায়ীভাবে বনি-ইসরাইলরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি (২ শামু ৫:৬-১০)।

১:১০ কিরিয়ৎ-অর্ব। ইউসা ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১১ দবীর। ইউসা ১০:৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১২ কালুত। তিনি এবং ইউসা গুপ্তচর হিসাবে কেনান দেশ পর্যবেক্ষণ করার পর আশাবাদী তথ্য নিয়ে ফিরে এসেছিলেন (শুমারী ১৪:৬-৯)।

BACIB International Bible CHURCH

কেউ কিরিয়ৎ-শেফরকে আঘাত করে অধিকার
করবে, তার সঙ্গে আমি আমার কন্যা অক্ষার
বিয়ে দেব। [১৩] আর কালেবের কনিষ্ঠ ভাই
কনসের পুত্র অৎনিয়েল তা অধিকার করলে তিনি
তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজের কন্যা অক্ষার বিয়ে
দিলেন। [১৪] আর ঐ কন্যা এসে তার পিতার
কাছে একখানি ভূমি চাইতে তার স্বামীকে প্রবৃত্তি
দিল। পরে অক্‌ষা এসে তার গাধা থেকে নামার
পর কালুত তাকে বললেন, তুমি কি চাও? [১৫] সে
তাঁকে বললো, আপনি আমাকে একটি উপহার
দিন; দক্ষিণাঞ্চলস্থ ভূমি আমাকে দিয়েছেন,
পানির ফোয়ারাগুলোও আমাকে দিন। তাতে
কালুত তাকে উচ্চতর ফোয়ারাগুলো ও নিম্নতর
ফোয়ারাগুলো দিলেন।
[১৬] পরে মূসার সম্বন্ধী কেনীয়ের সন্তানেরা
এহুদার সন্তানদের সঙ্গে খর্জুরপুর থেকে অরাদের
দক্ষিণ দিক্‌স্থিত এহুদা মরুভূমিতে উঠে গেল;
তারা সেই স্থানে গিয়ে লোকদের মধ্যে বসতি
করলো। [১৭] আর এহুদা-বংশ তাদের ভাই
শিমিয়োন-বংশের সঙ্গে গমন করলো এবং তারা
সফাৎ-নিবাসী কেনানীয়দেরকে আক্রমণ করে ঐ
নগর নিঃশেষে বিনষ্ট করলো। আর সেই নগরের
নাম হর্মা (বিনষ্ট) হল। [১৮] আর এহুদা-বংশ গাজা
ও তার অঞ্চল, অস্কিলোন ও তার অঞ্চল এবং
ইক্রোণ ও তার অঞ্চল অধিকার করলো।
[১৯] মাবুদ এহুদা-বংশের সহবর্তী ছিলেন, সে
পর্বতময় দেশের নিবাসীদেরকে অধিকারচ্যুত
করলো। এহুদা সমভূমি নিবাসীদেরকে অধিক-
ারচ্যুত করতে পারল না, কেননা তাদের লোহার
রথ ছিল। [২০] আর মূসা যেমন বলেছিলেন, সেই
অনুসারে তারা কালুতকে হেবরন নগর দিল এবং
তিনি সেই স্থান থেকে অনাকের তিন পুত্রকে
অধিকারচ্যুত করলেন। [২১] এছাড়া, বিন্‌ইয়ামীন-
বংশের লোকেরা জেরুশালেম-নিবাসী
যিবূষীয়দেরকে অধিকারচ্যুত করলো না;
যিবূষীয়েরা আজও জেরুশালেমে বিন্‌ইয়ামীন-
বংশের লোকদের সঙ্গে বাস করছে।
[২২] আর ইউসুফের কুলও বেথেলের বিরুদ্ধে যাত্রা
করলো; এবং মাবুদ তাদের সহবর্তী ছিলেন।
[২৩] তখন ইউসুফের কুল বেথেল নিরীক্ষণ করতে
লোক প্রেরণ করলো। আগে ঐ নগরের নাম লুস
ছিল। [২৪] আর সেই প্রহরীরা ঐ নগর থেকে এক
জনকে বাইরে আসতে দেখে তাকে বললেন,
আরজ করি, নগরের প্রবেশ-পথ আমাদেরকে
দেখিয়ে দাও; তা হলে আমরা তোমার প্রতি
রহম করবো। [২৫] তাতে সে তাদেরকে নগরের
প্রবেশ-পথ দেখিয়ে দিল, আর তারা তলোয়ার
দ্বারা সেই নগরবাসীদেরকে আঘাত করলো, কিন্তু
ঐ ব্যক্তিকে ও তার সমস্ত গোষ্ঠীকে ছেড়ে দিল।
[২৬] পরে ঐ ব্যক্তি হিট্টিয়দের দেশে গিয়ে একটি
নগর পত্তন করে তার নাম লুস রাখল; তা আজ
পর্যন্ত এই নামে আখ্যাত আছে।
[২৭] আর মানশা-বংশ আশেপাশের সব গ্রাম সহ
বৈৎ-শান, উপনগরের সঙ্গে তানক, আশেপাশের

[১:১৫] শুমারী ১৩:৬।
[১:১৬] দ্বি:বি ৩৪:৩; কাজী ৩:১৩; ২খান্দান ২৮:১৫।
[১:১৭] শুমারী ১৪:৪৫।
[১:১৮] ইউসা ১১:২২।
[১:১৯] ইউসা ১৭:১৬।
[১:২০] আয়াত ১০; ইউসা ১৪:১৩।
[১:২১] ইউসা ৯:১৫; ১৫:৬৩।
[১:২২] কাজী ১০:৯।
[১:২৩] পয়দা ২৮:১৯।
[১:২৪] পয়দা ৪৭:২৯।
[১:২৫] ইউসা ৬:২৫।
[১:২৬] দ্বি:বি ৭:১; ইহি ১৬:৩।
[১:২৭] ১বাদশা ৯:২১।

তার সঙ্গে আমি আমার কন্যা অক্ষার বিয়ে দেব। স্ত্রীর পণের দাম পরিশোধ করার জন্য যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া তখনকার দিনে একটি মাধ্যম ছিল (১ শামু ১৮:২৫ দেখুন)।

১:১৩ অৎনিয়েল। প্রথমদিকের একজন কাজী (৩:৭-১১ দেখুন)।

১:১৬ মূসার সম্বন্ধী। হিজরত ২:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১৭ এহুদা-বংশ ... সঙ্গে গমন করলো। এহুদা-বংশ তাদের দেওয়া কথা পূর্ণ করেছিল (৩ আয়াত)।

১:১৮ গাজা ... অস্কিলোন ... ইক্রোণ। পাঁচটি প্রধান নগরের মধ্যে তিনটি নগরেই ফিলিস্তিনীরা বাস করতো। ফিলিস্তিনীদের উৎসের জন্য দেখুন পয়দা ১০:১৪; ইয়ার ৪৭:৪ আয়াত।

১:১৯ সমভূমি নিবাসীদেরকে অধিকারচ্যুত করতে পারল না। বনি-ইসরাইলরা কেনানীয়দের সম্পূর্ণভাবে বেদখল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল (দ্বি: বি: ৭:১-৫; ২০:১৬-১৮)। ঐ ব্যর্থতার পিছনে পাঁচটি কারণ জড়িত ছিল: (১) কেনানীয়দের দখলে শক্তিশালী অস্ত্র ছিল (এখানে); (২) বনি-ইসরাইলরা কেনানীয়দের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছিল (২:১-৩); (৩) ইসরাইলরা দেব-দেবতাদের পূজা করতে শুরু করেছিল এবং এর ফলে তাদের পূর্বপূরুষদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র যে চুক্তি হয়েছিল তার অসম্মান করেছিল (২:২০-২১); (৪) আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের পরীক্ষা করছিল তাঁর আদেশ তারা মান্য করে চলবে কিনা (২:২২-২৩; ৩:৪); (৫) আল্লাহ্‌ ইসরাইলদের তাঁর বাহিনী হিসাবে সুযোগ দিচ্ছিলেন যেন তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বাড়াতে পারে (৩:১-২)।

লোহার রথ। সম্ভবত এই রথ কাঠের তৈরি ছিল কিন্তু এর কোন কোন অংশ লোহার তৈরি ছিল, খুব সম্ভব চাকাগুলো লোহার তৈরি ছিল (ইউসা ১৭:১৬ নোট দেখুন)।

১:২০ মূসা যেমন বলেছিলেন। দেখুন শুমারী ১৪:২৪; দ্বি:বি: ১:৩৬; ইউসা ১৪:৯-১৪ আয়াত।

অনাকের। শুমারী ১৩:২২; ইউসা ১৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১:২১ বিন্‌ইয়ামীন-বংশের ... অধিকারচ্যুত করলো না। ৮ আয়াতের নোট দেখুন। জেরুশালেম বিন্‌ইয়ামীন এবং ইউসার সীমান্তের মাঝখানে ছিল কিন্তু তা বিন্‌ইয়ামীনের ভাগে পড়েছিল (ইউসা ১৮:২৮)।

যিবুষীয়। পয়দায়েশ ১০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১:২২ ইউসুফের কুল। আফরাহীম এবং পশ্চিম মানশা।

বেথেল। দেখুন পয়দায়েশ ১২:৮ আয়াতের নোট। এখানে খ্রীষ্টপূর্ব তেরশো শতাব্দীর ধ্বংসের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই আয়াতে উল্লেখিত যুদ্ধের সত্যতা প্রমাণ করে।

১:২৩ নিরীক্ষণ করতে। শুমারী ১৩:২ দেখুন।

১:২৫ তার সমস্ত গোষ্ঠীকে ছেড়ে দিল। রাহবেরর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে (ইউসা ৬:২৫)।

১:২৬ হিট্টিয়দের দেশে। দেশটি যখন দখল করা হচ্ছিল সেই সময়ে সিরিয়ার নাম ছিল হিট্টিয়দের দেশ (পয়দা ১০:১৫ আয়াত দেখুন)।

বনি-ইসরাইলের বিচারকর্তা বা কাজীগণ

কাজীগণ	শাসন করার সময়কাল	স্মরণীয় কার্যসকল	কিতাবের অংশ
অৎনীয়েল	৪০	তিনি কেনানীয়দের একটি শক্তিশালী শহর দখল করেছিলেন।	কাজীগণ ৩:৭-১১
এহুদ	৮০	তিনি মোয়াবীয় রাজা ইগ্লোনকে হত্যা করে মোয়াবীয়দের উপর জয়লাভ করেছিলেন।	কাজীগণ ৩:১২-৩০
শমগর	জানা যায় নি বা বলা হয় নি	তিনি ষাড়ের একটি চোয়াল দ্বারা ৬০০ ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছিলেন।	কাজীগণ ৩:৩১
দবোরা ও বারাক	৪০	তিনি বাদশাহ্ যাবীনের সেনাপতি সিসোরাকে পরাজিত করেছিলেন এবং পরে বিজয়-সংগীত গেয়েছিলে।	কাজীগণ ৪:৫
গিদিয়োন	৪০	তিনি পারিবারিক দেবমূর্তি ও বেদী ধ্বংস করেছিলেন এবং ১০ হাজার লোকের সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি পরে মাদীয়নিয়দের এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার লোককে মাত্র ৩০০ জন্য সৈন্য নিয়ে পরাজিত করেছিলেন।	কাজীগণ ৬-৮ অধ্যায়
তোলয়	২৩	তিনি ২৩ বছর বনি-ইসরাইলকে শাসন করেছিলেন।	কাজীগণ ১০:১,২
যায়ীর	২২	তার ত্রিশজন পুত্র ছিল।	কাজীগণ ১০:৩-৫
যিপ্তহ	৬	তিনি একটি সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞা করেছিলে। তিনি অম্মোনীয়দের পরাজিত করেছিলেন ও পরে আফরাহীম বংশের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পরে তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন।	কাজীগণ ১০:৬-১২:৭
ইবসন	৭	তার ত্রিশ জন পুত্র ও ত্রিশজন কন্যা ছিল।	কাজীগণ ১২:৮-১০
ইলোন	১০	তার বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না।	কাজীগণ ১২:১১,১২
অব্দোন	৮	তার চল্লিশজন পুত্র ও ৩০ জন নাতি ছিল যাদের প্রত্যেকে একটি করে গাধায় চড়ে বেড়াতো।	কাজীগণ ১২:১৩-১৫
শামাউন	২০	তিনি একজন নাসরীয় ছিলেন। তিনি খালি হাতে এক সিংহকে মেরে ফেলেছিলেন। এছাড়া তিনি ফিলিস্তিনীদের জবের ক্ষেত পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং গাধার চোয়াল দিয়ে এক হাজার ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছিলেন। তিনি দলীলার দ্বারা প্রতারিত হয়ে বন্দি হয়েছিলেন এবং বন্দি থাকা অবস্থায় এক শক্তিশালী কাজ দ্বারা হাজার হাজার ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছিলেন।	কাজীগণ ১৩-১৬ অধ্যায়

সব গ্রাম সহ দোর, আশেপাশের সব গ্রাম সহ
যিব্লিয়ম, আশেপাশের সব গ্রাম সহ মগিদ্দো,
এসব স্থানের অধিবাসীদেরকে অধিকারচ্যুত
করলো না; কেনানীয়েরা সেই দেশে বাস করতে
স্থিরসংকল্প ছিল। ২৮ পরে ইসরাইল যখন প্রবল
হল, তখন সেই কেনানীয়দেরকে কর্মাধীন
গোলাম করলো, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অধিকারচ্যুত
করলো না।
২৯ আর আফরাহীম-বংশ গেষর-নিবাসী
কেনানীয়দেরকে অধিকারচ্যুত করলো না;
কেনানীয়েরা গেষরে তাদের মধ্যে বাস করতে
থাকলো।
৩০ সবূলূন কিট্‌রোণ ও নহলোল নিবাসীদেরকে
অধিকারচ্যুত করলো না; কেনানীয়েরা তাদের
মধ্যে বাস করতে থাকলো, আর কর্মাধীন গোলাম
হল।
৩১ আশের-বংশ অক্কো, সিডন, অহলব,
অক্‌সীব, হেল্‌বা, অপীক ও রাহোব-
নিবাসীদেরকে অধিকারচ্যুত করলো না।
৩২ আশেরীয়েরা দেশ-নিবাসী কেনানীয়দের মধ্যে
বাস করলো, কেননা তারা তাদেরকে অধি-
কারচ্যুত করে নি।
৩৩ নপ্তালী-বংশ বৈৎ-শেমশের ও বৈৎ-অনাতের
নিবাসীদেরকে অধিকারচ্যুত করলো না; তারা দেশ-
নিবাসী কেনানীয়দের মধ্যে বাস করলো, আর
বৈৎশেমশের ও বৈৎ-অনাতের নিবাসীরা তাদের
কর্মাধীন গোলাম হল।
৩৪ আর ইমোরীয়েরা দান-বংশের লোকদেরকে
পর্বতময় দেশে অবরোধ করলো, সমভূমিতে

[১:২৮] ইউসা ১৭:১২-১৩।
[১:২৯] ইউসা ১৪:৪; কাজী ৫:১৪।
[১:৩১] ইউসা ১৭:৭।
[১:৩৩] ইউসা ১৫:১০।
[১:৩৪] শুমারী ১৩:২৯; কাজী ১০:১১; ১শামু ৭:১৪।
[১:৩৫] কাজী ৮:১৩।
[১:৩৬] ২বাদশা ১৪:৭; ইশা ১৬:১; ৪২:১১।
[২:১] হিজ ২০:২; কাজী ৬:৮।
[২:২] হিজ ২৩:৩২; ৩৪:১২; দ্বি:বি ৭:২।
[২:৩] ইউসা ২৩:১৩।
[২:৪] পয়দা ২৭:৩৮; শুমারী ২৫:৬; ২বাদশা ১৭:১৩।

নেমে আসতে দিল না; ৩৫ ইমোরীয়েরা হেরস
পর্বতে, অয়ালোনে ও শালবীমে বাস করতে
থাকলো; কিন্তু ইউসুফ-কুলের হাত শক্তিশালী
হয়ে উঠলো, তাতে ওরা কর্মাধীন গোলাম হল।
৩৬ অক্রব্বীম আরোহণ-স্থান এবং সেলা থেকে
উপরের দিকে আমোরীয়দের অঞ্চল ছিল।

বনি-ইসরাইলদের অবাধ্যতা

২ ১ আর মাবুদের ফেরেশতা গিল্‌গল থেকে
বোখীমে উঠে আসলেন। তিনি বললেন,
আমি তোমাদেরকে মিসর থেকে বের করে
এনেছি; যে দেশ দিতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের
কাছে শপথ করেছিলাম, সেই দেশে
তোমাদেরকে এনেছি, আর এই কথা বলেছি,
আমি তোমাদের সঙ্গে আমার নিয়ম কখনও ভঙ্গ
করবো না; ২ তোমরাও এই দেশবাসীদের সঙ্গে
চুক্তি করবে না, তাদের সমস্ত বেদী ভেঙ্গে
ফেলবে। কিন্তু তোমরা আমার নির্দেশ পালন কর
নি; কেন এমন কাজ করেছ? ৩ এজন্য আমিও
বললাম, তোমাদের সম্মুখ থেকে আমি এই
লোকদেরকে দূর করবো না; তারা তোমাদের
পাশে কাঁটাস্বরূপ ও তাদের দেবতারা তোমাদের
ফাঁদস্বরূপ হবে। ৪ মাবুদের ফেরেশতা বনি-
ইসরাইলদেরকে যখন এই কথা বললেন তখন
লোকেরা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। ৫ আর
তারা সেই স্থানের নাম বোখীম (বিলাপকারী)
রাখল; পরে তারা সেই স্থানে মাবুদের উদ্দেশে
কোরবানী করলো।

হযরত ইউসার মৃত্যু

৬ ইউসা লোকদের বিদায় করার পর বনি-

১:২৮ কর্মাধীন গোলাম। ইউসা ১৬:১০ আয়াত দেখুন।

১:৩৩ বৈৎ-শেমশের। বর্তমান অবস্থান অজানা। এই নামের অর্থ "সূর্যের বাড়ি (দেব-দেবতা)।" এহুদাতেও বৈৎ-শেমশ নামে একটি স্থান ছিল (৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)। **বৈৎ-অনাত।** এর অর্থ "অনাতের (দেবীর) বাড়ি" (৩:৩১; ইয়ার ১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৩৪ ইমোরীয়েরা। পয়দায়েশ ১০:১৬ এর নোট দেখুন। **দান-বংশের লোকদেরকে পর্বতময় দেশে অবরোধ করলো।** ইউসা আমোরীয়দের অনেক লোককে পূর্বে হত্যা করেছিল (ইউসা ১০:৫-১১), কিন্তু তারা তখনো দান-বংশের লোকদের প্রতিরোধ করতে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। আর এই কারণে কিছু সময় পরে দান-বংশের বহু সংখ্যক লোক পূর্বদিকে চলে গিয়েছিল।

১:৩৫ হেরস পর্বতে। এর অর্থ "সূর্যের পর্বত (দেব-দেবতা)"; সম্ভবত এহুদার বৈৎ-শেমশ, যাকে ঈর-শেমশও বলা হয়, যার অর্থ "সূর্যের নগর (দেব-দেবতা)" (ইউসা ১৯:৪১)।

১:৩৬ আমোরীয়দের অঞ্চল। তাদের দক্ষিণের সীমানা (ইউসা ১৫:২-৩ দেখুন)।

২:১-৫ মাবুদ আল্লাহ্‌ যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছিলেন কেনান দেশ দখল করার জন্য ইসরালের তাতে গভীর আগ্রহ ছিল না (১:২৭-৩৬ দেখুন)। এই কারণে তিনি তাঁর সাহায্যের হাত উঠিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও প্রভুর তীব্র তিরষ্কারের সঠিক সময় এখানে নির্দেশ করা হয় নি, তবে সম্ভবত এটি কাজীগণের কাছাকাছি কোন এক সময় হয়েছিল এবং ইউসা ৯ অধ্যায়ের ঘটনার সাথেও এর যোগসূত্র থাকতে পারে (নয়তো ইউসা ১৮:১-৩ সঙ্গে যোগাযোগ থাকতে পারে)।

২:১ মাবুদের ফেরেশতা। পয়দায়েশ ১৬:৭ এর নোট দেখুন। এই অনুচ্ছেদে মাবুদের ফেরেশতার ভূমিকা হচ্ছে ৬:৮-১০ আয়াতে নামহীন নবীর মত এবং ১০:১১-১৪ আয়াতে প্রভুর কালামের মত, যেখানে তাঁর লোকদের আহ্বান করা হয়েছে। **গিল্‌গল।** এটি সেই স্থান যেখানে ইসরাইল প্রথম ইউসার অধীনের এই দেশে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল (ইউসা ৪:১৯-৫:১২ দেখুন)। **মিসর থেকে বের করে।** হিজরত কিতাবের বিষয়বস্তু, যা পুরাতন নিয়মে বার বার প্রকাশ পেয়েছে আর তা হল আল্লাহ্‌ ভালবেসে তাঁর লোকদের মিসর থেকে বের করে এনেছেন (হিজ ২০:২)। **শপথ করেছিলাম।** পয়দা ১৫:১৮ দেখুন; ইব ৬:১৩ আয়াতের নোটও দেখুন।

২:২ চুক্তি করবে না। তাদের সঙ্গে চুক্তি করার মধ্য দিয়ে মাবুদের সাথে তাদের যে চুক্তি হয়েছিল তা ভঙ্গ হয়েছে (হিজ ২৩:৩২ দেখুন)।

ইসরাইল দেশ অধিকার করার জন্য প্রত্যেকে
নিজ নিজ অধিকারে গিয়েছিল। ৭ আর ইউসার
সমস্ত জীবনকালে এবং যে সমস্ত প্রাচীনবর্গরা
ইউসার মৃত্যুর পর জীবিত ছিলেন ও ইসরাইলের
জন্য মাবুদের কৃত সমস্ত মহান কাজ
দেখেছিলেন, তাঁদেরও সমস্ত জীবনকালে
লোকেরা মাবুদের সেবা করলো। ৮ পরে নূনের
পুত্র মাবুদের গোলাম ইউসা একশত দশ বছর
বয়সে ইন্তেকাল করলেন। ৯ তাতে লোকেরা গাশ
পর্বতের উত্তর পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশসহ
তিম্নৎ-হেরসে তাঁর অধিকারের অঞ্চলে তাঁকে
দাফন করলো। ১০ আর সেই কালের অন্য সকল
লোকও পূর্বপুরুষদের কাছে গৃহীত হল এবং
তাদের পরে নতুন বংশ উৎপন্ন হল। এরা
মাবুদকে জানত না এবং ইসরাইলের জন্য তিনি
যা করেছিলেন তা-ও জানত না।

বনি-ইসরাইলদের অবিশ্বস্ততা

১১ বনি-ইসরাইল মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ,
তা-ই করতে লাগল; এবং বাল দেবতাদের সেবা
করতে লাগল। ১২ আর যিনি তাদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌, যিনি তাদেরকে মিসর দেশ
থেকে বের করে এনেছিলেন, সেই মাবুদকে
ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের, অর্থাৎ তাদের
চারদিকে যে লোকেরা বসবাস করত তাদের
দেবতাদের অনুগামী হয়ে তাদের কাছে সেজ্‌দা
করতে লাগল। এভাবে তারা মাবুদকে অসন্তুষ্ট
করলো। ১৩ তারা মাবুদকে ত্যাগ করে বাল
দেবের ও অষ্টারোৎ দেবীদের সেবা করতো।
১৪ তাতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে মাবুদের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হল, আর তিনি তাদেরকে
লুণ্ঠনকারীদের হাতে তুলে দিলেন। তারা তাদের
দ্রব্য লুট করলো আর তিনি তাদের চতুর্দিকস্থ
দুশমনদের হাতে তাদেরকে বিক্রি করলেন,
তাতে তারা তাদের দুশমনদের সম্মুখে আর
দাঁড়াতে পারল না। ১৫ মাবুদ যেমন বলেছিলেন
ও তাদের কাছে যেমন শপথ করেছিলেন, সেই
অনুসারে তারা যে কোন স্থানে যেত, সেই স্থানে
অমঙ্গলার্থে মাবুদের হাত তাদের বিরুদ্ধে ছিল;
এভাবে তারা অতিশয় দুর্দশার মধ্যে পড়তো।
১৬ তখন মাবুদ কাজীদেরকে উৎপন্ন করতেন,
আর তাঁরা লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে তাদেরকে
নিস্তার করতেন। ১৭ তবুও তারা তাদের

[২:৮] ইউসা ১:১।
[২:৯] ইউসা ১৯:৫০।
[২:১০] হিজ ৫:২; গালা ৪:৮।
[২:১১] কাজী ৩:৭; ৮:৩৩; ১বাদশা ১৬:৩১; ২২:৫৩।
[২:১২] দ্বিঃবি ৪:২৫; জবুর ৭৮:৫৮; ১০৬:৪০।
[২:১৩] কাজী ৩:৭; ৫:৮; ৬:২৫; ৮:৩৩; ১০:৬।
[২:১৪] নহি ৯:২৭; জবুর ১০৬:৪১।
[২:১৫] রূত ১:১৩; আইউ ১৯:২১; জবুর ৩২:৪।
[২:১৬] রূত ১:১; ১শামু ৪:১৮; ৭:৬, ১৫; প্রেরিত ১৩:২০।
[২:১৭] হিজ

২:৬ দেশ অধিকার করার জন্য। ১:১ আয়াতের উপর নোট দেখুন।

২:৮ মাবুদের গোলাম। ইউসা সরকারীভাবে মাবুদের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত ছিলেন (হিজ ১৪:৩১; জবুর ১৮ অধ্যায়ের শিরোনাম; ইশা ৪১:৮-৯; ৪২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

একশত দশ বছর। এই সংখ্যার তাৎপর্যের জন্য, পয়দা ৫০:২৬ দেখুন।

২:১০-১৫ বনি-ইসরাইলের গুনাহের কারণে তিনি তাঁর সাহায্যের হাত আর বাড়িয়ে দিলেন না। তিনি তাদের "বিক্রি" করলেন যে লোকদের তিনি "ক্রয় করে" নিয়ে এসেছিলেন (হিজ ১৫:১৬) এবং মুক্ত করেছিলেন (হিজ ১৫:১৩; জবুর ৭৪:২)।

২:১০ পূর্বপুরুষদের কাছে গৃহীত হল। দেখুন পয়দা ১৫:১৫; ২৫:৮ আয়াত।

এরা মাবুদকে জানত না ... তা-ও জানত না। মাবুদের কাজ সম্পর্কে তাদের সরাসরি কোন অভিজ্ঞতা ছিল না (হিজ ১:৮)।

২:১১ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই করতে লাগল। একই রকম অভিব্যক্তি ৩:৭; ১২; ৪:১; ৬:১; ১০:৬ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাল দেবতাদের। এই কেনানীয় দেবতার অনেক স্থানীয় গঠন ও নাম দেখতে পাওয়া যায় (১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১২ এভাবে তারা মাবুদকে অসন্তুষ্ট করলো। দেখুন দ্বিঃবিঃ ৪:২৫; জাকা ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন।

২:১৩ বাল। এর অর্থ "প্রভু"। কেনানীয় ও ফিনিশিয়রা বাল দেবতার পূজা করতো। তারা বাল দেবতাকে দাগোন দেবতার পুত্র এবং এল এর পুত্র হিসেবে জানতো। অরাম দেশে (সিরিয়া) তাকে হদদ বলেও ডাকা হতো এবং ব্যাবিলনে অদদ বলে ডাকা হতো। লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, এই দেবতা গর্ভের উর্বরতা সৃষ্টি করে এবং মাটিতে জীবনদায়ক বৃষ্টি দেয়। তাকে চিত্রায়িত করা হতো সে ষাঁড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে যা ছিল উর্বরতা ও শক্তির প্রতীক (দেখুন, ইউসা ২৪:১৪; ১ বাদশাহ্‌ ১২:২৮ এবং নোট)। তাকে দেখানো হতো যে, ঝড়ের মেঘ তার রথ ও বিদ্যুৎ তার কণ্ঠ এবং আলো তার তীর ও ধনুক। বালের পূজার সাথে জড়িত ছিল পবিত্র বেশ্যাগমন এবং এমনকি মাঝে মাঝে শিশু কোরবানী (জাকা ১৯:৫ দেখুন)। ইলিয়াস এবং আল-ইয়াসার কাহিনীতে (১ বাদশা ১৭; ২ বাদশা ১৩) ও পুরাতন নিয়মের আরো অনেক জায়গায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বালের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়েছে (জবুর ২৯:৩-৯; ৬৮:১-৪; ৩২-৩৪; ৯৩:১-৫; ৯৭:২-৫; ইয়ার ১০:১২-১৬; ১৪:২২; হোসিয়া ২:৮, ১৬:১৭, আমোস ৫:৮)।

অষ্টারোৎ। দেবী হিসেবে অষ্টারোৎ ছিল বালের স্ত্রী এবং আশেরা নামে ছিল 'এল' এর স্ত্রী, কেনানীয় দেবতাদের মন্দিরের প্রধান দেবী। অষ্টারোৎ দেবী সন্ধ্যা তারার সাথে যুক্ত ছিল এবং যুদ্ধের ও উর্বরতার সুন্দরী দেবী বলে খ্যাত ছিল। ব্যাবিলনে তাকে ইষ্টার দেবী এবং অরাম দেশে অথটার্ট দেবী হিসেবে তার পূজা করা হতো। গ্রীকদের কাছে সে ছিল অষ্টারেৎ অথবা আফ্রোদিত এবং রোমীদের কাছে ভেনাস দেবী হিসাবে পরিচিত। অষ্টারেৎ দেবীর পূজা প্রচণ্ডভাবে লম্পটতার সাথে যুক্ত ছিল (১ বাদশা ১৪:২৪; ২ বাদশা ২৩:৭)।

২:১৪ লুণ্ঠনকারীদের হাতে তুলে দিলেন। হিব্রু ভাষায় এই একই অভিব্যক্তি ৬:১; ১৩:১ আয়াতে ব্যবহার হয়েছে।

তাদেরকে বিক্রি করলেন। একই অভিব্যক্তি ৩:৮; ৪:২; ১০:৭ আয়াতে ব্যবহার হয়েছে।

২:১৬-১৯ বনি-ইসরাইলের দুর্গতির সময়ে মাবুদ তাদের প্রতি দয়ালু ছিলেন, তাদেরকে উপদ্রপের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উদ্ধারকর্তা পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু ইসরাইলরা বারবার ভুলে যাচ্ছিল মাবুদ কিভাবে তাদের বারে বারে উদ্ধার করেছেন, ঠিক যেভাবে তারা ভুলে গিয়েছিল আল্লাহ্‌ মূসা ও ইউসার মাধ্যমে তাদের জন্য যে কার্য সম্পন্ন করেছিলেন।

২:১৬ কাজীদেরকে। সেখানে ছয় জন বড় কাজী ছিল (অথনিয়েল, এহূদ, দবোরা, গিদিয়োন, যিপ্তহ, শামাউন) এবং ছয় জন ছোট (তোলয়, যায়ীর, শমগর, ইব্‌সন, এলোন ও

BACIB International Bible CHURCH

কাজীদের কথায় কান দিত না, কিন্তু অন্য
দেবতাদের পিছনে চলে জেনা করতো ও তাদের
কাছে সেজ্‌দা করতো। এভাবে তাদের
পূর্বপুরুষেরা মাবুদের হুকুম পালন করে যে পথে
গমন করতেন, তারা সেই অনুসারে না করে সেই
পথ থেকে শীঘ্রই ফিরে গেল। ১৮ আর মাবুদ
যখন তাদের জন্য কাজীদের উৎপন্ন করতেন,
তখন মাবুদ বিচারকর্তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে
বিচারকর্তার সমস্ত জীবনকালে দুশমনদের হাত
থেকে তাদেরকে রক্ষা করতেন, কারণ জুলুম ও
নির্যাতনকারীদের সমক্ষে তাদের কাতরোক্তির
দরুন মাবুদ করুণাবিষ্ট হতেন। ১৯ কিন্তু সেই
বিচারকর্তার মৃত্যু হলেই তারা মাবুদের কাছ
থেকে ফিরে যেত। তারা পূর্বপুরুষদের চেয়ে
আরও বেশি ভ্রষ্ট হয়ে পড়তো, অন্য দেবতাদের
অনুগামী হয়ে তাদের সেবা ও তাদের কাছে
সেজ্‌দা করতো; নিজ নিজ কাজ ও
স্বেচ্ছাচারিতায় কিছুই ছাড়তো না। ২০ তাতে
ইসরাইলের বিরুদ্ধে মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল,
তিনি বললেন, আমি এদের পূর্বপুরুষদেরকে যে
নিয়ম পালনের হুকুম দিয়েছিলাম, এই জাতি তা
লঙ্ঘন করেছে, আমার নির্দেশে কান দেয় নি;
২১ অতএব ইউসা তাঁর মৃত্যুর সময়ে যে যে
জাতিকে অবশিষ্ট রেখেছে, আমিও এদের সম্মুখ
থেকে তাদের কাউকেও অধিকারচ্যুত করবো না।
২২ তাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন মাবুদের পথে গমন
করে তাঁর হুকুম পালন করতো, তারাও তেমনি
করবে কি না, এই বিষয়ে ঐ জাতিদের দ্বারা
ইসরাইলের পরীক্ষা নেব। ২৩ এজন্য মাবুদ সেই
জাতিদেরকে শীঘ্র অধিকারচ্যুত না করে অবশিষ্ট
রাখলেন। তিনি ইউসার হাতে তাদের তুলে দেন
নি।

৩৪:১৫; শুমারী ১৫:৩৯।
[২:১৮] ১শামু ৭:৩; ২বাদশা ১৩:৫; ইশা ১৯:২০; ৪৩:৩, ১১; ৪৫:১৫, ২১; ৪৯:২৬; ৬০:১৬; ৬৩:৮।
[২:১৯] পয়দা ৬:১১; দ্বি:বি ৪:১৬।
[২:২০] দ্বি:বি ৩১:১৭; ইউসা ২৩:১৬।
[২:২১] ইউসা ২৩:৫।
[২:২২] পয়দা ২২:১; হিজ ১৫:২৫।
[২:২৩] কাজী ১:১।
[৩:৩] ইউসা ১৩:৩।
[৩:৪] হিজ ১৫:২৫।
[৩:৫] ইউসা ১১:৩; উজা ৯:১।
[৩:৬] উজা ১০:১৮; নহি ১৩:২৩; মালা ২:১১।

যে সব জাতিরা দেশে রয়ে গেল

৩ ১ বনি-ইসরাইলের মধ্যে যারা কেনানের
যুদ্ধগুলোর কথা জানত না, সেই সমস্ত
লোকদের পরীক্ষা নেবার জন্য মাবুদ কতগুলো
জাতিকে অবশিষ্ট রেখেছিলেন। ২ (এটা ছিল মাত্র
এবং ইসরাইলদের সেই সমস্ত বংশধরদের
শিক্ষাদান করার জন্য, যারা আগের যুদ্ধ সম্পর্কে
কিছু জানত না তাদেরকে তা শিক্ষা দেবার জন্য।)
৩ ফিলিস্তিনীদের পাঁচ জন ভূপাল এবং বাল্‌-
হর্মোণ পর্বত থেকে হমাতে প্রবেশের পথ পর্যন্ত
লেবানন পর্বত-নিবাসী সমস্ত কেনানীয়,
সীদোনীয় ও হিব্বীয়রা। ৪ ইসরাইলের পরীক্ষা
নেবার জন্য, অর্থাৎ মাবুদ তাদের
পূর্বপুরুষদেরকে মূসার মাধ্যমে যেসব হুকুম
দিয়েছিলেন, সেসব হুকুম তারা পালন করবে কি
না, তা জানবার জন্যই এরা অবশিষ্ট রইলো।
৫ ফলে বনি-ইসরাইল কেনানীয়, হিট্টিয়,
আমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের
মধ্যে বাস করতে লাগল; ৬ আর তারা তাদের
কন্যাদেরকে বিয়ে করতো, তাদের পুত্রদের সঙ্গে
তাদের কন্যাদের বিয়ে দিত ও তাদের
দেবতাদের সেবা করতো।

অন্দোন)।

২:১৭ জেনা করতো। হিজরত ৩৪:১৫ আয়াত ও তার নোট দেখুন।

২:১৮ জুলুম ও তাড়নাকারীদের ... মাবুদ করুণাবিষ্ট হতেন। মিসরীয়দের কাছে যে ভাবে গোলামী করতো সেই একই রকমের ভাষা এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে (হিজ ২:২৪; ৩:৯; ৬:৫ দেখুন)।

২:২০-২৩ মাবুদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাদেরকে সেই অবস্থায় রেখে পরীক্ষা করতে যে, তারা মাবুদের প্রতি আসক্ত থাকবে কিনা।

৩:১-৬ যেসব জাতির তালিকা দেওয়া হয়েছে, যাদের মাবুদ তখনো দেশে রেখে দিয়েছিলেন তারা ইসরাইল জাতির জন্য বড় একটি চাপ ছিল। ইউসার মৃত্যু পর্যন্ত তারা মাত্র পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের সীমান্তের কিছু এলাকা দখল করতে পেরেছিল (১-৪ আয়াত)। ইসরাইলদের দখলকৃত এলাকার মধ্যে স্থানীয় লোকদেরও বিশাল দল ছিল (৫ আয়াত; ১:২৭-৩৬ দেখুন) যাদের সাথে ইসরাইলরা মিশে গিয়েছিল এবং প্রায়ই তাদের সঙ্গে দেবদেবতার পূজা করতো (৬ আয়াত)।

৩:২ মাত্র । বা "বিশেষভাবে", তাদের যুদ্ধ শিক্ষা দেবার জন্য। বনি-ইসরাইলরা মাবুদের চুক্তির গোলাম হিসেবে ছিল মাবুদের সৈন্য বাহিনী, যাদেরকে পৃথিবীর ক্ষমতার অধিকারীদের বিরুদ্ধে ও যারা দেশে বসতি করছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। অসম্পন্ন বিজয়ের কারণে, ইসরাইলের সফল প্রজন্মের দক্ষ যোদ্ধা হওয়া প্রয়োজন ছিল।

৩:৩ পাঁচ জন ভূপাল। পাঁচ জন বাদশাহ্‌, দেখুন ইউসার ১৩:৩ আয়াতের নোট। এই শাসকদের হাতে পাঁচটি নগরের নিয়ন্ত্রন ছিল ও তারা মৈত্রির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এক পর্যায়ে এহুদা তিনটি নগরকে পরাজিত করেছিলেন (১:১৮) কিন্তু নগরগুলোতে তাদের শাসন ধরে রাখতে সক্ষম হয় নি।

বাল্‌-হর্মোণ পর্বত। বাল হর্মোণ ও হর্মোন পর্বত একই স্থান (দেখুন ১ খান্দান ৫:২৩)।

সীদোনীয়। এখানে একত্রিতভাবে ফিনিশীয়দের কথা বলা হয়েছে।

হিব্বীয়রা। এখানে কেনানের উত্তরাংশের কথা বলা হয়েছে যা হমাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (দেখুন ইউসা ১১:৩ এবং নোট)।

৩:৬ তারা তাদের কন্যাদেরকে বিয়ে করতো, ... দেবতাদের সেবা করতো। ইউসা ২৩: ১২ দেখুন। অন্য জাতির মেয়েদের বিয়ে করে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনেক দূরে যাওয়ার ব্যাপারে সোলায়মানের অভিজ্ঞতা একটি ভাল উদাহরণ ছিল (১ বাদশাহ্‌ ১১:১-৮)।

৩:৭-১১ অৎনিয়েল যখন কাজী হিসাবে কাজ করছিলেন তখন প্রধান প্রধান কাজীগণের বিবরণের মধ্যে লেখক যে মূল সাহিত্য গঠন (যেমন, বিবৃতির শুরু, গুনাহের চক্র, উপদ্রপ, চরম দূর্দশা, উদ্ধার এবং উপসংহার) ব্যবহার করেছেন তাতে প্রতেকটি ঘটনাই তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল (ভূমিকা দেখুন)।

বিচারকর্তা অৎনীয়েল

৭ আর বনি-ইসরাইলরা মাবুদের দৃষ্টিতে যা
মন্দ, তা-ই করতে লাগল ও তাদের আল্লাহ্
মাবুদকে ভুলে গিয়ে বাল দেবতা ও আশেরা
দেবীদের সেবা করতে লাগল। ৮ অতএব
ইসরাইলের প্রতি মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল,
আর তিনি অরাম-নহরয়িমের বাদশাহ্ কূশন-
রিশিয়াথয়িমের হাতে তাদেরকে বিক্রি করলেন,
আর বনি-ইসরাইল আট বছর পর্যন্ত কূশন-
রিশিয়া-থয়িমের গোলামী করলো। ৯ পরে বনি-
ইসরাইল মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে
লাগল। তাতে মাবুদ বনি-ইসরাইলদের জন্য এক
জন উদ্ধারকর্তাকে– কালেবের কনিষ্ঠ ভাই
কনসের পুত্র অৎনীয়েলকে– উৎপন্ন করলেন;
তিনি তাদের উদ্ধার করলেন। ১০ মাবুদের রূহ্
তার উপরে আসলেন, আর তিনি ইসরাইলের
বিচার করতে লাগলেন। তিনি যুদ্ধ করার জন্য
বের হলেন এবং মাবুদ অরামের বাদশাহ্ কূশন-
রিশিয়াথয়িমকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন; আর
কূশন-রিশিয়াথয়িমের বিরুদ্ধে তাঁর হাত
শক্তিশালী হতে থাকলো। ১১ এভাবে চল্লিশ বছর
পর্যন্ত দেশ বিশ্রাম ভোগ করলো; পরে কনসের
পুত্র অৎনীয়েলের মৃত্যু হয়।

শাসনকর্তা এহূদ

১২ পরে বনি-ইসরাইল মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ,
পুনর্বার তা করতে লাগল; অতএব মাবুদের
দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা করায় মাবুদ ইসরাইলীয়দের
বিরুদ্ধে মোয়াবের বাদশাহ্ ইগ্লোনকে সবল
করলেন। ১৩ বাদশাহ্ অম্মোনীয়দেরকে ও
আমালেককে নিজের কাছে জমায়েত করলেন
এবং যাত্রা করে ইসরাইলকে আক্রমণ করলেন
এবং খর্জুরপুর অধিকার করলেন। ১৪ আর বনি-
ইসরাইলরা আঠার বছর পর্যন্ত মোয়াবের
বাদশাহ্ ইগ্লোনের গোলামী করলো।
১৫ পরে বনি-ইসরাইল মাবুদের কাছে কান্নাকাটি
করতে লাগল; আর মাবুদ তাদের জন্য এক জন
উদ্ধারকর্তাকে, বিন্‌ইয়ামীন-বংশীয় গেরার পুত্র
এহূদকে, উৎপন্ন করলেন; তিনি নেটা ছিলেন।
বনি-ইসরাইলরা তাঁর দ্বারা মোয়াবের বাদশাহ্
ইগ্লোনের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করলো।
১৬ এহূদ নিজের জন্য এক হাত লম্বা একখানি
দ্বিমুখী ধারাল তলোয়ার তৈরি করিয়েছিলেন, তা

[৩:৭] দ্বি:বি ৪:৯; ৩২:১৮; কাজী ৮:৩৪।
[৩:৮] কাজী ২:১৪; জবুর ৪৪:১২।
[৩:৯] দ্বি:বি ২৮:২৯।
[৩:১০] শুমারী ১১:২৫, ২৯; ১শামু ১১:৬; ১৬:১৩; ১বাদশা ১৮:৪৬; ১খান্দান ১২:১৮; ইশা ১১:২।
[৩:১১] ইউসা ১৪:১৫।
[৩:১২] কাজী ২:১১, ১৪।
[৩:১৩] পয়দা ১৯:৩৮; কাজী ১০:১১।
[৩:১৪] ইয়ার ৪৮:১।
[৩:১৫] কাজী ২০:১৬; ১খান্দান

৩:৭ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই করতে লাগল। এই একই অভিব্যক্তি এই কিতাবে বারবার দেখা যাচ্ছে এবং প্রত্যেক কাজীগণের সময়েই তা আবার ঘুরেফিরে আসছে (১২; ৪:৬; ১৩:১ আয়াত দেখুন) যা কাজীগণের শুরুতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

বাল দেবতা। ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

আশেরা দেবী। ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন; হিজরত ৩৪:১৩ দেখুন।

কূশন-রিশিয়াথয়িম। এর অর্থ সম্ভবত "দ্বিগুণভাবে দুর্নীতি-পরায়ন কুশন," সম্ভবত তার সঠিক নামের এটি একটি ব্যাঙ্গচিত্র (বাল-সবূব সংক্রান্ত ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

অরাম-নহরয়িমের। পয়দায়েশ ২৪:১০ এর নোট দেখুন।

৩:৯ মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। বনি-ইসরাইলরা, কাজীদের কর্তৃক উদ্ধার পাবার আগে প্রতি বারই দেখা যায় তারা তাদের চরম দূর্দশার জন্য মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতো।

অৎনিয়েল। ১:১৩ দেখুন।

৩:১০ মাবুদের রূহ্ তার উপরে আসলেন। মাবুদের রূহ্ অৎনিয়েলের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন তার লোকদের উদ্ধার করার জন্য, যেমনটি তিনি করেছিলেন গিদিয়োন (৬:৩৪), যিপ্তহ (১১:২৯), শামাউন (১৪:৬, ১৯)– এবং দাউদের প্রতিও। দেখুন, শুমারী ১১:২৫-২৯ আয়াত।

৩:১১ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দেশ বিশ্রাম ভোগ করলো। একজন কাজীর শাসনকার্যের কাল। এখানে চল্লিশ বছর হল একটি প্রজন্মের জন্য একটি প্রচলিত সংখ্যা। এরকম শাসনকাল বার বার বনি-ইসরাইলদের জীবনে এসেছে। কিন্তু আবার তারা গুনাহের পথে পা বাড়িয়েছে। দেখুন ৩০; ৫:৩১; ৮:২৮ আয়াত। গিদিয়োনের শাসন কালের পরে দীর্ঘ সময়ের এই শাসনকালের যুগ ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে (১২:৭; ১৫:২০; ১৬:৩১)।

৩:১২-৩০ এহুদ ইগ্লোন ও মোয়াবের বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে বিজয়ী হলেন। এই বাহাতি বিন্‌ইয়মিনীয় একজন খাঁটি নায়ক ছিলেন। তিনি নিজে তাঁর সুবুদ্ধির দ্বারা মোয়াবের বাদশাহ্‌কে হত্যা করেছিলেন, যিনি নিজে নিজেই জেরিকোর কাছে কেনান দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৩:১২ মোয়াব। পয়দায়েশ ১৯:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:১৩ অম্মোনীয়দের। পয়দায়েশ ১৯:৩৩ আয়াতের নোট দেখুন।

আমালেক। ইসের এই বংশধরেরা নেগেভে বাস করতো (পয়দা ৩৬:১২, ১৬; শুমারী ১৩:২৯)। পয়দায়েশ ১৪:৭ এর নোট দেখুন।

৩:১৪ বনি-ইসরাইলরা। এখানে প্রধানত বিন্‌ইয়ামীন এবং আফরাহীম বংশের লোকদের কথা বলা হয়েছে।

৩:১৫ তিনি নেটা ছিলেন। নেটা বা বাহাতির ব্যাপারে বিন্‌ইয়মীনরা উল্লেখযোগ্য ছিল (২০:১৫-২০ দেখুন)– সেজন্য বিদ্রুপাত্মকভাবে বিন্‌ইয়ামিনীয়দের বলা হতো "আমার বাহাতির সন্তান।" এহুদ বাহাতি হওয়ায় তার পাশে ছুরি লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল যেখানে তা রাখার কথা ছিল না (২১ আয়াত দেখুন)।

উপঢৌকন। একটি বার্ষিক কর, সম্ভবত কৃষি উপকরণ দিয়ে তা মেটানো হতো (২ বাদশা ৩:৪)।

৩:১৬ দ্বিমুখী ধারাল তলোয়ার। এটি হচ্ছে একটি সোজা-ধারালো ছুরি যা ছুরিকাঘাতের জন্য ব্যবহার করা হতো। এটি অন্য সব তলোয়ারের মত ছিল না কিন্তু এটির দুই দিকেই ধার ছিল আর এজন্যই সেটি অন্যসব তলোয়ার থেকে ভিন্ন। কাজীগণের সময়কালে ইসরাইলীয় বীরদের অস্ত্রের কথা প্রায়ই বলা হয়েছে, যেমন– শম্‌গড়ের গোচারনের পাঁচনী (৩১ আয়াত,) জায়েলের তাঁবুর গোঁজ (৪:২১-২২), গিদিয়োনের ঘট ও মশাল (৭:২০), যাঁতার উপরের পাট (৯:৫৩) এবং শামাউনের গাধার চোয়ালির হাড় (১৫:১৫)। ১ শামু ১৩:১৯

এহুদ

এহুদ নামের অর্থ, ঐক্য। তাঁর নামের অর্থ তাঁর নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর যুদ্ধের ডাকে সমস্ত ইসরাইল এক হয়ে মোয়াবীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠীর গেরার পুত্র (কাজী ৩:১৫)। অথনিয়েলের মৃত্যুর পর লোকেরা দেব-দেবীর পূজা শুরু করে। মোয়াবের বাদশাহ্‌ ইগ্লোন অম্মোনীয় ও আমালেকীয়কে সঙ্গে নিয়ে জর্ডান নদী পার হয়ে জেরিকো নগরী দখল করে। তারা সেখানকার দখলকৃত নগরগুলো ১৮ বছর নিজেদের অধীনে রেখে প্রতি বছর এই বিজয় উৎসব পালন করে। বনি-ইসরাইলের কর দেবার ছলে তিনি মোয়াবের বাদশার কাছে আসেন। তিনি গোপনে একখানি ছুড়ি তার শরীরের সঙ্গে বেঁধে এনেছিলেন। এহুদ কৌশলে সেই ধারালো লম্বা ছুরি দিয়ে বাদশাহ্‌ ইগ্লোনকে হত্যা করেন। তিনি মোয়াব থেকে বের হয়ে এসে বনি-ইসরাইলদের নিয়ে মোয়াব আক্রমণ করে মোয়াব দখল করেন। সে সময় তিনি ১০ হাজার মোয়াবীয়কে হত্যা করেন। সেই থেকে বনি-ইসরাইল তাদের দেশে সফলতার সঙ্গে ৮০ বছর শান্তিতে বসবাস করে, কাজী ৩:১২।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বনি-ইসরাইলদের দ্বিতীয় শাসনকর্তা বা বিচারকর্তা।
- তিনি সরাসরি একশন নেবার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি সকলের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবার একজন নেতা ছিলেন।
- তিনি দুর্বলতা বুঝে কাজে অগ্রসর হতেন (বাঁ-হাতি), আল্লাহ্‌র জন্য বড় কাজ করার মন নিয়ে অগ্রসর হতেন।
- তিনি মোয়াবীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের জাতির লোকদের স্বাধীন করে তাদের ৮০ বছর নিরাপদে ও শান্তিতে রেখেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- তাঁর কার্যকর একশনের দরুন অন্যদের চোখ খুলে গিয়েছিল।
- তারা যখন অনুশোচনা করে আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করেছিল আল্লাহ্‌ তার উত্তর দিয়েছেন।
- আমাদের মধ্যে যে বিশেষ গুণ আছে আল্লাহ্‌ তাঁর কাজ সম্পাদনের জন্য সেই গুণগুলোকে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** জন্ম: মরুভূমিতে চল্লিশ বছর ঘুরে বেড়াবার শেষ দিকে বা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করার প্রথম দিকে জন্ম হয়েছিল। মিসর, সম্পূর্ণ সিনাই মরুভূমি, কেনান দেশ (প্রতিজ্ঞাত দেশ)
- **কাজ:** দূত, বিচারকর্তা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: গেরা
- **সমসাময়িক:** মোয়াবের বাদশাহ্‌ ইগ্লোন

মূল আয়াত: "এর পর বনি-ইসরাইলরা আবার মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানাতে লাগল, আর তিনি তাদের জন্য এহূদ নামে একজন উদ্ধারকর্তা দাঁড় করালেন। তিনি ছিলেন বিন্‌ইয়ামীন-গোষ্ঠীর গেরার ছেলে। তিনি বাঁ হাতে কাজ করতেন। মোয়াবের বাদশাহ্‌ ইগ্লোনকে খাজনা দেবার জন্য বনি-ইসরাইলরা তাঁকে পাঠিয়ে দিল" (কাজীগণের বিবরণ ৩:১৫)।

কাজীগণের বিবরণ ৩:১২-৩০ আয়াতে তাঁর কথা বলা হয়েছে।

নিজের ডান ঊরুদেশে কাপড়ের ভিতরে বেঁধে
রাখলেন। ১৭ পরে তিনি মোয়াবের বাদশাহ্‌
ইগ্লোনের কাছে উপঢৌকন নিয়ে গেলেন। ইগ্লোন
ছিলেন অতি স্থূলকায়। ১৮ পরে উপঢৌকন দেওয়া
হয়ে গেলে তিনি ঐ উপঢৌকন বাহক
লোকদেরকে বিদায় করলেন। ১৯ কিন্তু নিজে
গিলগলস্থ খোদাই-করা পাথরগুলো থেকে ফিরে
এসে বললেন, হে বাদশাহ্‌, আপনার কাছে
আমার একটি গোপনীয় কথা আছে। বাদশাহ্‌
বললেন, চুপ, চুপ; তখন যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল
তারা সকলে তাঁর কাছ থেকে বাইরে গেল।
২০ আর এহূদ তাঁর কাছে আসলেন; তখন
বাদশাহ্‌ একাকী তাঁর উপর তলার শীতল
কামরায় বসেছিলেন। এহূদ বাদশাহ্‌কে বললেন,
আপনার কাছে আল্লাহ্‌র একটি কালাম সম্পর্কে
আমার বক্তব্য আছে; তাতে তিনি তাঁর আসন
থেকে উঠলেন। ২১ তখন এহূদ তাঁর বাম হাত
বাড়িয়ে ডান ঊরু থেকে ঐ তলোয়ার নিয়ে তার
উদরে ঢুকিয়ে দিলেন। ২২ আর তলোয়ারের সঙ্গে
বাঁটও উদরে ঢুকে গেল আর তা পৃষ্ঠদেশ দিয়ে
বের হল এবং তলোয়ারটি মেদে ঢাকা পড়লো,
কেননা তিনি উদর থেকে তা বের করলেন না।
২৩ পরে এহূদ বের হয়ে বারান্দায় আসলেন এবং
পিছনে শীতল কক্ষের দরজা বন্ধ করে হুড়কা
লাগিয়ে দিলেন।
২৪ তিনি বের হয়ে গেলে বাদশাহ্‌র গোলামেরা
উপস্থিত হল ও দেখলো, আর দেখ ঐ শীতল-
কক্ষের দরজা বন্ধ। তারা বললো, বাদশাহ্‌ অবশ্য
শীতল কক্ষের কুঠরীতে মলত্যাগ করছেন।
২৫ পরে তারা লজ্জিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করলো;
আর দেখ, তিনি শীতল কক্ষের দরজা খুললেন
না; অতএব তারা চাবি নিয়ে দরজা খুলল, আর
দেখ তাদের মালিক মরে ভূতলে পড়ে রয়েছেন।
২৬ তারা যখন বিলম্ব করছিল, তখন এহূদ
পালিয়ে সেই খোদাই-করা পাথরগুলো পিছনে
ফেলে সিয়ীরাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ২৭ তিনি
উপস্থিত হয়ে পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশে তূরী
বাজালেন; আর বনি-ইসরাইল তার সঙ্গে
পর্বতময় দেশ থেকে নেমে গেল, তিনি তাদের
অগ্রগামী হয়ে চললেন। ২৮ তিনি তাদেরকে
বললেন, আমার পিছনে পিছনে এসো, কেননা
মাবুদ তোমাদের দুশমন মোয়াবীয়দেরকে
তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তখন তারা
তাঁর পিছনে পিছনে নেমে মোয়াবের বিরুদ্ধে
জর্ডানের সমস্ত পারঘাটা হস্তগত করলো, একটি
প্রাণীকেও পার হতে দিল না। ২৯ আর ঐ সময়ে
তারা মোয়াবের অনুমান দশ হাজার লোককে
আক্রমণ করলো; তারা সকলে বিশালদেহি ও
বলবান বীর, কিন্তু তাদের কেউ নিস্তার পেল না।
৩০ এভাবে মোয়াব সেদিন ইসরাইলের হাতের
বশীভূত হল। আর আশী বছর দেশ বিশ্রাম-
ভোগ করলো।

বিচারকর্তা শম্‌গর

৩১ এহূদের পরে অনাতের পুত্র শম্‌গর
গোচারনের পাঁচনী দ্বারা ফিলিস্তিনীদের ছয় শত
লোককে আক্রমণ করলেন; ইনিও ইসরাইলকে
নিস্তার করলেন।

বিচারকর্তা দবোরা

৪ ১ এহূদের মৃত্যুর পরে বনি-ইসরাইল
মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, পুনর্বার তা-ই

১২:২। [৩:১৭] আইউ ১৫:২৭; জবুর ৭৩:৪। [৩:২০] আমোস ৩:১৫। [৩:২১] ২শামু ২:১৬; ৩:২৭; ২০:১০। [৩:২৪] ১শামু ২৪:৩। [৩:২৫] ২বাদশা ২:১৭; ৮:১১। [৩:২৭] লেবীয় ২৫:৯; কাজী ৬:৩৪; ৭:১৮; ২শামু ২:২৮; ইশা ১৮:৩; ইয়ার ৪২:১৪। [৩:২৮] পয়দা ১৯:৩৭। [৩:৩০] পয়দা ৩৬:৩৫। [৩:৩১] ইউসা ১৩:২; কাজী ১০:১১; ১৩:১; ১শামু ৫:১; ৩১:১; ২শামু ৮:১; ইয়ার ২৫:২০; ৪৭:১।

[৪:১] কাজী ২:১৯।

আয়াত দেখুন।

৩:১৯ খোদাই-করা পাথরগুলো। পাথরে খোদাই করা জিনিস যা হিব্রু ভাষায় প্রায়ই পাথরের দেব-দেবতাদের নির্দেশ করতে এভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে হয়তোবা ইগ্লোনের ক্ষোদাইকৃত পাথরের মূর্তির সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে, বিশেষ করে তাদের রাজ্যের বর্ধিত এলাকার সীমান্তে প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে এরকম মূর্তি নির্মাণের রেওয়াজ ছিল।

গিলগল। সম্ভবত ইউসা ১৫:৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানটি বিন্‌ইয়ামীন এবং এহুদার সীমানায় অবস্থিত ছিল। এটি পূর্ব জেরিকোর খুব একটা পরিচিত নগর ছিল না।

৩:২০ উপর তলার শীতল কামরায়। ঘরের সমান ছাদের উপর কক্ষটি নির্মাণ হয়েছিল (ইয়ার ২২:১৩-১৪) এবং প্রাসাদে জাফরি-কাঁটা জানালা ছিল (২ বাদশা ১-২) যা গ্রীষ্মের গরমের সময়ে আরামের যোগান দিত।

৩:২৮ জর্ডানের সমস্ত পারঘাটা হস্তগত করলো। মোয়াবীয়দের জেরিকো থেকে পালিয়ে যাওয়া বিচ্ছিন্ন করতে এই পদক্ষেপ ইসরাইলদের সক্রিয় করে তুলেছিল এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আসা থেকে মোয়াবীয়দের বিরত রেখেছিল।

৩:৩০ আশী বছর দেশ বিশ্রামভোগ করলো। এই রকম চক্রাকার সংখ্যা বারে বারে কাজীগণ কিতাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩:৩১ শম্‌গর। প্রথম ছয়জন গৌন কাজীগণের মধ্যে একজন এবং দবোরার সময়ের তিনি একজন সমকালীন ছিলেন (৫:৬-৭ দেখুন)। তার নাম ছিল বিদেশী, সুতরাং তিনি সম্ভবত একজন ইসরাইলীয় ছিলেন না।

অনাতের পুত্র। এর মধ্য দিয়ে হয়তো নির্দেশ করা হচ্ছে যে, শমগড় বেথ-অনাতের নগর থেকে এসেছে (১:৩৩ দেখুন এবং নোট) অথবা তার পরিবার অনাত দেবীদের পূজা করতো। অনাত ছিল বাল দেবতার বোন, একজন যুদ্ধের দেবী ছিল যে কিনা বালের জন্য যুদ্ধ করতো। অথবা “অনাতের পুত্র” হয়তো এক ধরনের সামরিক খেতাব ছিল, যার অর্থ “একজন যোদ্ধা।”

গোচারনের পাঁচনী। একটি লম্বা কাঠের লাঠি বা ধাতুর তৈরি লাঠি, পশুদের চড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হতো।

৪:১-২ ইসরাইলীরা যেসব এলাকা দখল করেছিল কেনানীয়দের ছাড়াও এর বাহির থেকেও তাদের শত্রুরা এসেছিল। জাতিগণ যেমন আরাম নহরায়িম, মোয়াব, মাদিয়ান এবং অম্মোন– তারা বিশেষভাবে লুটপাট করতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু কেনানীয়দের বিদ্রোহের (৮-৫ অধ্যায়) কারণ ছিল উত্তরে কেনানীয়দের শক্তিপুনঃস্থাপন করতে। ফিলিস্তিনীরা দক্ষিণের এলাকা এবং কেন্দ্রীয় এলাকার স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের জন্য বনি-ইসরাইলদের সাথে সবসময়ই যুদ্ধ করছিল।

করলো। ২ তাতে মাবুদ হাৎসোরে রাজত্বকারী
কেনানীয় বাদশাহ্ যাবীনের হাতে তাদের বিক্রি
করলেন। হরোশৎ-হগোয়িম নিবাসী সীষরা তাঁর
সেনাপতি ছিলেন। ৩ আর বনি-ইসরাইল মাবুদের
কাছে সাহায্যের জন্য কাঁদতে লাগল, কেননা
সীষরার নয় শত লোহার রথ ছিল; এবং তিনি
বিশ বছর পর্যন্ত ইসরাইলের প্রতি কঠোর জুলুম
করেছিলেন।
৪ সেই সময়ে লপ্পীদোতের স্ত্রী দবোরা এক জন
মহিলা-নবী ছিলেন এবং তিনি ইসরাইলের বিচার
করতেন। ৫ তিনি পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশে
রামা ও বেথেলের মধ্যস্থিত দবোরার খেজুর
গাছের তলে অবস্থান করতেন এবং বনি-
ইসরাইলরা বিচার পাবার আশায় তাঁর কাছে উঠে
আসত। ৬ পরে তিনি লোক পাঠিয়ে কেদশনালি
থেকে অবীনোয়মের পুত্র বারককে ডেকে এনে
বললেন, ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদ কি এই হুকুম
করেন নি, তাবোর পর্বতে লোক নিয়ে যাও,
নপ্তালি-বংশ ও সবূলন-বংশদরদের দশ হাজার

[৪:২] দ্বি:বি ৩২:৩০।
[৪:৩] কাজী ১০:১২; জবুর ১০৬:৪২।
[৪:৪] কাজী ৫:১, ৭, ১২, ১৫।
[৪:৫] ১শামু ১৪:২; ২২:৬।
[৪:৬] কাজী ৫:১, ১২, ১৫; ১শামু ১২:১১; ইব ১১:৩২।
[৪:৭] কাজী ৫:২১; ১বাদশা ১৮:৪০; জবুর ৮৩:৯।
[৪:৯] ইউসা ১২:২২।
[৪:১০] ২খান্দান ৩৬:২৩; উজা ১:২; ইশা ৪১:২; ৪২:৬; ৪৫:৩; ৪৬:১১;

লোক সঙ্গে নাও; ৭ তাতে আমি যাবীনের
সেনাপতি সীষরাকে এবং তার রথগুলো ও
লোকদেরকে কীশোন নদীর কাছে তোমার কাছে
আকর্ষণ করবো এবং তাকে তোমার হাতে তুলে
দিব। ৮ তখন বারক তাঁকে বললেন, আপনি যদি
আমার সঙ্গে যান, তবে আমি যাব; কিন্তু না
গেলে আমি যাব না। ৯ দবোরা বললেন, আমি
অবশ্য তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু এই যাত্রায়
তোমার যশ হবে না; কেননা মাবুদ সীষরাকে
এক জন স্ত্রীলোকের হাতে বিক্রি করবেন। পরে
দবোরা উঠে বারকের সঙ্গে কেদশে গমন
করলেন। ১০ পরে বারক কেদশে সবূলূন ও
নপ্তালি বংশকে ডাকালেন; আর দশ হাজার
লোক তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করলো এবং
দবোরাও তাঁর সঙ্গে গেলেন।
১১ ঐ সময়ে কেনীয় হেবর কেনীয়দের থেকে,
মূসার সম্বন্ধী হোববের সন্তানদের থেকে, পৃথক
হয়ে কেদশের নিকটবর্তী সাননীমস্থ এলোন গাছ
পর্যন্ত তাঁবু স্থাপন করেছিলেন।

৪:২ বাদশাহ্ যাবীন। দেখুন জবুর ৮৩:৯-১০। নামটি সম্ভবত ব্যক্তিগত নামের চেয়ে বরং রাজকীয় নাম ছিল। ইউসা এই একই নামের একজন বাদশাহ্‌কে হত্যা করে তার রাজ্য দখল করেছিলেন (ইউসা ১১:১, ১০)।

হাৎসোর। যাবীন রাজবংশের আসল রাজকীয় নগর; এটা হয়তো এখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায়ই আছে (ইউসা ১১:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। সীষরা চেয়েছিল এলাকাটি পুনঃস্থাপন করতে যা বাদশাহ্ হাৎসরের কতৃত্বের অধীনে ছিল। সীষরার নাম দেখে বুঝা যায় যে, সে একজন কেনানীয় ছিল না।

৪:৩ নয় শত। সংখ্যাটি সম্ভবত একটি নগরের রথের চেয়ে সমস্ত রথের সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫শ শতাব্দীতে, ফেরাউনে তৃতীয় থাটমোস অহংকার করে বলেছিল যে, তিনি মগিদ্দোর যুদ্ধে ৯২৪টি রথ দখল করে নিয়েছে।

ইসরাইলের। প্রধানত সবূলূন ও নপ্তালী কিন্তু পশ্চিম মানাশা ও ইষাখর ও আশের এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

৪:৪ দবোরা। এই নামের অর্থ "মৌমাছি" (দি:বি: ১:৪৪)। তিনি একমাত্র কাজী যাকে একজন মহিলা-নবী বলা হয়েছে। অন্যান্যদের যাদের মহিলা-নবী বলা হয়েছে তারা হলেন মরিয়ম (হিজ ১৫:২০), হুলদায় (২ বাদশা ২২:১৪), নোয়দিয়া (নহি ৬:১৪) এবং হান্না (লূক ২:৩৬; প্রেরিত ২১:৯ দেখুন)।

৪:৫ খেজুর গাছের তলে অবস্থান করতেন। "মধু"-র জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে চাকের মধু, মিষ্টি, এবং অনেক দিনের শরবতের জন্য ব্যবহৃত রসকেও বোঝায়। দবোরা, অর্থাৎ মধুর মৌমাছির মধ্য দিয়ে তাঁর আদালতের ন্যায় বিচারের মিষ্টতাকে বুঝিয়েছে। তাঁর এই আদালত নগর-চকে ছিল না যেখানে সাধারণত পুরুষ বিচারকদের আদালত ছিল। কিন্তু "মধুর চাকের" গাছের ছায়ার নিচে বসে তিনি বিচার করতেন। ১ শামু ১৪:২ আয়াতের উপর নোট দেখুন।

৪:৬ বারক। এই নামের অর্থ "বিদ্যুৎ চমকানো"–যা প্রকাশ করে যে, তিনি মাবুদের আমন্ত্রিত "চক্চকে তলোয়ার" (দ্বি:বি: ৩২:৪১)। ইবরানী কিতাবে ১১:৩২ আয়াতে তাঁকে ঈমানের বীর বলে ডাকা হয়েছে।

কেদশ-নপ্তালি। একটি নগর যা কেনানীয়রা আক্রমণ করেছিল।

নপ্তালি-বংশ ও সবূলন-বংশধরদের। ইষাখর বংশের লোকেরা ছিল এই সকল বংশের নিকটবর্তী প্রতিবেশী, এখানে তা উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু ৫:১৫ আয়াতে যুদ্ধের কাব্যিক বিবরণে তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোট ছয়টি বংশ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

তাবোর পর্বতে। যুদ্ধের উত্তরপূর্ব দিকে ১,৩০০ ফুট উঁচু একটি পর্বত।

৪:৭ আমি যাবীনের সেনাপতি সীষরাকে ... আকর্ষণ করবো। তাবর পর্বতের ঢালে বনি-ইসরাইলরা শিবির স্থাপন করেছিল, রথের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য, আর মাবুদের কৌশল ছিল সীষরাকে ফাঁদের প্রতি আকর্ষণ করা। সীষরা চালাকী করে যুদ্ধের স্থানের জন কিশোন নদীর পার্শবর্তী যিষ্রিয়েল উপত্যকা বেছে নিয়েছিল, যেখানে রথের বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে রণকৌশলের প্রশস্ত জায়গা হবে। কিন্তু তা তার সর্বনাশের কারণ ছিল, কারণ সে মাবুদের শক্তি সম্বন্ধে জানতো না, যিনি ইসরাইলদের জন্য ঝড় ও বন্যার বেগে যুদ্ধ করতেন (দেখুন ৫:২০-১২), যেভাবে তিনি ইউসার দিনগুলোতে ইসরাইলীয়দের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন (ইউসা ১০:১১-১৪)।

৪:৯ এক জন স্ত্রীলোকের হাতে। বারাকের ভীরুস্বভাব (ইসরাইলের অন্য সৈন্যরা একই রকমের ছিল) মাবুদের উপর বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে এভাবে তিরস্কৃত হয়েছিল।

৪:১১ কেনীয় হেবর। হেবর নামটির একটি অর্থ হচ্ছে "মিত্র" এবং অন্যটি "কেনীয়" সেজন্য তাকে একজন ধাতুশ্রমিকের বংশ হিসেবে সনাক্ত করা হয়। এখানে লেখক একটি সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, মূসার সময়ে ইসরাইলীদের সাথে কেনীয়দের একজন সদস্য অবস্থান করছিল যখন মূসা দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে গমন করেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে মৈত্রির বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল (১৭ আয়াত দেখুন) এবং কেনানীয় বাদশাহ্‌র সাথেও তাদের মৈত্রির বন্ধন ছিল যার বড় সৈন্য বাহিনী ছিল যাদের "লোহার রথ" ছিল (৩ আয়াত; ইউসা ১৭:১৬ এর নোট দেখুন)। এখানে কোন সন্দেহ নেই যে, সে

১২ পরে সীষরা এই সংবাদ পেলেন যে,
অবীনোয়মের পুত্র বারক তাবোর পর্বতে উঠেছে।
১৩ তখন সীষরা তাঁর সমস্ত রথ অর্থাৎ নয় শত
লোহার রথ এবং তাঁর সঙ্গী লোক সকলকে একত্র
ডেকে এনে হরোশৎ-হগোয়িম থেকে কীশোন
নদীর কাছে গমন করলেন। ১৪ তখন দবোরা
বারককে বললেন, উঠ, কেননা আজই মাবুদ
তোমার হাতে সীষরাকে তুলে দিয়েছেন; মাবুদ
কি তোমার অগ্রবর্তী হয়ে যান নি? তখন বারক ও
তাঁর অনুগামী দশ হাজার লোক তাবোর পর্বত
থেকে নামলেন। ১৫ পরে মাবুদ বারকের সম্মুখে
সীষরা এবং তাঁর সমস্ত রথ ও সমস্ত সৈন্যকে
তলোয়ারের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করলেন; আর
সীষরা রথ থেকে নেমে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।
১৬ বারক হরোশৎ-হগোয়িম পর্যন্ত তাঁর রথগুলোর
ও সৈন্যদের পিছনে ধাবমান হলে সীষরার সমস্ত
সৈন্য তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়লো; এক
জনও অবশিষ্ট রইলো না।

১৭ ইতোমধ্যে সীষরা দৌড়ে পালিয়ে কেনীয়
হেবরের স্ত্রী যায়েলের তাঁবুর দিকে গেলেন;
কেননা হাৎসোরের যাবীন বাদশাহ্ ও কেনীয়
হেবরের কুলের মধ্যে তখন ঐক্য ছিল। ১৮ আর
যায়েল সীষরার সঙ্গে দেখা করতে বের হয়ে
তাঁকে বললেন, হে আমার প্রভু, ফিরে আসুন,
আমার এখানে আসুন, ভয় পাবেন না। তখন
তিনি তাঁর দিকে ফিরে তাঁবুর মধ্যে গেলে সেই
স্ত্রী একটি কম্বল দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখলেন।

৪৮:১৫। [৪:১১] পয়দা ১৫:১৯। [৪:১২] ইউসা ১৯:২২। [৪:১৩] ইউসা ১৭:১৬। [৪:১৪] দ্বি:বি ৯:৩; ১শামু ৮:২০; ২শামু ৫:২৪; জবুর ৬৮:৭। [৪:১৫] ইউসা ১০:১০। [৪:১৬] হিজ ১৪:২৮; জবুর ৮৩:৯। [৪:১৭] কাজী ৫:৬, ২৪। [৪:১৯] পয়দা ১৮:৮। [৪:২১] পয়দা ২:২১; ১৫:১২; ১শামু ২৬:১২; ইশা ২৯:১০; ইউ ১:৫। [৪:২২] কাজী ৫:২৭। [৪:২৩] নহি ৯:২৪; জবুর ১৮:৪৭; ৪৪:২; ৪৭:৩; ১৪৪:২। [৪:২৪] জবুর ৮৩:৯; ১০৬:৪৩।

১৯ আর সীষরা তাঁকে বললেন, আরজ করি,
আমাকে একটু খাবার পানি দাও, আমি
পিপাসিত হয়েছি। তাতে তিনি দুধের কুপা খুলে
পান করতে দিলেন ও তাঁকে ঢেকে রাখলেন।
২০ পরে সীষরা তাঁকে বললেন, তুমি তাঁবুর
দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক; যদি কেউ এসে
জিজ্ঞাসা করে, এখানে কি কোন মানুষ আছে?
তবে বলো, কেউ নেই। ২১ পরে হেবরের স্ত্রী
যায়েল তাঁবুর একটি গোঁজ নিলেন ও হাতুড়ি
নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কর্ণমূলে
গোঁজটি এমনভাবে বিদ্ধ করলেন যে, তা মাটিতে
প্রবেশ করলো; কারণ তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন;
এভাবে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে ইন্তেকাল করলেন।
২২ আর দেখ, বারক সীষরার পিছনে তাড়া করে
যাচ্ছিলেন, তখন যায়েল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে
বাইরে এসে বললেন, আসুন, আপনি যার খোঁজ
করছেন, সেই মানুষটিকে আমি আপনাকে
দেখাই। তাতে তিনি তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ
করলেন, আর দেখ, সীষরা মৃত পড়ে আছেন ও
তাঁর কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ রয়েছে।
২৩ এভাবে আল্লাহ্ সেদিন কেনানীয় বাদশাহ্
যাবীনকে বনি-ইসরাইলদের সাক্ষাতে নত
করলেন। ২৪ আর বনি-ইসরাইলরা যে পর্যন্ত
কেনানীয় বাদশাহ্ যাবীনকে ধ্বংস না করলো,
সেই পর্যন্ত কেনানীয় বাদশাহ্ যাবীনের বিরুদ্ধে
তাদের হাত উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠলো।

সীষরাকে বারাকের সৈন্যদের প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছিল।

কেনীয়দের থেকে। তারা দক্ষিণে বসতি করেছিল যা নেগেভের কাদেশ-বর্নিয়া থেকে খুব একটা দূরে ছিল না (১:১৬ দেখুন)।

হোবাব। শুমারী ১০:২৯ দেখুন।

৪:১৪ তোমার অগ্রবর্তী হয়ে যান নি? একজন বাদশাহ্ হিসাবে তাঁর সৈন্য বাহিনীর অগ্রবর্তী হয়ে গিয়েছেন (১ শামু ৮:২০ দেখুন)। হিজরত ১৫:৩ আয়াতও দেখুন ("প্রভু একজন যোদ্ধা"); ইউসা ১০:১০-১১; ২ শামু ৫:২৪; ২ খান্দান ২০:১৫-১৭, ২২-২৪।

বারক ... তাবোর পর্বত থেকে নামলেন। মাবুদ বিদ্যুত চমকানোর ন্যায় (৬ আয়াতের নোট দেখুন) পর্বতে নেমে আসলেন কেনানীয় বাহিনীকে আক্রমন করার জন্য।

৪:১৫ ছিন্নভিন্ন করলেন। দেখুন ৭ আয়াতের নোট। এই শব্দটির জন্য হিব্রু ভাষায় যে অর্থ প্রকাশ করে তার অর্থও আতঙ্ক সৃষ্টি করা যা বনি-ইসরাইলদের লোহিত সাগর পার হবার সময়ে মিসরীয়দের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল (দেখুন, হিজ ১৪:২৪) এবং মিস্পাতে ফিলিস্তিনীদের আক্রমন করার সময়ও সেই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (১ শামু ৭:১০)।

৪:১৮ তাঁবুর মধ্যে গেলে। প্রাচীন প্রাচ্যের দেশগুলোর রীতিনীতি অনুসারে একজন মহিলার স্বামী বা পিতা ছাড়া অন্য কোন পুরুষ তার তাঁবুতে প্রবেশ করতো না, সেইজন্য যায়েল সীষোরাকে একটি আদর্শ গোপন জায়গায় আমন্ত্রণ জানালো লুকিয়ে থাকার জন্য।

৪:১৯ কুপা। পানিয়ের পাত্র সাধারণত ছাগল কিংবা ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি হত যাকে কুপা বলা হতো।

দুধ। ৫:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

যায়েল। এই নামের অর্থ "পর্বতের ছাগল," বাদশাহ্‌কে পান করার জন্য দুধ দিয়েছিল এবং তা সম্ভবত ছাগলের দুধ ছিল (হিজ ২৩:১৯; মেসাল ২৭:২৭ দেখুন)।

৪:২১ তাঁর কর্ণমূলে গোঁজটি এমনভাবে বিদ্ধ করলেন। আতিথিয়তার নিয়ম বলতে সাধারণত বুঝায় যে, একজন অতিথিকে সকল প্রকার ক্ষতি হতে রক্ষা করতে চেষ্টা করা (১৯:২৩; পয়দা ১৯:৮ দেখুন)। বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে পূর্বে তাদের যে মৈত্রিজোট ছিল যায়েল তার প্রতি সম্মান দেখাল (সে হয়তো একজন ইসরাইলীয় ছিল না)। তার স্বামী ইচ্ছাকৃত ভাবে এই মৈত্রিজোটের নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল যা সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনলো। শুধুমাত্র গৃহের সাধারণ অস্ত্র দ্বারা এই নির্ভীক নারী এক মহান যোদ্ধাকে ধ্বংস করেছিল যাকে বারাক পূর্বে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল।

৪:২২ তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে ইন্তেকাল করলেন। সীষরার মৃত্যুর পর যাবীনের রাজ্য ইসরাইলদের জন্য আর হুমকির মুখে ছিল না। "দুধ এবং মধু প্রবাহিত" দেশটি রক্ষা পেল একজন সাহসী ও বিশ্বস্ত "মৌমাছি"র জন্য এবং (৪ আয়াতের উপর নোট দেখুন) এবং "পর্বতের ছাগল" এর জন্য (১৯ আয়াতের উপর নোট দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

দবোরার বিজয়-কাওয়ালী

৫ ১ সেদিন দবোরা ও অবীনোয়মের পুত্র
বারক এই গান করলেন:
২ ইসরাইলে নায়কগণ নেতৃত্ব দিলেন,
লোকেরা স্বেচ্ছায় নিজেদের কোরবানী
করলো,
এজন্য তোমরা মাবুদের শুকরিয়া আদায়
কর।
৩ বাদশাহ্‌রা শোন; শাসনকর্তারা কান দাও;
আমি, আমিই মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী
গাইব,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে গজল
গাইব,
৪ হে মাবুদ, তুমি যখন সেয়ীর থেকে থেকে
রওনা হলে,
ইদোম এলাকা থেকে অগ্রসর হলে,
ভূমি কাঁপল, আকাশও বর্ষণ করলো,
মেঘমালা পানি বর্ষণ করলো।
৫ মাবুদের সাক্ষাতে পর্বতমালা কেঁপে উঠল,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের সাক্ষাতে ঐ
সিনাই কেঁপে উঠল।
৬ অনাতের পুত্র শম্‌গরের সময়ে,
যায়েলের সময়ে, রাজপথ শূন্য হল,
পথিকেরা বাঁকা পথ দিয়ে গমন করতো।
৭ নায়কগণ ইসরাইলের মধ্যে ক্ষান্ত ছিলেন,
তাঁরা ক্ষান্ত ছিলেন;
শেষে আমি দবোরা উঠলাম,
ইসরাইলের মধ্যে মাতৃস্থানীয় হয়ে উঠলাম।
৮ তারা নতুন দেবতা মনোনীত করেছিল;
তৎকালে নগর-দ্বারে যুদ্ধ হল;
ইসরাইলের চল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে কি
একখানা ঢাল বা বর্শা দেখা গেলো?
৯ আমার অন্তর ইসরাইলের নেতৃবর্গের অভিমুখ,
যাঁরা লোকদের মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে
কোরবানী করলেন;
তোমরা মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর।
১০ তোমরা যারা শুভ্র গাধীতে চড়ে থাক,
যারা গালিচার উপরে বসে থাক,
যারা পথে ভ্রমণ কর, তোমরাই ওর সংবাদ
দাও।
১১ ধনুর্ধ্বরদের কথা থেকে দূরে, পানি তুলবার
স্থান সকলে,
সেখানে কীর্তিত হচ্ছে মাবুদের ধর্মক্রিয়া,
ইসরাইলে তাঁর শাসন সংক্রান্ত ধর্মক্রিয়াগুলো;
তখন মাবুদের লোকেরা নগর-দ্বারে নেমে
যেত।
১২ দবোরা, জাগ্রত হও, জাগ্রত হও;
জাগ্রত হও, জাগ্রত হও, গান কর; বারক উঠ;
অবীনোয়মের পুত্র, তোমার বন্দীদেরকে বন্দী
কর।
১৩ তখন বীরদের অবশিষ্টেরা ও জনগণ নামলো;
মাবুদ আমার পক্ষে সেই বিক্রমীদের বিরুদ্ধে

[৫:১] কাজী ৪:৪। [৫:২] ২খান্দান ১৭:১৬; জবুর ১১০:৩। [৫:৩] হিজ ১৫:১। [৫:৪] ২শামু ২২:৮; জবুর ১৮:৭; ৭৭:১৮; ৮২:৫; ইশা ২:১৯, ২১; ১৩:১৩; ২৪:১৮; ৬৪:৩। [৫:৫] হিজ ১৯:১৮; জবুর ২৯:৬; ৪৬:৩; ৭৭:১৮; ১১৪:৪; ইশা ৬৪:৩। [৫:৬] কাজী ৩:৩১। [৫:৭] কাজী ৪:৪। [৫:৮] দ্বি:বি ৩২:১৭; কাজী ২:১৩। [৫:১০] পয়দা ৪৯:১১; কাজী ১০:৪; ১২:১৪। [৫:১১] ১শামু ১২:৭; দানি ৯:১৬; মীখা ৬:৫। [৫:১২] জবুর ৪৪:২৩; ৫৭:৮; ইশা ৫১:৯, ১৭।

৫:১-৩১ প্রাচীন কালে গানের মধ্য দিয়ে জাতীয় বিজয় উদযাপন করা একটি স্বাভাবিক চর্চা ছিল (হিজ ১৫:১-১৮; শুমারী ২১:২৭-৩০; দ্বি:বি: ৩২:১-৪৩; ১ শামু ১৮:৭)। মাবুদের যুদ্ধের কিতাব (শুমারী ২১:১৪ এর নোট দেখুন) এবং যাসেরের কিতাব সম্ভবত এই সকল গানেরই সংগৃহীত কিতাব। গানটি সম্ভবত দবোরা কিংবা সমকালীন কেউ লিখেছিলেন (১,৩,৭ আয়াত দেখুন)। এর মধ্যে কিতাবটির বর্ণনার কিছু কেন্দ্রীয় বিষয় রয়েছে (হিজ ১৫:১-১৮; ১ শামু ২:১-১০; ২ শামু ২২; ২৩:১-৭; লূক ১:৪৬-৫৫; ৬৮-৭৯)। বিশেষভাবে, এ রকম গান জাতির সম্মুখে (৩ আয়াত) মাবুদের ধার্মিক কাজের প্রশংসার জন্য এবং যোদ্ধাদের জন্য অনুষ্ঠিত হতো (১১ আয়াত)। গানটি সম্ভবত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়: (১) গানের উদ্দেশ্য (প্রশংসা) এবং অনুষ্ঠিত কাজের জন্য উৎসব (২ -৯ আয়াত); (২) ইসরাইলদের অতীতের বীরত্বপূর্ণ কাজ অনুযায়ী তাদের প্রতি উপদেশ (১০-১১ আয়াত); (৩) দবোরার কাছে জনগণের আবেদন (১১-১২ আয়াত); (৪) যোদ্ধাদের একত্রিতকরণ (১৩-১৮ আয়াত); (৫) যুদ্ধ (১৯-২৩ আয়াত); (৬) সীষরার উপর যায়েলের চালাকীপূর্ণ জয় (২৪-২৭ আয়াত); (৭) সীষরার মায়ের অধীর অপেক্ষা (২৮-৩০ আয়াত); এবং (৮) উপসংহার (৩১ আয়াত)।

৫:৪-৫ অনেক বছর আগে মাবুদ বনি-ইসরাইলদের কেনানা দেশে নিয়ে যাবার জন্য মিসর থেকে বের করে আনার সময় ঝড়ের মেঘে ভয়ংকর ভাবে দৃশ্যমান হয়েছিলেন সেই কথাই কবিতার ছন্দে স্মরণ করা হয়েছে (দ্বি:বি: ৩৩:২; জবুর ৬৮: ৭-৮; মীখা ১:৩-৪; জবুর ১৮:৭-১৫ দেখুন)।

৫:৪ সেয়ীর। সিনাইয়ের সাথে সেয়ীর পর্বতের অনুরূপ সংযুক্ততার জন্য (এবং পারণ পর্বত), দ্বি:বি: ৩৩:২ দেখুন।

আকাশও বর্ষিল। জবুর ৬৮:৭-১০ দেখুন।

৫:৫ ঐ সিনাই। জবুর ৬৮:৮ দেখুন। একরকম ভূমিকম্প এবং বিদ্যুৎঝড় হয়েছিল যখন আল্লাহ্‌ সিনাই পর্বতে দৃশ্যমান হয়েছিল (হিজ ১৯:১৬-১৮)।

৫:৬ শম্‌গর। ৩:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।

রাজপথ শূন্য হল। শত্রুপক্ষের সৈন্য সরবরাহ এবং লুণ্ঠনকারী সৈন্য দলের জন্য রাস্তা নিরাপদ ছিল না।

৫:৮ মধ্যে কি একখানা ঢাল বা বর্শা দেখা গেলো? হয় ইসরাইল সেখানকার স্থানীয় কেনানীয়দের সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল এই কারণে (৩:৪-৬ দেখুন) অথবা ইসরাইল নিরস্ত্র ছিল এই কারণে (১ শামু ১৩:১৩-১৯ দেখুন)।

৫:১০ শুভ্র গাধীতে চড়ে থাক। ধনবান এবং বিখ্যাত লোকদের জন্য একটি বর্ণনা (১০:৪; ১২:১৪ দেখুন)।

৫:১১ গায়কদের রব থেকে দূরে। পানি তুলবার কূপের কাছে পশুর পাল চরানোর রাখালদের গানের মধ্য দিয়ে নেতৃবর্গ উৎসাহিত হয়েছিল– সেই গান যা মাবুদ এবং তাঁর যোদ্ধাদের অতীতের বীরত্ব অর্জনের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫:১২ জাগ্রত হও। যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা (জবুর ৪৪:২৩; ইশা ৫১:৯ দেখুন)।

তোমার বন্দীদেরকে বন্দী কর। একই আবেদন আল্লাহ্‌র কাছে জানানো হয়েছে জবুর ৬৮:১৮ আয়াতে এবং ইফিষীয় ৪:৮ আয়াতে মসীহের কাছে (এই সব আয়াতের উপর নোট দেখুন)।

৫:১৩-১৮ মাবুদের যোদ্ধারা যারা যুদ্ধের জন্য একত্র হয়েছিল।

দবোরা

দবোরা ছিলেন লপ্পীদোতের স্ত্রী, তিনি একজন মহিলা নবী। হাৎসরের বাদশাহ্ যাবীন বিশ বছর ইসরাইলদের অত্যাচার করেন। সে সময় বনি-ইসরাইল জাতির দেশপ্রেম ও মনোবল ধ্বংস হয়ে যায়। সেই ধ্বংস ও শিথিলতার সময় দবোরা তাদেরকে আবার নৈতিকভাবে জাগিয়ে তোলেন। তাঁর সুনাম অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি "বনি-ইসরাইলের মা" নামে জনপ্রিয় হন (কাজী ৪:৬,১৪; ৫:৭)। বনি-ইসরাইলরা তাঁর কাছে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার জন্য আসত, তিনি রামা ও বেথেলের মাঝামাঝি একটি খেজুর গাছের তলায় বসতেন এবং সেখানে বসে ন্যায় বিচার করতেন। তার নির্দেশনায় বন্দীত্বের জোয়ালি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। তিনি বারককে কাদেশ থেকে ডেকে পাঠান এবং নপ্তালি ও সবূলূন গোষ্ঠী থেকে ১০ হাজার লোক সাথে নিয়ে তাবোর পাহাড়ের দিকের সমতলভূমি এস্দ্রালোনে যেতে হুকুম দেন, যা পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। বারকের সাহায্যে তিনি এই সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন। শত্রুপক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন যাবীনের সেনাপতি সীষরা। এই যুদ্ধে দবোরা ও বারকের দলের জয় হয়। অধিকাংশ কেনানীয় সৈন্য নিহত হয়। এটি ছিল বনি-ইসরাইলদের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। কাজী ৫:১ আয়াতে "দবোরার কাওয়ালী" পাওয়া যায়, যা তিনি নিজে শত্রুর হাত থেকে ইসরাইলদের মুক্ত হওয়ার স্মরণার্থে লেখেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বনি-ইসরাইলের চতুর্থ বিচারকর্তা ও একমাত্র মহিলা বিচারকর্তা।
- তাঁর মধ্যস্থ করার, উপদেশ ও পরামর্শ দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।
- যখন তিনি নেতৃত্ব দেবার আহ্বান পান তখন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন ও প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
- নবী হিসাবে কাজ করার বা ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল।
- কাওয়ালী বা গীত-গান লেখার ক্ষমতা ছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর মানদণ্ড অনুসারেই তাঁর কাজ করেন, আমাদের মনদণ্ড অনুসারে নয়।
- একজন জ্ঞানী নেতা তার জন্য যোগ্য সহকারী বেছে নেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** কেনান দেশ (প্রতিজ্ঞাত দেশ)
- **কাজ:** নবী হিসাবে কাজ করা ও বিচারকের কাজ করা
- **আত্মীয়-স্বজন:** স্বামী: লপ্পীদোত
- **সমসাময়িক:** বারাক, জায়েল, হাৎসোরের যাবীন, সীষোরা

মূল আয়াত: "সেই সময় লপ্পীদোতের স্ত্রী দবোরা একজন মহিলা-নবী ছিলেন। তিনিই তখন বনি-ইসরাইলদের শাসন করতেন" (কাজীগণ ৪:৪)।

কাজীগণের বিবরণ কিতাবের ৪ ও ৫ অধ্যায়ে তাঁর কথা বর্ণিত আছে।

BACIB International Bible CHURCH

নামলেন।
১৪ আফরাহীম থেকে আমালেক-নিবাসীরা এল;
বিন্‌ইয়ামীন তোমার লোকদের মধ্যে
তোমার পিছনে এল;
মাখীর থেকে নেতৃবর্গ নামলেন, সবূলূন
থেকে রণ-দণ্ডধারীরা নামলেন।
১৫ ইষাখরের নেতৃবর্গ দবোরার সঙ্গী ছিলেন,
ইষাখর যেমন বারকও তেমনি,
তাঁর পিছনে তাঁরা বেগে উপত্যকায়
গেলেন।
রূবেণ-বংশধরদের কি করা উচিত তা চিন্তা
করতে লাগল।
১৬ তুমি কেন মেষবাথানের মধ্যে বসলে?
কি ভেড়ার রাখালদের বাঁশীর বাজনা শুনবার
জন্য?
রূবেণ-বংশধরদের মধ্যে গুরুতর চিত্ত
পরীক্ষা হল।
১৭ গিলিয়দ জর্ডানের ওপারে বাস করলো,
আর দান কেন জাহাজে রইলো?
আশের সমুদ্রের পোতাশ্রয়ে বসে থাকলো,
নিজের খালের ধারে বাস করলো।
১৮ সবূলূনের লোকেরা প্রাণ তুচ্ছ করলো মৃত্যু
পর্যন্ত,
নপ্তালিও করলো ক্ষেতের উঁচু উঁচু স্থানে।

[৫:১৪] পয়দা ৪১:৫২; কাজী ১:২৯।
[৫:১৫] পয়দা ৩০:১৮।
[৫:১৬] পয়দা ৪৯:১৪।
[৫:১৭] ইউসা ১২:২।
[৫:১৮] পয়দা ৩০:৮; জবুর ৬৮:২৭।
[৫:১৯] ইউসা ১১:৫; কাজী ৪:১৩; প্রকা ১৬:১৬।
[৫:২০] ইউসা ১০:১১।
[৫:২১] কাজী ৪:৭।
[৫:২২] ইয়ার ৮:১৬।
[৫:২৪] লূক ১:৪২।
[৫:২৫] পয়দা ১৮:৮।

১৯ বাদশাহ্‌রা এসে যুদ্ধ করলেন,
তখন কেনানের বাদশাহ্‌রা যুদ্ধ করলেন,
মগিদ্দোর পানির কাছে তানকে যুদ্ধ করলেন;
তাঁরা একখণ্ড রূপাও নিলেন না।
২০ আসমান থেকে যুদ্ধ হল,
স্ব স্ব গতি পথে তারাগুলো সীষরার বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করলো। ২১ কীশোন নদী তাদেরকে
ভাসিয়ে নিয়ে গেল;
সেই প্রাচীন নদী, কীশোন নদী।
হে আমার প্রাণ, সবলে অগ্রসর হও।
২২ তখন ঘোড়াগুলোর খুরের ঘায়ে ভূমি কেঁপে
উঠলো,
তাদের পরাক্রমীদের ছুটে চলার গতিতে
কেঁপে উঠলো।
২৩ মাবুদের ফেরেশতা বলেন, মেরোসকে
বদদোয়া দাও,
সেই স্থানের অধিবাসীদেরকে দারুণ বদদোয়া
দাও;
কেননা তারা এল না মাবুদের সাহায্যের জন্য,
মাবুদের সাহায্যের জন্য, বিক্রমীদের বিরুদ্ধে।
২৪ মহিলাদের মধ্যে যায়েল ধন্যা,
কেনীয় হেবরের পত্নী ধন্যা,
তাঁবুবাসিনী স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনি ধন্যা।
২৫ সে পানি চাইল, তিনি তাকে দুধ দিলেন।

যে সকল বংশ থেকে এসেছিল তা হলো আফরাহীম, বিন্‌ইয়মীন, মানশা ("মাখীর" সম্ভবত পূর্ব ও পশ্চিম উভয় স্থানের মানশা বংশ থেকে; দ্বিঃবিঃ ৩:১৫; ইউসা ১৩:২৯-৩১; ১৭:১), সবূলূন (১৪,১৮ আয়াত), ইষাখর (১৫ আয়াত) এবং নপ্তালি (১৮ আয়াত)। মূলত সবূলূন এবং নপ্তালি যুক্ত ছিল (১৮ আয়াত; ৪:১০ দেখুন), এই বংশগুলো খুব তৎক্ষণিকভাবে সীষরার প্রজাদের পীড়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। রূবেণ (১৫-১৬ আয়াত) এবং গাদ (এখানে গিলিয়দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৭ আয়াত), জর্ডানের পূর্ব পার থেকে এবং দান ও আশের, গাদ বংশের সঙ্গে (১৭ আয়াত) সমুদ্রের উপকূলে বাস করতো এবং তাদেরকে সাড়া না দেয়ার কারণে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এহুদা এবং শিমিয়োনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয় নি। এর সম্ভাব্য কারণ হয়তো তারা ইতিমধ্যেই ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। লেবি বংশের কথা উল্লেখ করা হয় নি কারণ ঐশতন্ত্রে তাদের সৈনিক হিসাবে কাজ করার কোন দায়িত্ব ছিল না।

৫:১৪ আমালেক-নিবাসীরা এল। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় কিছু কিছু আমোলকীয় আফ্রাহিমের পাহাড়ী এলাকায় বসবাস কর-ছিল (১২:১৫ আয়াত দেখুন)।

মাখীর। মানশার প্রথম সন্তান (ইউসা ১৭:১)। যদিও মাখিরের বংশধরেরা জর্ডানের উভয় পাশে বসবাস করছিল (দ্বিঃবিঃ ৩:১৫; ইউসা ১৩:২৯-৩১; ১৭:১; ১ খান্দান ৭:১৪-১৯), এখানে জর্ডানের পশ্চিম দিকের কথা বলা হয়েছে (১৭ আয়াত; ইউসা ১৭:৫ দেখুন)।

৫:১৯ মগিদ্দো। মগিদ্দো এবং তানক এমন একটি জায়গা যা পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়ে শারোনের সমভূমি থেকে যিষ্রিয়েলের উপত্যকা পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব দিকের প্রধান রাস্তাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো। কৌশলগত দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মগিদ্দোর সমভূমিতে (২ খান্দান ৩৫:২২) প্রাচীন কাল থেকে যুদ্ধ সংগঠিত হতো। এখানে ফেরাউন তৃতীয় থাটমসের বাহিনী ৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ও ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কেনানীয় জোটের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছিল, এবং এখানে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ জেনারেল এলেনবাইয়ের অধীনে মগিদ্দোর অপরপার্শে যিষ্রিয়েলের উপত্যকায় প্যালেষ্টাইনে তুর্কীদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে তাদের শাসনের ইতি ঘটিয়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসের ইতিহাসে দবোরা এবং বারাকের অধীনে ইসরাইলের সৈন্যবাহিনী "মগিদ্দোর স্রোতের কাছে" কেনানীয়দের ধ্বংস করেছিল এবং এখানেই ইহুদীদের ভাল একজন বাদশাহ্ ইউসিয়া ৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফেরাউন নখো ২ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন (২ বাদশা ২৩:২৯)। প্রকাশিত কালাম ১৬:১৬ আয়াতও দেখুন। এই জায়গাটিকে হিব্রুতে "হর্‌মাগিদোন" বলা হয় (অর্থাৎ "মগিদ্দোর পর্বত") এবং এই একই জায়গায় "আল্লাহ্‌র মহৎ দিনে যুদ্ধ" অনুষ্ঠিত হবে (প্রকাশিত কালাম ১৬:১৪)।

৫:২০ আসমান থেকে যুদ্ধ হল। কাব্যিকভাবে বলা হয় বেহেশতের শক্তি ইসরাইলের হয়ে যুদ্ধ করেছিল (৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন; ইউসা ১০:১১; জবুর ১৮:৭-১৫)।

৫:২১ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:২৩ মেরোস। মাবুদের সৈন্য বাহিনীকে সাহায্য করতে রাজি না হওয়ার কারণে নপ্তালির এই নগরটিকে বদদোয়া দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য নগরগুলোও মাবুদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ফলে কঠিন শাস্তি পেয়েছিল (৮:১৫-১৭; ২১:৫-১০ আয়াত দেখুন)।

৫:২৫ ক্ষীর। তৎকালীন সময়ে দুধ ফেটানোর জন্য একটি

রাজোপযোগী পাত্রে ক্ষীর এনে দিলেন।
২৬ তিনি গোঁজে হাত দিলেন।
কর্মকারের হাতুড়ি ডান হাত দিলেন;
তিনি সীষরাকে হাতুড়ি মারলেন,
তার মস্তক বিদ্ধ করলেন,
তার কাণপাটি ভাঙলেন, বিদ্ধ করলেন।
২৭ সে তাঁর চরণে হেঁট হয়ে পড়লো, লম্বমান
হল;
তাঁর চরণে হেঁট হয়ে পড়লো;
যেখানে হেঁট হল, সেই স্থানে মরে পড়ে
রইলো।
২৮ সীষরার মা জানালা দিয়ে চাইল,
সে জানালা থেকে ডেকে বললো,
তার রথ আসতে কেন বিলম্ব করে?
তার রথের চাকা কেন ধীরে ধীরে চলে?
২৯ তার জ্ঞানবতী সহচরীরা জবাবে বললো,
সে নিজেও নিজের কথার উত্তর দিল,
৩০ তারা কি পায় নি?
লুণ্ঠিত বস্তু কি ভাগ করে নেয় নি?
প্রত্যেক পুরুষ একটি কামিনী, দু'টি
কামিনী,
আর সীষরা চিত্রিত পোশাক পেয়েছে,
চিত্রিত সূচিকার্যের পোশাক পেয়েছে,
চিত্রিত দুই ধারি বাঁধা পোশাক লুণ্ঠনকারীর
কণ্ঠে।
৩১ হে মাবুদ, তোমার সমস্ত দুশমন এভাবে
ধ্বংস হোক,
কিন্তু তোমার প্রেমকারীরা সপ্রতাপে
গমনকারী সূর্যের মত হোক।

[৫:২৬] কাজী ৪:২১। [৫:২৭] কাজী ৪:২২। [৫:২৮] ইউসা ২:১৫। [৫:৩০] হিজ ১৫:৯; ১শামু ৩০:২৪; জবুর ৬৮:১২। [৫:৩১] ২শামু ২৩:৪; আইউ ৩৭:২১; জবুর ১৯:৪; ৮৯:৩৬; ইশা ১৮:৪। [৬:১] কাজী ২:১১। [৬:২] ১শামু ১৩:৬; ইশা ৫:৩০; ৮:২১; ২৬:১৬; ৩৭:৩। [৬:৩] পয়দা ২৫:৬; ইশা ১১:১৪; ইয়ার ৪৯:২৮। [৬:৪] লেবীয় ২৬:১৬; দ্বি:বি ২৮:৩০, ৫১; ইশা ১০:৬; ৩৯:৬; ৪২:২২। [৬:৫] কাজী ৮:১০; ইশা ২১:৭; ৬০:৬; ইয়ার ৪৯:৩২। [৬:৬] কাজী ৩:৯। [৬:৭] কাজী ৩:৯। [৬:৮] দ্বি:বি ১৮:১৫; ১বাদশা ২০:১৩, ২২; ২বাদশা ১৭:১৩, ২৩; নহি

পরে চল্লিশ বছর দেশ নিষ্কণ্টক থাকলো।

মাদিয়ানীয়দের দৌরাত্ম্য

৬ ১ পরে বনি-ইসরাইলরা মাবুদের সাক্ষাতে
যা মন্দ, তা-ই করতে লাগল, আর মাবুদ
তাদেরকে সাত বছর পর্যন্ত মাদিয়ানের হাতে
তুলে দিলেন। ২ আর ইসরাইলের উপরে
মাদিয়ানের হাত শক্তিশালী হয়ে উঠলো, তাই
বনি-ইসরাইলরা মাদিয়ানীয়দের ভয়ে পর্বতের
গহ্বর, গুহা ও দুর্গম স্থান প্রস্তুত করলো। ৩ আর
এরকম হত, ইসরাইলরা বীজ বপন করার পর
মাদিয়ানীয় ও আমালেকীয়েরা এবং পূর্বদেশের
লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে আসত, ৪ তাদের
বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে গাজার কাছ পর্যন্ত
ভূমির ফসল বিনষ্ট করতো, আর ইসরাইলের
জন্য খাদ্যদ্রব্য, কিংবা ভেড়া, গরু বা গাধা কিছুই
রাখত না। ৫ কারণ তারা তাদের পশুপাল ও
তাঁবু সঙ্গে নিয়ে আসত, তারা পঙ্গপালের মত
অসংখ্য ছিল; তারা ও তাদের উটের সংখ্যা
গোণা যেত না; আর তারা দেশ উচ্ছিন্ন করার
জন্যই সেখানে আসত। ৬ তাতে বনি-
ইসরাইলরা মাদিয়ানীয়দের সম্মুখে ভীষণভাবে
দুর্বল হয়ে পরলো আর তারা সাহায্যের জন্য
মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল।
৭ যখন বনি-ইসরাইলরা মাদিয়ানীয়দের ভয়ে
মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল, ৮ তখন
মাবুদ বনি-ইসরাইলদের কাছে এক জন নবীকে
প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই কথা বলেন, আমি
তোমাদেরকে মিসর থেকে উঠিয়ে এনেছি,

চামড়ার থলিতে রেখে ঝাকানো হত এবং তারপর তা গেঁজাবার জন্য রেখে দেওয়া হতো।

৫:২৮ এই চিত্রটি উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করা সীষোরার মায়ের। তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যায়েলের যে একজন কেনানীয় শক্তিশালী সেনাপতির উপরে বিজয় লাভ করেছে। এখানে একজন কেনানীয় মায়ের অপেক্ষার সঙ্গে "ইসরাইলের মা" দবোরার বিজয়ের তুলনা করা হয়েছে (৭ আয়াত)।

৫:৩১ গানটি শেষ হয় একটি প্রার্থনা দ্বারা যেখানে প্রভুর শত্রুদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের যুদ্ধের বিজয়ের নমুনা হিসাবে তুলে ধরে (শুমারী ১০:৩৫; জবুর ৬৮:১-২ দেখুন)।

তোমার প্রেমকারীরা ... সূর্যের মত হোক। মাবুদের প্রতি লোকদের দুটি প্রাথমিক মনোভাব তুলে ধরে। চুক্তির বা নিয়মের প্রভু হিসাবে এবং ইসরাইলীয় লোকদের রাজকীয় প্রধান হিসেবে, তিনি তাদের ভালবাসা দাবী করেন (হিজরত ২০:৬ দেখুন), ঠিক যেমন প্রাচীন প্রাচ্যের বাদশাহ্‌গণ তাদের অধীন লোকদের কাছ থেকে ভালবাসা দাবী করেন।

চল্লিশ বছর। একটি প্রজন্মের জন্য একটি চুক্তির বছরের প্রচলিত সংখ্যা।

৬:১ মাদিয়ানের। পয়দায়েশ ৩৭:২৫; হিজরত ২:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। আপাতদৃষ্টিতে সেই সময়ে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা বহুসংখ্যক ছিল না, সেজন্য তারা প্রায়ই তাদের চারপাশের লোকদের সাথে জোট বাধতো। এই জোটে ছিল মেয়াবীয় (শুমারী ২২:৪-৬; ২৫:৬-১৮), আমালকীয় এবং পূর্ব দিকের অন্যান্য গোষ্ঠী (৩ আয়াত)। হিব্রু ইতিহাসে তাদের পরাজয় স্মরণীয় এক দীর্ঘ সময়।

৬:৩ আমালেকীয়েরা। পয়দায়েশ ১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। সাধারণত তারা নেগেভের লোক ছিল, কিন্তু তারা এখানে মাদিয়ান ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের সাথে জোট বেধে ছিল, যারা মোয়ার এবং অম্মোনের পূর্ব দিকের মরুভূমিতে বসবাসকারী যাযাবর ছিল।

৬:৫ তারা পঙ্গপালের মত অসংখ্য ছিল। লুটেরাদের একটি স্পষ্ট ছবি যারা ভূমিতে দখল করে সেখানে বাস করছিল এবং সেখানকার সমস্ত কিছু খেয়ে উচ্ছিন্ন করে ফেলত (৭:১২; হিজ ১০:১৩-১৫; যোয়েল ১:৪ দেখুন)।

৬:৭ মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। বনি-ইসরাইলদের চরম দুর্দশার কারণে তারা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল যা আমরা কাজীদের সময়ে একটি চক্রাকারে ইসরাইলদের জীবনে ঘটতে দেখি।

৬:৮ এক জন নবী। ২:১; ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন। অজানা নামের নবী ইসরাইলদের ভর্ৎসনা করেছিলেন কারণ

গোলাম-গৃহ থেকে বের করে এনেছি, [9] এবং
মিসরীয়দের হাত থেকে ও যারা তোমাদের উপরে
জুলুম করতো তাদের সকলের হাত থেকে
তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি, আর তোমাদের
সম্মুখ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দেশ
তোমাদের দিয়েছি। [10] আর আমি তোমাদেরকে
বলেছি, আমি মাবুদ তোমাদের আল্লাহ্‌; তোমরা
যে আমোরীয়দের দেশে বাস করছো, তাদের
দেবতাদেরকে ভয় করো না, কিন্তু তোমরা আমার
কথায় কান দাও নি।

গিদিয়োনকে আহ্বান

[11] পরে মাবুদের ফেরেশতা এসে অবীয়েষ্রীয়
যোয়াশের অধিকারভুক্ত অফ্রাতে অবস্থিত এলা
গাছের তলে বসলেন। আর যোয়াশের পুত্র
গিদিয়োন আঙ্গুর মাড়াবার কুণ্ডে গম মাড়াই
করছিলেন, যেন মাদিয়ানীয়দের থেকে তা
লুকাতে পারেন। [12] তখন মাবুদের ফেরেশতা
তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, হে বলবান বীর,
মাবুদ তোমার সহবর্তী। [13] গিদিয়োন তাঁকে
বললেন, নিবেদন করি, হে আমার প্রভু, যদি
মাবুদ আমাদের সহবর্তী হন, তবে আমাদের প্রতি
এ সব কেন ঘটলো? আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁর
যে সমস্ত আশ্চর্য কাজের বৃত্তান্ত আমাদেরকে
বলেছিলেন, সেসব কোথায়? তাঁরা বলতেন,
মাবুদ কি আমাদেরকে মিসর থেকে আনয়ন
করেন নি? কিন্তু সম্প্রতি মাবুদ আমাদেরকে ত্যাগ
করে মাদিয়ানের হাতে তুলে দিয়েছেন। [14] তখন
মাবুদ তাঁর দিকে ফিরে বললেন, তুমি তোমার এই
শক্তিতেই গমন কর, মাদিয়ানের হাত থেকে
ইসরাইলকে নিস্তার কর; আমি কি তোমাকে
প্রেরণ করি নি? [15] তিনি তাঁকে বললেন, আরজ
করি, হে মালিক, ইসরাইলকে কিভাবে নিস্তার
করবো? দেখুন, মানশার মধ্যে আমার গোষ্ঠী
সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং আমার পিতৃকুলে আমি
কনিষ্ঠ। [16] তখন মাবুদ তাঁকে বললেন, নিশ্চয়ই
আমি তোমার সহবর্তী হব; আর তুমি
মাদিয়ানীয়দেরকে একটি লোকের মত করে
আঘাত করবে। [17] তিনি বললেন, আমি যদি
আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, তবে
আপনিই যে আমার সঙ্গে কথা বলছেন, তার
কোন চিহ্ন আমাকে দেখান। [18] আরজ করি,
আমি যতক্ষণ আমার নৈবেদ্য এনে আপনার
সম্মুখে উপস্থিত না করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি
এখান থেকে যাবেন না। তাতে তিনি বললেন,
তুমি যতক্ষণ ফিরে না আসবে, ততক্ষণ আমি
অপেক্ষা করবো।
[19] তখন গিদিয়োন ভিতরে গিয়ে একটি ছাগলের
বাচ্চা ও এক ঐফা পরিমিত সুজির খামিহীন
রুটি প্রস্তুত করলেন। তিনি গোশ্‌ত ডালিতে
রেখে ঝোল পাত্রে করে নিয়ে বের হয়ে সেই
এলা গাছের তলে তাঁর কাছে এনে উপস্থিত
করলেন। [20] আল্লাহ্‌র ফেরেশতা তাঁকে বললেন,
গোশ্‌ত ও খামিহীন রুটিগুলো নিয়ে এই শৈলের
উপরে রাখ এবং ঝোল ঢেলে দাও। তিনি তা-ই
করলেন। [21] তখন মাবুদের ফেরেশতা তাঁর
হাতে থাকা লাঠিটির অগ্রভাগ বাড়িয়ে দিয়ে সেই
গোশ্‌ত ও খামিহীন রুটিগুলো স্পর্শ করলেন; তখন
শৈল থেকে আগুন বের হয়ে সেই গোশ্‌ত ও
খামিহীন রুটিগুলো গ্রাস করলো; আর মাবুদের
ফেরেশতা তাঁর দৃষ্টিগোচর থেকে প্রস্থান
করলেন। [22] তখন গিদিয়োন দেখলেন যে, তিনি
মাবুদের ফেরেশতা; তখন তিনি বললেন, হায়!
হে সার্বভৌম মাবুদ, এই যে আমি সম্মুখাসম্মুখি
মাবুদের ফেরেশতাকে দেখলাম। [23] মাবুদ তাঁকে

৯:২৯; আইউ ৩৬:১০; ইয়ার ২৫:৫; ইহি ১৮:৩০-৩১।
[৬:৯] শুমারী ১০:৯; জবুর ১৩৬:২৪।
[৬:১০] হিজ ২০:৫।
[৬:১১] কাজী ৭:১; ৮:১; ইব ১১:৩২।
[৬:১২] ইউসা ১:৫; রূত ২:৪; ১শামু ১০:৭; জবুর ১২৯:৮।
[৬:১৩] ২শামু ৭:২২; জবুর ৪৪:১; ৭৮:৩।
[৬:১৪] ইব ১১:৩৪।
[৬:১৫] ইশা ৬০:২২।
[৬:১৬] হিজ ৩:১২; শুমারী ১৪:৪৩; ইউসা ১:৫।
[৬:১৭] পয়দা ২৪:১৪; হিজ ৩:১২; ৪:৮।
[৬:১৯] কাজী ১৩:১৫।
[৬:২০] কাজী ১৩:১৯।
[৬:২১] লেবীয় ৯:২৪।
[৬:২২] কাজী ১৩:১৬, ২১।
[৬:২৩] দানি ১০:১৯।

তারা ভুলে গিয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ তাদের মিসরীয়দের বন্দীত্ব থেকে রক্ষা করেছিল এবং তাদের এই দেশ দিয়েছিলেন (৯-১০ আয়াত)।

৬:১০ আমোরীয়দের। সম্ভবত এখানে কেনান দেশের সকল অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (পয়দা ১০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:১১ মাবুদের ফেরেশতা। পয়দায়েশ ১৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

অফ্রা। এটি বিন্‌ইয়ামিনীয়দের অফ্রা থেকে ভিন্ন (ইউসা ১৮:২৩)।

অবীয়েষ্রীয়। অবীয়েষ্রীরা (৪ আয়াত) মানসা বংশ থেকে এসেছিল (ইউসা ১৭:২)।

আঙ্গুর মাড়াবার কুণ্ডে গম মাড়াই করছিলেন। গম মাড়াই করার স্বাভাবিক জায়গার চেয়ে ভিন্ন (রূত ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন)। এই আভ্যন্তরীণ সংকীর্ণ জায়গায় গিদিয়োন আরো বেশি নিরাপদ অনুভব করছিলেন।

৬:১২ বলবান বীর। আপাতদৃষ্টিতে গিদিয়োন উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সম্ভবত সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন (২৭ আয়াত দেখুন), কিন্তু ১৫ আয়াতে তিনি তাঁর বিনয় প্রকাশ করেছেন।

৬:১৪ মাবুদ তাঁর দিকে ফিরে। ২৩ আয়াত দেখুন। পয়দায়েশ ১৬:৭ আয়াতের নোটও দেখুন।

আমি কি তোমাকে প্রেরণ করি নি? মূসা যেমন ইসরাইলকে উদ্ধার করেছিলেন ঠিক একই ভাবে গিদিয়োনকে নিয়োগ করে প্রেরণ করা হল ইসরাইলকে উদ্ধার করার জন্য (হিজরত ৩:৭-১০ দেখুন)।

৬:১৫ ইসরাইলকে কিভাবে নিস্তার করবো? মূসা এবং ইয়ারমিয়া একই ভাবে আল্লাহ্‌র ডাকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন (হিজ ৩:১১;৪:১০; ইয়ার ১:৬-৭ এবং নোট দেখুন)। মাবুদ স্বাভাবিকভাবে তাঁর জন্য মহৎ কাজ করার জন্য শক্তিশালীদের চেয়ে বরং দুর্বলদের আহ্বান করে থাকেন (শুমারী ১২:৩ এবং পয়দা ২৫:২৩; ১ শামু ৯:২১; ১ করি ১:২৬-৩১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৬:১৭ তার কোন চিহ্ন আমাকে দেখান। ৩৬-৪০ আয়াত দেখুন; মাবুদ এই চিহ্ন মূসাকে দিয়েছিলেন এই নিশ্চিয়তার জন্য যে, তিনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন সেখানে মাবুদ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন (হিজ ৩:১২; ৪:১-১৭ আয়াত দেখুন)।

৬:২১ গোশ্‌ত ও খামিহীন রুটিগুলো গ্রাস করলো। এই চিহ্ন-কাজের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, গিদিয়োনের কোরবানী গ্রহণ করা হয়েছে (লেবীয় ৯:২৪ দেখুন)।

বললেন, তোমার শান্তি হোক, ভয় করো না; তুমি
মরবে না। ২৪ পরে গিদিয়োন সেই স্থানে মাবুদের
উদ্দেশে একটি কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন ও তার
নাম ইয়াহ্ওয়েহ্-শালোম (মাবুদ শান্তি) রাখলেন;
তা অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে আজও আছে।
২৫ পরে সেই রাতে মাবুদ তাঁকে বললেন, তুমি
তোমার পিতার ষাঁড়, অর্থাৎ সাত বছর বয়স্ক
দ্বিতীয় ষাঁড়টি গ্রহণ কর এবং বাল দেবতার যে
বেদী তোমার পিতার আছে, তা ভেঙে ফেল ও
তার পাশের আশেরা কেটে ফেল; ২৬ আর এই
দুর্গের শিখরদেশে তোমার আল্লাহ্ মাবুদের
উদ্দেশে পরিপাটি করে একটি কোরবানগাহ্ তৈরি
কর, আর সেই দ্বিতীয় ষাঁড়টি নিয়ে, যে আশেরা
কেটে ফেলবে, তারই কাঠ দিয়ে পোড়ানো-
কোরবানী কর। ২৭ পরে গিদিয়োন তার
গোলামদের মধ্যে দশ জনকে সঙ্গে নিয়ে, মাবুদ
তাঁকে যেরকম বলেছিলেন, সেরকম করলেন,
কিন্তু নিজের পিতৃকুল ও নগরস্থ লোকদেরকে ভয়
করাতে তিনি দিনের বেলায় না করে রাত বেলায়
তা করলেন।

বাল দেবতার বেদী ভেঙ্গে ফেলা

২৮ পরে সকালবেলা যখন নগরের লোকেরা
উঠলো, তখন, দেখ, বালের বেদী ভেঙ্গে ফেলা
হয়েছে ও তার পাশের আশেরা কেটে ফেলা
হয়েছে এবং নতুন কোরবানগাহ্‌র উপরে দ্বিতীয়
ষাঁড়টি কোরবানী করা হয়েছে। ২৯ তখন তারা
পরস্পর বললো, এই কাজ কে করলো? পরে
অনুসন্ধান করে জিজ্ঞাসা করলে লোকেরা বললো,
যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন ওটা করেছে। ৩০ তাতে
নগরের লোকেরা যোয়াশকে বললো, তোমার পুত্রকে
বের করে আন, সে হত হোক; কেননা সে বালের
বেদী ভেঙে ফেলেছে ও তার পাশের আশেরা
কেটে ফেলেছে। ৩১ তখন যোয়াশ তার প্রতিকূলে
দণ্ডায়মান লোকদেরকে বললেন, তোমরাই কি

[৬:২৪] পয়দা ২২:১৪।
[৬:২৫] হিজ ৩৪:১৩; কাজী ২:১৩।
[৬:২৮] ১বাদশা ১৬:৩২; ২বাদশা ২১:৩।
[৬:৩১] ১শামু ২৪:১৫; জবুর ৪৩:১; ইয়ার ৩০:১৩।
[৬:৩২] কাজী ৭:১; ৮:২৯, ৩৫; ৯:১; ১শামু ১২:১১।
[৬:৩৩] ইউসা ১৫:৫৬; ইহি ২৫:৪; হোশেয় ১:৫।
[৬:৩৪] ইউসা ৬:২০; কাজী ৩:২৭।
[৬:৩৫] ইউসা ১৭:৭।
[৬:৩৭] শুমারী ১৮:২৭; ২শামু ৬:৬; ২৪:১৬।
[৬:৩৯] পয়দা ১৮:৩২।

বালের পক্ষে ঝগড়া করবে? তোমরাই কি তাকে
নিস্তার করবে? যে কেউ তার পক্ষে ঝগড়া করে,
সকাল বেলার মধ্যেই তার প্রাণদণ্ড হবে; বাল
যদি দেবতা হয়, তবে সে নিজের পক্ষে নিজেই
ঝগড়া করুক; যেহেতু তারই বেদী ভেঙ্গে ফেলা
হয়েছে। ৩২ অতএব তিনি সেদিন তাঁর নাম
যিরুব্বাল (বাল ঝগড়া করুক) রাখলেন,
বললেন, বাল তার সঙ্গে ঝগড়া করুক, কারণ
সে তার বেদী ভেঙে ফেলেছে।
৩৩ ঐ সময়ে সমস্ত মাদিয়ানীয়, আমালেকীয় ও
পূর্বদেশের লোকেরা একত্র হল এবং পার হয়ে
যিষ্রিয়েলের উপত্যকায় শিবির স্থাপন করলো।
৩৪ কিন্তু মাবুদের রূহ্ গিদিয়োনকে আবিষ্ট
করলেন ও তিনি তূরি বাজালেন, আর
অবীয়েষ্রীয়েরা তাঁর পিছনে জমায়েত হল।
৩৫ আর তিনি মানশা প্রদেশের সর্বত্র লোক
পাঠালেন, আর তারাও তাঁর পিছনে জমায়েত
হল; পরে তিনি আশের, সবূলূন ও নপ্তালির
কাছে দূত প্রেরণ করলেন, আর তারা তাদের
কাছে এল।

আল্লাহ্‌র দেওয়া চিহ্ন

৩৬ পরে গিদিয়োন আল্লাহ্‌কে বললেন, তোমার
কালাম অনুসারে তুমি যদি আমার হাত দিয়ে
ইসরাইলকে নিস্তার কর, ৩৭ তবে দেখ, আমি
খামারে ছিন্ন ভেড়ার লোম রাখবো, যদি কেবল
সেই লোমের উপরে শিশির পড়ে এবং সমস্ত
ভূমি শুকনো থাকে, তবে আমি জানবো যে,
তোমার কালাম অনুসারে তুমি আমার হাত দিয়ে
ইসরাইলকে নিস্তার করবে। ৩৮ পরে ঠিক তা-ই
ঘটলো, পরদিন তিনি সকাল বেলা উঠে সেই
লোম চেপে তা থেকে শিশিরপূর্ণ এক বাটি পানি
নিঙড়ে ফেললেন। ৩৯ আর গিদিয়োন আল্লাহ্‌কে
বললেন, আমার বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ প্রজ্বলিত
না হোক, আমি কেবল আর একটিবার কথা

৬:২৩ তুমি মরবে না। ১৩:২২ এবং পয়দায়েশ ১৬:১৩; ৩২:৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২৫ ভেঙে ফেল ও তার পাশের আশেরা কেটে ফেল। মাবুদের যোদ্ধা হিসেবে গিদিয়োনের প্রথম কাজ ছিল তার বাবার বাল দেবতার যে বেদী ছিল তা ধ্বংস করা (২:২; হিজ ৩৪:১৩; দ্বি:বি: ৭:৫)।

বাল। ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

আশেরা। ২:১৩; হিজ ৩৪:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২৬ পরিপাটি করে একটি কোরবানগাহ্ তৈরি কর। হিজরত ২০:২৫ দেখুন।

৬:৩০ সে হত হোক। ইসরাইলরা এতটা ধর্মত্যাগী হয়ে পড়েছিল যে, তারা বাল দেবতার কারণে তাদের নিজেদের একজন লোককে হত্যা করতে চেয়েছিল (দ্বি:বি: ১৩:৬-১০)। এর বিপরীতে দেখুন, যেখানে আল্লাহ্ মূসাকে বলেছিলেন যে, মূর্তিপূজককে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।

৬:৩২ যিরুব্বাল। বালের নামের কারণে (ইয়ার ২:২৬) এই নামটি পরবর্তীতে অধঃপতন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল (যিরুব্বেশত, "লজ্জাস্কর ব্যাপার", ২ শামু ১১:২১)। যেভাবে ঈশ-বাল এবং মরিব-বালের নাম পরিবর্তিত হয়ে (১ খান্দান ৮:৩৩-৩৪) ঈশবোশত এবং মফীবোশত হয়েছিল (২ শামু ২:৮; ৪:৪ দেখুন)।

বাল তার সঙ্গে ঝগড়া করুক। বাল নিজেই গিদিয়োনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করুক।

৬:৩৩ যিষ্রিয়েলের উপত্যকায়। ৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:৩৪ মাবুদের রূহ্ গিদিয়োনকে আবিষ্ট করলেন। হিব্রু ভাষায় এই রকম বাক্য শুধুমাত্র তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে, অন্য দুটি রেফারেন্স হল ১ খান্দান ১২:১৮; ২ খান্দান ২৪:২০। এই বাক্যের মধ্য দিয়ে এই কথা জোর দেওয়া হয়েছে যে, মাবুদের রূহ্ মানুষকে শক্তিশালী করে তার মধ্য দিয়ে কাজ করছেন।

৬:৩৫ মানশা প্রদেশ। পশ্চিম মানাশা।

আশের। এই বংশকে যখন এর আগে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল তখন সেই আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল (৫:১৭)।

৬:৩৯ আমার বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ ... একটিবার কথা বলি।

বলি; আরজ করি, লোম দ্বারা আমাকে আর
একটিবার পরীক্ষা নিতে দাও; এখন কেবল লোম
শুকনো থাকুক, আর সকল ভূমির উপরে শিশির
পড়ুক। ৪০ পরে আল্লাহ্ সেই রাতে তা-ই
করলেন; তাতে কেবল ভেড়ার লোম শুকনো
রইল, আর সকল ভূমিতে শিশির পড়লো।

মাদিয়ানীয়দের উপরে গিদিয়োনের জয়লাভ

৭ ১ পরে যিরুব্বাল অর্থাৎ গিদিয়োন ও তাঁর
সঙ্গী সমস্ত লোক খুব ভোরে উঠে হারোদ
নামক ফোয়ারার কাছে শিবির স্থাপন করলেন;
তখন মাদিয়ানের শিবির তাঁদের উত্তর দিকে
মোরি পর্বতের কাছে উপত্যকাতে ছিল। ২ পরে
মাবুদ গিদিয়োনকে বললেন, তোমার সঙ্গী
লোকদের সংখ্যা এত বেশি যে, আমি
মাদিয়ানীয়দেরকে তাদের হাতে তুলে দেব না;
পাছে ইসরাইল আমার প্রতিকূলে গর্ব করে বলে,
আমি নিজের বাহুবলে নিস্তার পেলাম। ৩ অতএব
তুমি এখন লোকদের শুনিয়ে এই কথা ঘোষণা
কর, যে সমস্ত লোক ভয়ে কাঁপছে, তারা ফিরে
গিলিয়দ পর্বত থেকে প্রস্থান করুক। তাতে
লোকদের মধ্য থেকে বাইশ হাজার লোক ফিরে
গেল, দশ হাজার অবশিষ্ট থাকলো।
৪ পরে মাবুদ গিদিয়োনকে বললেন, লোক
এখনও অনেক বেশি আছে; তুমি তাদেরকে নিয়ে
ঐ পানির কাছে নেমে যাও; সেখানে আমি
তোমার জন্য তাদের পরীক্ষা নেব; তাতে যার
বিষয়ে তোমাকে বলি, এই লোক তোমার সঙ্গে
যাবে মাত্র সে-ই তোমার সঙ্গে যাবে; এবং যার
বিষয়ে তোমাকে বলি, এই লোক তোমার সঙ্গে
যাবে না, সে যাবে না। ৫ পরে তিনি লোকদেরকে
পানির কাছে নিয়ে গেলে মাবুদ গিদিয়োনকে
বললেন, যে ব্যক্তি কুকুরের মত জিহ্বা দিয়ে
পানি চেটে খায়, তাকে ও যে পানি পান করার
জন্য হাঁটুর উপরে উবুড় হয়, তাকে পৃথক করে
রাখ। ৬ তাতে সংখ্যায় তিন শত লোক দু'হাতে

[৬:৪০] হিজ ৪:৩-৭; ইশা ৩৮:৭।
[৭:১] কাজী ৬:৩২।
[৭:২] দ্বিঃবি ৮:১৭; ২করি ৪:৭।
[৭:৩] দ্বিঃবি ২০:৮; ইউসা ১২:২।
[৭:৪] ১শামু ১৪:৬।
[৭:৬] পয়দা ১৪:১৪।
[৭:৭] ইউসা ৮:৭।
[৭:৯] ইউসা ২:২৪; কাজী ১:২।
[৭:১২] দ্বিঃবি ২৮:৪২; ইয়ার ৪৬:২৩।
[৭:১৪] কাজী ৬:১১।

পানি তুলে চেটে খেল, কিন্তু অন্য সমস্ত লোক
পান করার জন্য হাঁটুর উপরে উবুড় হল, ৭ তখন
মাবুদ গিদিয়োনকে বললেন, এই যে তিন শত
লোক পানি চেটে খেল, এদের দ্বারা আমি
তোমাদের নিস্তার করবো ও মাদিয়ানীয়দের
তোমার হাতে তুলে দেব; অন্য সমস্ত লোক নিজ
নিজ স্থানে গমন করুক। ৮ পরে লোকেরা স্ব স্ব
হাতে খাদ্যদ্রব্য ও তূরী গ্রহণ করলো, আর তিনি
ইসরাইলের লোকদেরকে নিজ নিজ তাঁবুতে
বিদায় করে ঐ তিন শত লোককে রাখলেন; সেই
সময়ে মাদিয়ানের শিবির ছিল গিদিয়োনের
শিবিরের নিচের উপত্যকাতে।
৯ আর সেই রাতে মাবুদ তাঁকে বললেন, উঠ,
তুমি নেমে শিবিরের মধ্যে যাও; কেননা আমি
তোমার হাতে তা তুলে দিয়েছি। ১০ আর যদি
তুমি যেতে ভয় পাও, তবে তোমার ভৃত্য ফুরাকে
সঙ্গে নিয়ে নেমে শিবিরে যাও, ১১ এবং ওরা যা
বলে তা শোন। এর পরে তোমার হাত
শক্তিশালী হবে, তাতে তুমি ঐ শিবিরের বিরুদ্ধে
নেমে যাবে। তখন তিনি তাঁর ভৃত্য ফুরাকে সঙ্গে
নিয়ে শিবিরের সসজ্জ লোকদের প্রান্তভাগ পর্যন্ত
নেমে গেলেন। ১২ তখন মাদিয়ানীয়,
আমালেকীয় ও পূর্বদেশের সমস্ত লোক এত
বেশি ছিল যে, তারা পঙ্গপালের মত উপত্যকাতে
পড়েছিল এবং তাদের উটও এত বেশি ছিল যে,
সেগুলো ছিল সমুদ্র-তীরের বালুকণার মত
অসংখ্য। ১৩ পরে গিদিয়োন আসলেন, আর
দেখ, তাদের মধ্যে এক জন তার বন্ধুকে এই
স্বপ্নের কথা বললো, দেখ, আমি একটা স্বপ্ন
দেখেছি, আর দেখ, যেন যবের একটা রুটি
মাদিয়ানের শিবিরের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে গেল
এবং তাঁবুর কাছে উপস্থিত হয়ে আঘাত করলো;
তাতে তাঁবুখানি উল্টে লম্বমান হয়ে পড়লো।
১৪ তখন তার বন্ধু জবাবে বললো, ওটা আর
কিছু নয়, ইসরায়েলীয় যোয়াশের পুত্র
গিদিয়োনের তলোয়ার; আল্লাহ্ মাদিয়ান ও সমস্ত

পয়দায়েশ ১৮:৩২ আয়াতে হযরত ইব্রাহিম একই রকম কথা বলেছিলেন।

৭:১ হারোদ। এর অর্থ "কম্পন" এবং হয়তো ইসরাইলদের ভীরু স্বভাবের কথা বুঝিয়েছে (৩ আয়াত) অথবা গিদিয়োন যখন মাদিয়ানীয়দের আঘাত করেছিলেন তখন তাদের মধ্যে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল তার কথা বুঝিয়েছে (২১ আয়াত)।

মোরি পর্বত। হারোদের উপত্যকার কাছাকাছি অবস্থিত, ইসরাইলী বাহিনীর শিবির থেকে আনুমানিক চার মাইল দূরে।

উপত্যকা। এটা সেই যিষ্রিয়েলের উপত্যকা।

৭:৩ ফিরে গেল। যারা ভয় পেয়ে মাবুদের যুদ্ধে যায় নি তারা ফিরে গেল। এই লোকেরা সৈন্যবাহিনীতে থাকলে অন্যদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে পারতো এবং এতে তাদের মনবল ভেঙ্গে যেতে পারত (দ্বিঃবিঃ ২০:৮)।

গিলিয়দ পর্বত। সম্ভবত এখানে গিলবয় পর্বতের আরেকটি নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৭:৬ দু'হাতে পানি তুলে চেটে খেল। ৩০০ জন তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যেকোন জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল।

৭:৮-১৪ মাবুদ গিদিয়োনকে যুদ্ধের জন্য সামরিক বাহিনীর বুদ্ধি ও উৎসাহ যুগিয়ে দিয়েছিলেন।

৭:১৩-১৪ পুরাতন নিয়মে মাঝে মাঝেই দেখা যায় যে, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বাণী বা কোন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে স্বপ্ন যে দেখেছে এবং স্বপ্ন যে ব্যাখ্যা করেছে এই দুই জনই ছিল অ-ইসরাইলীয়। এর সঙ্গে তুলনা করুন ইউসুফ, যিনি মিসরে স্বপ্নের অর্থ বলেছিলেন (পয়দা ৪০:১-২২;৪১:১-৩২) এবং দানিয়েল, যিনি ব্যাবিলনে স্বপ্নের অর্থ বলেছিলেন (দানিয়েল ২:১-৪৫; ৪:৪-২৭)।

৭:১৩ যবের একটা রুটি ... গড়িয়ে গেল। যবকে একটি নিম্নমানের শস্য হিসেবে ধরে নেওয়া হতো এবং এর মূল্য ছিল গমের অর্ধেক (২ বাদশাহ্ ৭:১ দেখুন), তাই এটি ইসরাইলের

আল্লাহ্ সাধারণ লোকদের ব্যবহার করেন

আল্লাহ্ যুগে যুগে আপনার ও আমার মত সকল স্তরের সাধারণ লোকদের তাঁর কাজের জন্য ব্যবহার করেছেন।

যাদের ব্যবহার করেছেন	যে পরিচিতি পেয়েছেন	স্মরণীয় কার্যসকল	কিতাবের অংশ
হযরত ইয়াকুব	একজন প্রতারক	ইসরাইল জাতির আদি পিতা	পয়দায়েশ ২৭-২৮ অধ্যায়
হযরত ইউসুফ	একজন গোলাম	তাঁর পরিবারের রক্ষাকর্তা	পয়দায়েশ ২৭-৩৯ অধ্যায়
হযরত মূসা	একজন রাখাল (মাদীয়ন দেশে) ও একজন খুনি	বন্দিত্বের হাত থেকে বনি-ইসরাইলদের মুক্ত করেছেন ও তাদের নিয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন	হিজরত ৩ অধ্যায়
গিদিয়োন	একজন কৃষক	মাদীয়নীয়দের হাত থেকে বনি-ইসরাইলীয়দের উদ্ধার করেছেন	কাজীগণ ৬:১১-১৪
যিপ্তহ	একজন বেশ্যার পুত্র	অম্মোনীয়দের হাত থেকে বনি-ইসরাইলীয়দের উদ্ধার করেছেন	কাজীগণ ১১ অধ্যায়
হান্না	একজন গৃহিনী	নবী শামুয়েল যিনি বনি-ইসরাইলীয়দের রাজা মনোনীত করেছেন	১ শামুয়েল ১ অধ্যায়
হযরত দাউদ	একজন রাখাল বালক ও পরিবারের শেষ সন্তান	ইসরাইলীয়দের সবচেয়ে শক্তিশালী বাদশাহ্	১ শামুয়েল ১৬ অধ্যায়
উজায়ের	একজন ধর্ম-শিক্ষক	ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে বনি-ইসরাইলদের পরিচালনা করে ইসরাইল দেশে নিয়ে আসেন ও তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত একজন ধর্ম-শিক্ষক ছিলেন	উজায়ের ও নহিমিয় কিতাব
ইষ্টের	একজন বাঁদী-কন্যা	নিজের জাতির লোকদের এক ভয়ংকর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন	ইষ্টের কিতাব
মরিয়ম	একজন ধার্মিক মেয়ে	ইসরাইল জাতির মসীহ্ ও মানব জাতির মুক্তিদাতার মা	লূক ১:২৭-৩৮
মথি	একজন করগ্রাহী	একজন প্রেরিত ও সুখবর লেখক	মথি ৯:৯
লূক	একজন গ্রীক ডাক্তার	প্রেরিত পৌলের সহযাত্রী ও একজন সুখবর লেখক	কলসীয় ৪:১৪
হযরত পিতর	একজন জেলে	একজন প্রেরিত, প্রেরিতদের ও প্রাথমিক মণ্ডলীর নেতা, ও নতুন নিয়মের দু'টি চিঠির লেখক	মথি ৪:১৮-২০

শিবিরকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।
১৫ তখন গিদিয়োন ঐ স্বপ্নের কথা ও তার অর্থ
শুনে সেজ্‌দা করলেন; পরে ইসরাইলের শিবিরে
ফিরে এসে বললেন, উঠ, কেননা মাবুদ
তোমাদের হাতে মাদিয়ানের শিবির তুলে
দিয়েছেন। ১৬ পরে তিনি ঐ তিন শত লোককে
তিন দলে ভাগ করে প্রত্যেকের হাতে এক একটি
তূরী এবং একটি শূন্য ঘট ও ঘটের মধ্যে মশাল
দিলেন। ১৭ তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা
আমার প্রতি দৃষ্টি রেখে আমার মত কাজ করবে;
দেখ, আমি শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হলে
যেরকম করবো, তোমরাও সেরকম করবে।
১৮ আমি ও আমার সঙ্গীরা সকলে তূরী বাজালে
তোমরাও সমস্ত শিবিরের চারদিকে থেকে তূরী
বাজাবে, আর বলবে, “মাবুদের জন্য ও
গিদিয়োনের জন্য”।
১৯ পরে মাঝ রাতের প্রথমে নতুন প্রহরী
স্থাপিত হওয়ামাত্র গিদিয়োন ও তাঁর সঙ্গী এক
শত লোক শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হয়ে তূরী
বাজালেন এবং নিজ নিজ হাতে থাকা ঘট ভেঙে
ফেললেন। ২০ এভাবে তিন দলই তূরী বাজাল ও
ঘট ভেঙে ফেললো এবং বাম হাতে মশাল ও ডান
হাতে বাজাবার তূরী ধরে চিৎকার করে বলতে
লাগল, “মাবুদের ও গিদিয়োনের তলোয়ার”
২১ আর শিবিরের চারদিকে প্রত্যেকে নিজ নিজ
স্থানে দাঁড়িয়ে রইলো; তাতে শিবিরের সমস্ত
লোক দৌড়াদৌড়ি করে চিৎকার করতে করতে
পালিয়ে যেতে লাগল। ২২ তখন ওরা ঐ তিন শত
তূরী বাজাল, আর মাবুদ শিবিরের প্রত্যেক জনের
তলোয়ার তার বন্ধু ও সমস্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে
চালনা করালেন; তাতে সৈন্যরা সরোরার দিকে
বৈৎ-শিট্টা পর্যন্ত, টব্বতের নিকটবর্তী আবেল-
মহোলার সীমা পর্যন্ত পালিয়ে গেল। ২৩ পরে
বনি-ইসরাইলদের মধ্যেকার নপ্তালি, আশের ও
সমস্ত মানশা থেকে যাদের ডাকা হয়েছিল তারা
মাদিয়ানের পিছনে পিছনে তাড়া করে গেল।
২৪ আর গিদিয়োন পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশের
সর্বত্র দূত প্রেরণ করে এই কথা বললেন,
তোমরা মাদিয়ানের বিরুদ্ধে নেমে এসো এবং
তাদের আগে বৈৎ-বারা ও জর্ডান পর্যন্ত সমস্ত
জলাশয় অধিকার কর। তাতে আফরাহীমের
সমস্ত লোক একত্র হয়ে বৈৎ-বারা ও জর্ডান
পর্যন্ত সমস্ত জলাশয় অধিকার করলো। ২৫ তারা
ওরেব ও সেব নামে মাদিয়ানের দুই সেনাপতিকে
ধরলো এবং ওরেব নামক শৈলে ওরেবকে হত্যা
করলো। আর সেব নামক আঙ্গুরকুণ্ডের কাছে
সেবকে হত্যা করলো এবং মাদিয়ানের পিছনে
পিছনে তাড়া করে গেল; আর ওরেব ও সেবের
মাথা জর্ডানের পারে গিদিয়নের কাছে নিয়ে
গেল।

সেবহ ও সল্‌মুন্ন

৮ ১ পরে আফরাহীমের লোকেরা তাঁকে
বললো, তুমি মাদিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
যাবার সময় আমাদের কেন আহ্বান কর নি?
আমাদের প্রতি এ কেমন ব্যবহার করলে?
এভাবে তারা তাঁর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করলো।
২ তখন তিনি তাদেরকে বললেন, এখন
তোমাদের কাজের মত কোন কাজ আমি

[৭:১৫] ১শামু ১৫:৩১।
[৭:১৬] কাজী ৯:৪৩; ১শামু ১১:১১; ২শামু ১৮:২।
[৭:১৮] কাজী ৩:২৭।
[৭:২০] পয়দা ১৫:১৭।
[৭:২১] ২বাদশা ৭:৭।
[৭:২২] ১শামু ১৪:২০; ২খান্দান ২০:২৩; ইশা ৯:২১; ১৯:২; ইহি ৩৮:২১; হগয় ২:২২; জাকা ১৪:১৩।
[৭:২৩] ইউসা ১৭:৭।
[৭:২৪] ইউসা ২:৭।
[৭:২৫] কাজী ৮:৩; জবুর ৮৩:১১।
[৮:১] কাজী ৬:১১।
[৮:২] শুমারী ২৬:৩০।

জন্য একটি ভাল প্রতীক ছিল যারা ছিল সংখ্যার দিক দিয়ে সত্যি নিম্ন মানের।

৭:১৬ তিন দলে ভাগ করে। ইসরাইলরা যুদ্ধের সময়েই নানা রকম কৌশল গ্রহণ করতো যেন তারা যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারে। এর সঙ্গে তুলনা করুন ৯:৪৩; ১ শামু ১১:১১; ২ শামু ১৮:২ আয়াত।

একটি তূরী। ছাগের শিং দিয়ে তৈরি তূরীর আওয়াজ (হিজ ১৯:১৩ দেখুন)।

৭:১৯ মধ্যপ্রহরের। বনি-ইসরাইল তিন দল পাহারা সৈনিক দ্বারা রাত্রি ভাগ করেছিল (মথি ১৪:২৫)। “মধ্য রাতের পাহারার শুরু” হয় শত্রু পক্ষের সৈন্যরা ঘুমাতে যাবার পরে।

৭:২২ তিন শত। সাধারণত একটি বাহিনীতে তুলনামূলকভাবে অল্প সংখ্যার মানুষ তূরী বহন করে।

প্রত্যেক জনের তলোয়ার তার বন্ধু ও সমস্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে চালনা করালেন। একই রকম আতঙ্ক অম্মোনীয়, মোয়াবীয়, ও ইদোমীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল (২ খান্দান ২০:২৩) এবং গিবীয়ায় ফিলিস্তিনীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল (১ শামু ১৪: ২০)। দেখুন ইহি ৩৮:২১; জাকা ১৪:১৩; কাজী ৪:১৫ আয়াত।

সরোরার দিকে। অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

৭:২৩ যাদের ডাকা হয়েছিল। ঘটনা যেভাবে ঘুরে গিয়েছিল তাতে তারা উৎসাহ পেয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে গিয়েছিল তারা আবার সেই যুদ্ধে যুক্ত হয়েছিল।

৭:২৪ পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশ। মাদিয়নীয়দের জর্ডানের উপত্যকায় পিছিয়ে আসাকে প্রতিরোধ করার জন্য গিদিয়োনের আফরাহীম বংশের লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল।

জর্ডান পর্যন্ত সমস্ত জলাশয়। সম্ভবত বেৎ-শানের কাছ দিয়ে মাদিয়নীয় সৈন্যরা নদী পাড় হচ্ছিল। জর্ডান নদী নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে ইসরাইল পলাতক মাদিয়নীয়দের পালিয়ে যাওয়াকে আটকাতে সক্ষম হয়েছিল (৩:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

বৈৎ-বারা। এর সঠিক অবস্থান জানা যায় না, কিন্তু এটা অবশ্যই নদীর নিচু এলাকার কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। গিদিয়োনের শত্রুকে তাড়া করে তাদেরকে সুক্কোতে নিয়ে গিয়েছিল, যা যব্বোক নদীর কাছে ছিল (৮:৫)।

৭:২৫ ওরেব। এর অর্থ “দাঁড় কাক” (ইশা ১০:২৬ দেখুন)।

সেব। এব অর্থ “নেকড়ের” মাথা। প্রায়ই মরা শিকারের দেহ, যেমন মাথা, হাত (৮:৬) এবং লিঙ্গ (১ শামু ১৮:২৫), কেটে দেহের অংশ হিসেবে নিয়ে আসতো কতগুলো হত্যা করা হয়েছে তার গণনার অংশ হিসাবে।

৮:১ আফরাহীমের লোকেরা। গিদিয়োনের সঙ্গে তুলনা করুন, যিনি এই বংশের ক্রোধ শান্ত করেছিল (২–৩ আয়াত), এর সাথে যিপ্তহ যিনি তাদের জন্য অপমান এবং পরাজয় নিয়ে

BACIB
International Bible
CHURCH

করেছি? অবীয়েষরের আঙ্গুর চয়নের চেয়ে
আফরাহীমের পরিত্যক্ত আঙ্গুর ফল কুড়ান কি
ভাল নয়? ৩ তোমাদের হাতেই তো আল্লাহ্‌
মাদিয়ানের দুই সেনাপতি ওরেব ও সেবকে তুলে
দিয়েছেন; আমি তোমাদের এই কাজের মত
কোন কাজ করতে পেরেছি? তখন তাঁর এই
কথায় তাঁর প্রতি তাদের ক্রোধ নিবৃত্ত হল।
৪ গিদিয়োন ও তাঁর সঙ্গী তিন শত লোক
জর্ডানে এসে পার হলেন; তাঁরা পরিশ্রান্ত হলেও
তাড়া করে যাচ্ছিলেন। ৫ আর তিনি সুক্কোতের
লোকদের বললেন, আরজ করি, তোমরা আমার
অনুগামী লোকদের রুটি দাও, কেননা তারা
পরিশ্রান্ত হয়েছে; আর আমি সেবহ ও সলমুন্নের,
মাদিয়ানের দুই বাদশাহ্‌র পিছনে পিছনে তাড়া
করে যাচ্ছি। ৬ তাতে সুক্কোতের কর্মকর্তারা
বললো, সেবহ ও সলমুন্নের হাত কি এখন
তোমার অধিকারে এসেছে যে, আমরা তোমার
সৈন্যদেরকে রুটি দেব? ৭ গিদিয়োন বললেন,
ভাল, যখন মাবুদ সেবহ ও সলমুন্নকে আমার
হাতে তুলে দিবেন, তখন আমি মরুভূমির কাঁটা
ও কাঁটাগাছ দ্বারা তোমাদের শরীরের মাংস ছিঁড়ে
নেব। ৮ পরে তিনি সেই স্থান থেকে পনূয়েলে
উঠে গিয়ে সেই স্থানের লোকদের কাছেও সেই
একই অনুরোধ করলেন, তাতে সুক্কোতের
লোকেরা যেরকম উত্তর দিয়েছিল, পনূয়েলের
লোকেরাও তাঁকে সেরকম উত্তর দিল। ৯ তখন
তিনি পনূয়েলের লোকদেরকেও বললেন, আমি
যখন সহিসালামতে ফিরে আসবো, তখন এই
উচ্চগৃহ ভেঙে ফেলবো।
১০ সেবহ ও সলমুন্ন কর্কোরে ছিলেন এবং
তাঁদের সঙ্গী সৈন্য অনুমান পনের হাজার লোক
ছিল। পূর্বদেশের লোকদের সমস্ত সৈন্যের মধ্যে
এরাই মাত্র অবশিষ্ট ছিল, আর তলোয়ারধারী এক
লক্ষ বিশ হাজার লোক মারা পড়েছিল। ১১ পরে
গিদিয়োন নোবহের ও যগ্‌বিহের পূর্ব দিকে তাঁবু-
নিবাসীদের পথ দিয়ে উঠে গিয়ে সেই
সৈন্যদেরকে আঘাত করলেন, যেহেতু সৈন্যরা
নিশ্চিন্ত ছিল। ১২ তখন সেবহ ও সল্‌মুন্ন পালিয়ে
গেলেন, কিন্তু গিদিয়োন তাদের পিছনে তাড়া
করে গেলেন এবং সেবহ ও সল্‌মুন্নকে,
মাদিয়ানের সেই দুই বাদশাহ্‌কে ধরলেন; আর
সমস্ত সৈন্যকে ভীষণ ভয় ধরিয়ে দিলেন।
১৩ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন হেরসের
আরোহণ পথ দিয়ে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন,
১৪ এমন সময়ে সুক্কোৎ-নিবাসী এক জন যুবককে
ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; তাতে সে সুক্কোতের
কর্মকর্তাদের ও সেই স্থানের প্রাচীনদের সাতাত্তর
জনের নাম লিখে দিল। ১৫ পরে তিনি সুক্কোতের
লোকদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, সেবহ ও
সলমুন্নকে দেখ, যাদের বিষয়ে তোমরা আমাকে
উপহাস করে বলেছিলে, সেবহের ও সলমুন্নের
হাত কি এখন তোমার অধিকারে যে, আমরা
তোমার পরিশ্রান্ত লোকদেরকে রুটি দেব?
১৬ আর তিনি ঐ নগরের প্রাচীনদেরকে ধরলেন
এবং মরু-ভূমির কাঁটা ও কাঁটাগাছ নিয়ে তা দ্বারা
সুক্কোতের লোকদেরকে শাস্তি দিলেন। ১৭ পরে
তিনি পনূয়েলের উচ্চগৃহ ভেঙে ফেললেন ও
নগরের লোকদের হত্যা করলেন।
১৮ আর তিনি সেবহ ও সলমুন্নকে বললেন, তোমরা
তাবোরে যে পুরুষদেরকে হত্যা করেছিলে, তারা
কেমন লোক? তাঁরা উত্তর করলেন, আপনি
যেমন, তারাও তেমনি, প্রত্যেকে রাজপুত্রের মত
ছিল। ১৯ তিনি বললেন, তারা আমার ভাই,
আমারই সহোদর; জীবন্ত মাবুদের কসম,
তোমরা যদি তাদেরকে জীবিত রাখতে, আমি
তোমাদেরকে হত্যা করতাম না। ২০ পরে তিনি
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যেথরকে বললেন, উঠ, এদেরকে
হত্যা কর, কিন্তু সেই বালক তার তলোয়ার বের
করলো না, কারণ সে ভয় করলো, কেননা
তখনও সে বালক। ২১ তখন সেবহ ও সল্‌মুন্ন
বললেন, আপনি উঠে আমাদের আঘাত করুন,
কেননা যে যেমন পুরুষ, তার তেমনি বীরত্ব।

[৮:৩] কাজী ৭:২৫।
[৮:৪] কাজী ৭:২৫।
[৮:৫] আইউ ১৬:৭; জবুর ৬:৬; ইয়ার ৪৫:৩।
[৮:৬] ১শামু ২৫:১১।
[৮:৮] পয়দা ৩২:৩০; ১বাদশা ১২:২৫।
[৮:৯] আয়াত ১৭।
[৮:১০] কাজী ৬:৫; ইশা ৯:৪।
[৮:১১] শুমারী ৩২:৪২।
[৮:১৩] কাজী ৬:১১।
[৮:১৪] হিজ ৩:১৬।
[৮:১৬] ১শামু ১৪:১২।
[৮:১৮] ইউসা ১৯:২২।
[৮:১৯] শুমারী ১৪:২১।
[৮:২১] ইশা ৩:১৮।

এসেছিল (১২:১-৬)।

৮:২ আঙ্গুর চয়নের। প্রথমবার ফসল সংগ্রহ করার পর যা পরে থাকে তা আবার দ্বিতীয় বার সংগ্রহ করা হয় (রূত ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে গিদিয়োন বুঝিয়েছিলেন যে, তারা ও তাদের সঙ্গে অন্যান্য সৈন্যসামন্ত যুদ্ধে যে কাজ সম্পন্ন করেছে তাদের চেয়ে আফরাহীম বংশ বেশি কাজ সম্পন্ন করেছিল।

অবীয়েষর। গিদিয়োনের গোষ্ঠী (৬:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। এই নামের অর্থ "আমার (বেহেশতী) পিতা সাহায্যকারী" অথবা "আমার (বেহেশতী) পিতা শক্তিশালী।"

৮:৩ তোমাদের কাজের মত কোন কাজ আমি করেছি? একটি কোমল উত্তর ক্রোধকে দূর করে (মেসাল ১৫:১)।

৮:৫ মাদিয়ানের দুই বাদশাহ্‌র। সেবহ ও সলমুন্ন হয়তো দুটি ভিন্ন মাদিয়ান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল (শুমারী ৩১:৮ দেখুন)।

৮:৬ হাত। ৭:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

আমরা তোমার সৈন্যদেরকে রুটি দেব? সুক্কোতের নেতারা মাদিয়নীয়দের জোটের পরাজয়ের ব্যাপারে গিদিয়োনের ক্ষমতাকে সন্দেহ করেছিল এবং সৈন্যদের খাবার দেবার কথা যদি সেই জোট শুনতে পায় তবে হয়তো তারা তার প্রতিশোধ নেবে এই কারণে তারা গিদিয়োনের সৈন্যদের রুটি দিতে ভয় পেয়েছিল।

৮:৮ পনূয়েল। এটি সেই স্থান যেখানে ইয়াকুব আল্লাহ্‌র সাথে কুস্তি করেছিলের (পয়দা ৩২:৩০-৩১)।

৮:১৯ তারা আমার ভাই, আমারই সহোদর। একটি সময় ছিল যখন মানুষের প্রায়ই অনেক স্ত্রী থাকত তখন কারো জন্য এটি প্রয়োজনীয় হয়ে পরতো এটি জানা যে, কোনটি তার আপন ভাই এবং কোনটি তার সৎ ভাই।

৮:২১ আপনি উঠে আমাদের আঘাত করুন। একজন বালকের হাতে মারা যাওয়া অপমানের শামিল (১ শামু ১৭:৪২ দেখুন)।

তাতে গিদিয়োন উঠে সেবহ ও সল্‌মুন্নকে হত্যা
করলেন এবং তাঁদের উটগুলোর গলার সমস্ত
চন্দ্রহার খুলে নিলেন।

বিচারকর্তা গিদিয়োনের এফোদ

২২ পরে ইসরাইলের লোকেরা গিদিয়োনকে
বললো, আপনি পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে আমাদের
উপরে কর্তৃত্ব করুন, কেননা আপনি আমাদেরকে
মাদিয়ানের হাত থেকে নিস্তার করেছেন।
২৩ তখন গিদিয়োন বললেন, আমি তোমাদের
উপরে কর্তৃত্ব করবো না এবং আমার পুত্রও
তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করবে না; মাবুদই
তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করবেন। ২৪ আর
গিদিয়োন তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের
কাছে একটি নিবেদন করি, তোমরা প্রত্যেকে
লুটের ভাগ থেকে একটি করে কর্ণকুণ্ডল আমাকে
দাও; কেননা দুশমনরা ইসমাইলীয়, এজন্য
তাদের সোনার কর্ণকুণ্ডল ছিল। ২৫ তারা জবাবে
বললো, অবশ্য দেব; পরে তারা একখানি কাপড়
পাতল এবং প্রত্যেকে তার লুটের জিনিস থেকে
তাতে একটি করে কর্ণকুণ্ডল ফেললো; ২৬ তাতে
তাঁর প্রার্থিত কর্ণকুণ্ডলের পরিমাণ এক হাজার
সাত শত (শেকল) সোনা হল। এছাড়া চন্দ্রহার,
ঝুমকা ও মাদিয়ানীয় বাদশাহ্‌দের পরিধেয়
বেগুনে রঙের পোশাক ও তাঁদের উটের গলার
হার ছিল। ২৭ পরে গিদিয়োন তা দিয়ে একটি
এফোদ প্রস্তুত করে নিজের বসতি-নগর অফ্রাতে
রাখলেন; তাতে সমস্ত ইসরাইল সেই স্থানে সেই
এফোদের এবাদত করে ভ্রষ্ট হল; আর তা
গিদিয়োন ও তাঁর কুলের ফাঁদস্বরূপ হল।
২৮ এভাবে মাদিয়ান বনি-ইসরাইলদের সম্মুখে
নত হল, আর মাথা তুলতে পারল না। আর
গিদিয়োনের সময়ে চল্লিশ বছর দেশ বিশ্রাম
ভোগ করলো।

বিচারকর্তা গিদিয়োনের মৃত্যু

২৯ পরে যোয়াশের পুত্র যিরুব্বাল তাঁর বাড়িতে
গিয়ে বাস করলেন। ৩০ গিদিয়োনের ঔরসজাত
সত্তর জন পুত্র ছিল, কেননা তাঁর অনেক স্ত্রী
ছিল। ৩১ আর শিখিমে তাঁর যে এক জন
উপপত্নী ছিল, সেও তাঁর জন্য একটি পুত্র প্রসব
করলো, আর তিনি তার নাম রাখলেন
আবীমালেক। ৩২ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন
শুভ বৃদ্ধাবস্থায় ইন্তেকাল করলেন, আর
অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে তাঁর পিতা যোয়াশের
কবরে তাঁকে দাফন করা হল।
৩৩ গিদিয়োনের মৃত্যুর পরেই বনি-ইসরাইল
পুনর্বার বাল দেবতাদের উপাসনা করে
জেনাকারী হল, আর বালবরীৎকে নিজেদের ইষ্ট
দেবতা করে নিল। ৩৪ আর যিনি চারদিকের
সমস্ত দুশমনের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার
করেছিলেন, বনি-ইসরাইল তাদের আল্লাহ্‌ সেই
মাবুদকে ভুলে গেল। ৩৫ আর যিরুব্বাল
(গিদিয়োন) ইসরাইলের যেরকম মঙ্গল
করেছিলেন, তারা সেই অনুসারে তাঁর কুলের
প্রতি সদয় ব্যবহার করলো না।

[৮:২৩] হিজ ১৬:৮; শুমারী ১১:২০; ১শামু ১২:১২।
[৮:২৪] পয়দা ৩৫:৪।
[৮:২৭] হিজ ২৫:৭; কাজী ১৭:৫; ১৮:১৪।
[৮:২৮] জবুর ৮৩:২।
[৮:২৯] কাজী ৬:৩২।
[৮:৩০] কাজী ৯:২, ৫, ১৮, ২৪; ১২:১৪; ২বাদশা ১০:১।
[৮:৩১] কাজী ৯:১; ১০:১; ২শামু ১১:২১।
[৮:৩২] পয়দা ১৫:১৫।
[৮:৩৩] কাজী ২:১১, ১৩, ১৯।
[৮:৩৪] কাজী ৩:৭; নহি ৯:১৭।
[৮:৩৫] কাজী ৬:৩২।

চন্দ্রহার। অর্ধচন্দ্রাকার মালা, যেমনটি ইশাইয়া ৩:১৮ আয়াতে দেখা যায়।

৮:২৩ আমি তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করবো না ... মাবুদই তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করবেন। গিদিয়োনও শামুয়েলের মত পারিবারিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাহ্য করেছেন (১ শামু ৮:৪-২০), কারণ তিনি এটাকে মাবুদের শাসনের বিপরীত হিসেবে গণ্য করেছেন। কাজীগণের কিতাবে ইসরাইলের উপর আল্লাহ্‌র শাসন (ঈশতন্ত্র) ছিল একটি কেন্দ্রীয় বিষয়।

৮:২৪ কর্ণকুণ্ডল। অথবা সম্ভবত "নাকফুল" (পয়দা ২৪:৪৭; ইহি ১৬:১২)।

ইসমাইলীয়। মাদিয়ানীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল (পয়দা ২৫:১-২) এবং মাঝে মাঝে তারা মাদিয়ানীয় বলেই পরিচিত ছিল (২২,২৪ আয়াত; পয়দা ৩৭:২৫-২৮; ৩৯:১)। পয়দায়েশ ৩৭:২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২৭ এফোদ। কখনো কখনো এটিকে পবিত্র কাপড় হিসাবে গণ্য করে থাকে যা ইমামীয় কজের সঙ্গে যুক্ত (হিজ ২৮:৬-৩০; ৩৯:২-২৬; লেবীয় ৮:৭) এবং কোন কোন সময়ে এটি অ-ইহুদীদের ব্যবহারের একটি বস্তু হিসাবে দেখা যায়, যা সঙ্গে মূর্তি পূজার সংযুক্ত (১৭:৫; ১৮:১৪, ১৭)।

এবাদত করে ভ্রষ্ট হল। হিজরত ২৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:২৮ চল্লিশ বছর। একটি প্রজন্মের জন্য বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা।

৮:২৯ যিরুব্বাল। ৬:৩২ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৩০ সত্তরটি পুত্র। শক্তি এবং সমৃদ্ধির একটি চিহ্ন (১২:১৪; ২ বাদশাহ্‌ ১০:১ দেখুন)।

৮:৩১ উপপত্নী। সে মূলত তার পরিবারের একজন বাঁদী ছিল (৯:৮; পয়দা ১৬:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

আবিমালেক। পাক-কিতাবের অন্যান্য স্থানে এটি একটি রাজকীয় উপাধী হিসেবে দেখা যায় (পয়দা ২০:২; ২৬:১; জবুর ৩৪) এবং এই নামের অর্থ হল "আমার (বেহেশতী) পিতা একজন বাদশাহ্‌।" গিদিয়োন তাঁর ছেলের নামকরণের মধ্য দিয়ে স্বীকার করেন যে, মাবুদ (এখানে বলা হয়েছে "পিতা") হলেন তাঁর বাদশাহ্‌।

৮:৩২ শুভ বৃদ্ধাবস্থায়। এই একই বাক্য হযরত ইব্রাহিমের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (পয়দা ১৫:১৫; ২৫:৮) এবং দাউদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে (১ খান্দান ২৯:২৮)।

৮:৩৩ উপাসনা করে জেনাকারী হল। হিজরত ৩৪:১৫ এবং নোট দেখুন।

বাল দেবতা। ২:১১,১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

বালবরীৎ। এর অর্থ "চুক্তির প্রভু"; এই একই দেবতাকে ৯:৪৬ আয়াতে বলা হয় এল-বরীৎ ("চুক্তির দেবতা")। শিখিমে এই দেবতার একটি মন্দির ছিল (৯:৪ দেখুন)। তার নামের অর্থ হিসাবে যে "চুক্তি" শব্দটি দেখা যায় তাতে সম্ভবত একটি গভীর চুক্তির কথা প্রকাশ করে যা কেনানীয় শহরগুলোর জোটের লোকেরা তাদের দেবতা হিসেবে এই দেবতার উপাসনা করতো। পরিহাসের বিষয় এই যে, এই শিখিমের (৩১ আয়াত), এবল পর্বতের কাছে এটি ছিল সেই যায়গা যেখানে

BACIB International Bible CHURCH

গিদিয়োন

গিদিয়োন বনি-ইসরাইলের কাজীদের মধ্যে একজন শক্তিশালী বিচারকর্তা ছিলেন। তাঁকে যিরুব্বালও বলা হত। কাজীগণের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়। দবোরা ও বারক যাবীনের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বনি-ইসরাইলরা আবার দেব-দেবীর পূজা করা শুরু করে এবং মাদিয়ানীয় ও আমালেকীয়রা "পূর্ব দিকের সন্তানদের সাথে" একত্রিত হয়ে পর পর ৭ বছর জর্ডান নদী পার হয়ে বনি-ইসরাইলদের দেশ আক্রমণ করতে থাকে এবং লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। এক দিন মাবুদের ফেরেশতা এসে অফ্রা গ্রামের এলোন গাছের তলায় বসে সরাসরি গিদিয়োনকে দেখা দিয়ে বলেন, "তোমার এই শক্তিতেই তুমি যাও এবং মাদিয়ানীয়দের হাত থেকে বনি-ইসরাইলদের উদ্ধার কর, কারণ আমিই তোমাকে পাঠাচ্ছি" (কাজী ৬:১১)। গিদিয়োন প্রথমে তার ১০ জন সঙ্গী নিয়ে বাল দেবতার বেদী উল্টিয়ে ফেলে দেন এবং তার উপরে রাখা আশেরা দেবীর মূর্তি কেটে ফেলেন। তিনি শিঙ্গা ফুঁকে সবাইকে সতর্ক করে দেন ও গিলবোয় পাহাড়ের কাছে সমবেত করেন, যারা সংখ্যায় ছিল ২২ হাজার পুরুষ। এই ২২ হাজার থেকে বাছাই করে তিনি শক্তিশালী তিনশো জনকে সাথে নেন। তিনি তাদের সবাইকে যুদ্ধের পোষাকের সাথে আলোর মশাল, খালি কলসি ও শিঙ্গা দেন। মধ্যরাতে সেই বাহিনী মাদিয়ানীয়দের শিবিরের চারদিক থেকে প্রচণ্ড চিৎকার করে বলে: "মাবুদ ও গিদিয়োনের তলোয়ার" এবং অতর্কিতে আক্রমণ করে। দুর্ধষ যুদ্ধবাজ মাদিয়ানীয়রা আকস্মিক এই পরিস্থিতে হতবাক হয়ে যায় এবং আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে নিজেরাই একে অন্যকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে থাকে। ফলে ১,২০,০০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ সৈন্য রক্ষা পায়। বনি-ইসরাইল জাতির জীবনে এই মহান উদ্ধারের ঘটনাটি গভীরভাবে দাগ কাটে। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত দেশ শত্রুমুক্ত অবস্থায় শান্তিতে ছিল। গিদিয়োন দীর্ঘায়ু পেয়ে বৃদ্ধ বয়সে মারা যান এবং তাঁর পিতার কবরেই তাকে দাফন করা হয় (কাজী ৮:৩৫)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বনি-ইসরাইলের পঞ্চম বিচারকর্তা ও অবাক করা একজন সামরিক পরিকল্পনাবিদ।
- ইবরানী ১১ অধ্যায়ে যাদের ঈমানের বীর বলা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন।
- মাদীয়নীয়দের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন।
- তাঁকে ও তাঁর বংশধরকে রাজত্ব করার জন্য আহ্বান করা হয়।
- যদিও তাঁকে ধীরে বোঝানো গেছে, কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাস অনুসারেই কাজ করেছেন।

তাঁর জীবনের দুর্বলতাসমূহ:

- তিনি তাঁর নিজের দুর্বলতাকে ভয় পেয়েছিলেন।
- তিনি মাদীয়নীয়দের স্বর্ণ একত্রিত করে একটি এফোদ তৈরি করেছিলেন যা পরে ইসরাইল জাতির জন্য এক দুষ্ট ক্ষততে রূপান্তরিত হয়েছিল।
- তিনি এক উপস্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন যার গর্ভে এক সন্তান হয়েছিল, যে গিদিয়োনের পরিবার ও সমস্ত ইসরাইল জাতির জন্য শোকের কারণ হয়েছিল।
- তিনি ইসরাইল জাতিকে মাবুদ আল্লাহ্‌র পথে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ইসরাইল জাতি আবার মূর্তিপুজা শুরু করে দিয়েছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়:

- মাবুদ আল্লাহ্‌ আমাদের বিশ্বস্ততার মধ্যেই আহ্বান করেন এবং যখন আমরা সেই আহ্বানে বিশ্বস্ত থাকি তখন তিনি আরও দায়িত্ব আমাদের জীবনে অর্পন করেন।
- আমাদের মধ্যে যে সক্ষমতা আছে সেই সক্ষমতাকে আল্লাহ্‌ আরও বাড়িয়ে তোলেন ও ব্যবহার করেন।
- আমাদের জীবনে যে ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা আছে তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের ব্যবহার করেন।
- এমন কি যাদের জীবনে অনেক আত্মিকতা দেখা যায় কিন্তু তারা যদি প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌কে অনুসরণ না করেন তবে তাদের জীবনেও পতন দেখা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** অর্ফা, যিষ্রিয়েলের উপত্যকা, হেরোদের ঝর্ণা
- **কাজ:** একজন কৃষক, একজন যোদ্ধা, একজন বিচারকর্তা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: যোয়াশ, পুত্র: আবিমালেক
- **সমসাময়িক:** সেবহ ও সল্‌মুন্ন

মূল আয়াত: "গিদিয়োন বললেন, "কিন্তু হে আমার প্রভু, আমি কেমন করে বনি-ইসরাইলদের উদ্ধার করব? মানশা-গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের বংশটাই সবচেয়ে নীচু, আর আমাদের পরিবারের মধ্যে আমার কোন দাম নেই।" জবাবে মাবুদ বললেন, "আমি তোমার সংগে থাকব, আর তাতে তুমি সমস্ত মাদিয়ানীয়দের একটা লোকের মত করে হারিয়ে দেবে" (বিচারকর্তৃকগণ ৬:১৫, ১৬)।

কাজীগণের বিবরণ কিতাবের ৬-৮ অধ্যায়ে তাঁর কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া, ইবরানী ১১:৩২ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচারকর্তা আবিমালেক

৯ [১] পরে যিরুব্বালের পুত্র আবিমালেক
শিখিমে তার মায়ের আত্মীয়দের কাছে গিয়ে
তাদের এবং তার মায়ের পিতৃকুলের সমস্ত
গোষ্ঠীকে এই কথা বললো, [২] নিবেদন করি,
তোমরা শিখিমের সমস্ত গৃহস্থের কর্ণগোচরে এই
কথা বল, তোমাদের পক্ষে কোনটা ভাল?
তোমাদের উপরে যিরুব্বালের সমস্ত পুত্র অর্থাৎ
সত্তর জনের কর্তৃত্ব ভাল, না এক জনের কর্তৃত্ব
ভাল? আর এও স্মরণ কর, আমি তোমাদের অস্থি
ও তোমাদের মাংস। [৩] আর তার মায়ের
আত্মীয়েরা তার পক্ষে শিখিমের সকল গৃহস্থের
কর্ণগোচরে ঐ সমস্ত কথা বললে পর
আবিমালেকের অনুগামী হতে তাদের মনে প্রবৃত্তি
হল; কেননা তারা বললো, উনি আমাদের
আত্মীয়। [৪] আর তারা বাল্-বরীতের মন্দির থেকে
তাকে সত্তর (থান) রূপা বেতন দিল; তাতে
আবিমালেক অসার ও চপলমতি লোকদেরকে ঐ
রূপা বেতন দিলে তারা তার অনুগামী হল।
[৫] পরে সে অফ্রায় পিতার বাড়িতে গিয়ে তার
ভাইদের অর্থাৎ যিরুব্বালের সত্তরজন পুত্রকে
একটি পাথরের উপরে হত্যা করলো; কেবল
যিরুব্বালের কনিষ্ঠ পুত্র যোথম লুকিয়ে থাকাতে
বেঁচে গেল। [৬] পরে শিখিমের সমস্ত গৃহস্থ এবং
মিল্লোর সমস্ত লোক একত্র হয়ে শিখিমস্থ স্তম্ভের
এলোন গাছের কাছে গিয়ে আবিমালেককে
বাদশাহ্ করলো।

[৯:১] কাজী ৮:৩১।
[৯:২] পয়দা ২৯:১৪।
[৯:৪] কাজী ৮:৩৩।
[৯:৪] কাজী ১১:৩; ১শামু ২৫:২৫; ২খান্দান ১৩:৭; আইউ ৩০:৮।
[৯:৫] ২বাদশা ১১:২; ২খান্দান ২২:৯।
[৯:৬] পয়দা ১২:৬; কাজী ৪:১১।
[৯:৭] দ্বি:বি ১১:২৯; ইউ ৪:২০।

গাছের দৃষ্টান্ত-কথা

[৭] আর লোকেরা যোথমকে এই সংবাদ দিলে সে
গিয়ে গরিষীম পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার
করে ডেকে তাদের বললো, হে শিখিমের সমস্ত
গৃহস্থ, আমার কথায় কান দাও, তাতে আল্লাহ্
তোমাদের কথায় কান দিবেন। [৮] একদিন
গাছেরা তাদের উপরে এক জন বাদশাহ্‌কে
অভিষেক করার জন্য তার খোঁজ করতে বের
হল। তারা জলপাই গাছকে বললো, তুমি
আমাদের উপরে রাজত্ব কর। [৯] জলপাই গাছ
তাদেরকে বললো, আমার যে তেলের জন্য
আল্লাহ্ ও মানুষেরা আমার গৌরব করেন, তা
ত্যাগ করে আমি কি গাছগুলোর উপরে দুলতে
থাকব? [১০] পরে গাছেরা ডুমুর গাছকে বললো,
তুমি এসে আমাদের উপরে রাজত্ব কর। [১১] ডুমুর
গাছ তাদেরকে বললো, আমি কি আমার মিষ্টতা
ও উত্তম ফল ত্যাগ করে গাছগুলোর উপরে
দুলতে থাকব? [১২] পরে গাছেরা আঙ্গুরলতাকে
বললো, তুমি এসে আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

কেনানে প্রবেশের আগে ইউসা দুইবার ইসরাইলদের সাথে মাবুদের চুক্তির নবায়ন করেছিলেন (ইউসা ৮:৩০-৩৫; ২৪:২৫-২৭)। ২:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:১ শিখিম। পয়দায়েশ ৩৩:১৮ আয়াতের নোট দেখুন। সম্ভবত এলাকাটি বাল-বরীৎ অথবা এল বরীতের মন্দিরের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে কেনানীয়ের যুগে এই স্থানটিকে একটি পবিত্র স্থান বলে দেখা যায় (৪,৪৬ আয়াত)। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য দেখায় যে, অবিমালেকের দ্বারা শিখিমের যে ধ্বংস সাধন হয়েছিল খননকার্যের ফলাফল তার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ এবং এতে এটি নির্দেশ করে যে, এখানকার এই পবিত্র এলাকাটি এর পরে কখনো পুনর্নির্মাণ করা হয় নি।

৯:২ গৃহস্থের। হিব্রু ভাষায় এর একক রূপ হচ্ছে 'বাল' যার অর্থ "প্রভু" অথবা "মালিক" এবং সম্ভবত এখানে উঁচুশ্রেণী অথবা জমির মালিককে নির্দেশ করছে।

তোমাদের অস্থি ও তোমাদের মাংস। যেহেতু আবিমালেকের মা একজন কেনানীয় ছিল সেইজন্য সেই জায়গার কেনানীয়রা চাইছিল গিদিয়োনের ৭০ জন ছেলের পরিবর্তে আবিমালেকই তাদের উপর রাজত্ব করুক। এর ফলে আবিমালেকের পক্ষীয় যে দলটি সৃষ্টি হয়েছিল তা ইসরাইলদের জন্য একটি হুমকি হয়ে উঠেছিল।

৯:৪ মন্দির থেকে। প্রাচীন কালে মন্দিরকে ব্যক্তিগত এবং নাগরিকের তহবিল রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হতো। মানতের অর্থ, উপহারের অর্থ এবং শাস্তি প্রদানপূর্বক যে অর্থ উত্তলন করা হতো তাও মন্দিরের ভাণ্ডারে জমা রাখা হতো। এ সবই মন্দিরের সম্পদের অংশ ছিল। বাল-বরীতের মন্দির সম্ভবত প্রত্নতাত্ত্বিকগণ শিখিমে যে বড় দালানের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন সেটি সেই মন্দিরেরই অংশ।

অসার ও চপলমতি লোক। প্রাচীন সময়ে রাজনীতি অথবা সামরিক লক্ষ্য পূরণের জন্য ভারাটে সৈন্যদের ব্যবহার করা একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। অন্যেরা যারা এই ভারাটে সৈন্য ব্যবহার করেছেন তাদের মধ্যে যিপ্তহ (১১:৩), দাউদ (১ শামু ২২:১-২), অবশালম (২ শামু ১৫:১), আদোনিয় (১ বাদশাহ্ ১:৫), রৎসীন (১ বাদশাহ্ ১১:২৩-২৪) এবং ইয়ারবিয়াম (২ খান্দান ১৩:৬-৭) উল্লেযোগ্য ছিলেন।

৯:৫ একটি পাথরের উপরে। অবিমালেকের ৭০ জন ভাইকে কোরবানী করা প্রাণীর মতই হত্যা করা হয়েছিল (১৩:১৯-২০; ১ শামু ১৪:৩৩-৩৪ দেখুন)। তাছাড়া, সে তার ইসরাইলীয় ভাইদের রাজ্যাভিষেকের কোরবানী হিসেবে ব্যবহার করে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিল (২ শামু ১৫:১০, ১২; ১ বাদশাহ্ ১:৫, ৯; ৩:৪)।

৯:৬ মিল্লো। "মিল্লো" নামটি একটি হিব্রু শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে যার মানে "পূরণের জন্য" এবং সম্ভবত মাটির বড় গর্ত ভরাট করার জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার উপর দেয়াল এবং অন্যান্য বড় কাঠামো নির্মিত হয়েছিল। বেৎ-মিল্লো হয়তো হুবহু ৪৬ আয়াতের "কেল্লার" প্রতিরূপ।

এলোন গাছ। দেখুন ইউসা ২৪:২৫-২৬ দেখুন; পয়দা ১২:৬ আয়াতের নোট।

৯:৭ চূড়ায়। সম্ভবত একটি উঁচু টাওয়ার যেখান থেকে নগরটি দেখা যেতো।

৯:৮ গাছেরা ... বের হল। এটি একটি উপমা, যেখানে একটি নিষ্প্রাণ বস্তুকে কথা বলতে এবং কাজ করতে দেখা যায়। এই রকম উপমা ব্যবহার করা সেই সময়ে প্রাচ্যের লোকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল (২ বাদশাহ্ ১৪:৯ দেখুন)।

৯:৯-১৩ নিকট প্রাচ্যের লোকদের জীবনে আঙ্গুর গাছ, ডুমুর গাছ এবং জলপাই গাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এই সব গাছ থেকে যে ফল পাওয়া যেত তা লোকদের জীবনের জন্য

১৩ আঙ্গুরলতা তাদেরকে বললো, আমার যে রস আল্লাহ্‌ ও মানুষকে খুশি করে, তা ত্যাগ করে আমি কি গাছগুলোর উপরে দুলতে থাকব? ১৪ পরে সমস্ত গাছ কাঁটাগাছকে বললো, তুমি এসে আমাদের উপরে রাজত্ব কর। ১৫ কাঁটাগাছ সেই গাছগুলোকে বললো, তোমরা যদি তোমাদের উপরে বাস্তবিক আমাকে বাদশাহ্‌ বলে অভিষেক কর, তবে এসে আমার ছায়ায় আশ্রয় নাও; যদি না নাও, তবে এই কাঁটাগাছ থেকে আগুন বের হয়ে লেবাননের এরস গাছগুলোকে গ্রাস করুক।

১৬ এখন আবিমালেককে বাদশাহ্‌ করাতে তোমরা যদি সত্য ও যথার্থ আচরণ করে থাক এবং যদি যিরুব্বালের ও তাঁর কুলের প্রতি সদাচরণ ও তাঁর হস্তকৃত উপকার অনুসারে তাঁর প্রতি ব্যবহার করে থাক, ১৭ –কারণ আমার পিতা তোমাদের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ও প্রাণ পণ করে মাদিয়ানের হাত থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন– ১৮ কিন্তু তোমরা আজ আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে উঠে একটি পাথরের উপরে তাঁর সত্তর জন পুত্রকে খুন করলে ও তাঁর বাঁদীর পুত্র আবিমালেককে তোমাদের ভাই বলে শিখিমের গৃহস্থদের উপরে বাদশাহ্‌ করলে; ১৯ আজ যদি তোমরা যিরুব্বাল ও তাঁর কুলের প্রতি সত্য ও যথার্থ আচরণ করে থাক, তবে আবিমালেকের বিষয়ে আনন্দ কর এবং সেও তোমাদের বিষয়ে আনন্দ করুক। ২০ কিন্তু তা যদি না হয়, তবে আবিমালেক থেকে আগুন বের হয়ে শিখিমের গৃহস্থদের ও মিল্লোর লোকদের গ্রাস করুক; আবার শিখিমের গৃহস্থদের কাছ থেকে ও মিল্লোর লোকদের থেকে আগুন বের হয়ে আবিমালেককে গ্রাস করুক। ২১ পরে যোথম দৌড়ে পালিয়ে গেল, সে বের্‌ নামক একটি স্থানে গেল এবং তার ভাই আবিমালেকের ভয়ে সেই স্থানে বাস করলো।

বিচারকর্তা আবিমালেকের পতন

২২ আবিমালেক ইসরাইলের উপরে তিন বছর কর্তৃত্ব করলো। ২৩ পরে আল্লাহ্‌ আবিমালেক ও শিখিমের গৃহস্থদের মধ্যে একটি মন্দ রূহ্‌ প্রেরণ করলেন, তাতে শিখিমের গৃহস্থেরা আবিমালেকের প্রতি বেঈমানী করলো; ২৪ যেন যিরুব্বালের সত্তর জন পুত্রের প্রতি কৃত অত্যাচারের প্রতিফল ঘটে এবং তাদের ভাই আবিমালেক, যে তাদেরকে হত্যা করেছিল, তার উপরে এবং ভাইদের হত্যা করতে যারা তার হাত সবল করেছিল, সেই শিখিমস্থ গৃহস্থদের উপরে ঐ রক্তপাতের অপরাধ যেন বর্তে। ২৫ আর শিখিমের গৃহস্থেরা তার জন্য কোন কোন পর্বত শৃঙ্গে গোপনে লোক বসিয়ে দিল, তাতে যত লোক তাদের নিকটবর্তী কোন পথ দিয়ে যেত, সকলেরই জিনিস-পত্র তারা লুট করে নিত; আর আবিমালেক তার সংবাদ পেল। ২৬ পরে এবদের পুত্র গাল তার ভাইদেরকে সঙ্গে নিয়ে শিখিমে এল; আর শিখিমের গৃহস্থেরা তাকে বিশ্বাস করলো। ২৭ আর তারা বের হয়ে নিজ নিজ আঙ্গুর-ক্ষেতে ফল চয়ন ও তা মাড়াই করলো এবং উৎসব করলো, আর নিজেদের দেবতার মন্দিরে গিয়ে ভোজন পান করে আবিমালেককে বদদোয়া দিল। ২৮ এবদের পুত্র গাল বললো, আবিমালেক কে, সেই শিখিমীয় কে, যে আমরা তার গোলামী করবো? সে কি যিরুব্বালের পুত্র নয়? সবূল কি তার সেনাপতি

[৯:১৩] পয়দা ১৪:১৮; হেদা ২:৩; সোলায় ৪:১০।
[৯:১৫] ইশা ৩০:২।
[৯:১৫] দ্বি:বি ৩:২৫; ১বাদশা ৫:৬; জবুর ২৯:৫; ৯২:১২; ইশা ২:১৩।
[৯:১৭] কাজী ১২:৩; ১শামু ১৯:৫; ২৮:২১; আইউ ১৩:১৪; জবুর ১১৯:১০৯।
[৯:১৮] কাজী ৮:৩০।
[৯:২১] শুমারী ২১:১৬।
[৯:২৩] ১শামু ১৬:১৪, ২৩; ১৮:১০; ১৯:৯; ১বাদশা ২২:২২।
[৯:২৪] পয়দা ৯:৬; শুমারী ৩৫:৩৩; ১বাদশা ২:৩২।
[৯:২৭] ইশা ১৬:১০; আমোস ৫:১১; ৯:১৩।
[৯:২৮] ১শামু ২৫:১০।

আশীর্বাদস্বরূপ ছিল।

৯:১৩ আল্লাহ্‌। আক্ষরিক অর্থে “দেবতাগণ”। সেই সময়ে বিশ্বাস করা হতো যে, দেবতারা মানুষের মতই আঙ্গুরের রস পান করতো (হিজরত ২৯:৪০)।

৯:১৪ কাঁটাগাছ। সম্ভবত পরিচিত কাঁটাবন, কাঁটাঝোপ হতে থাকাটা ইসরাইলের পাহাড়গুলোতে একটা সাধারণ বিষয় ছিল এবং কৃষি কাজের জন্য সবসময়ই তা ভয়ের কারণ ছিল। এ থেকে মূল্যবান কিছুই ফলতো না বলে এটি অবিমালেকের জন্য একটা উপযুক্ত প্রতীক ছিল।

৯:১৫ ছায়ায়। পরিহাসের বিষয় হলো যে, গাছকে ছায়া প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাঁটাবন রক্ষক হিসাবে একজন বাদশাহ্‌র তার প্রজাদের উপর সাধারণ যে দায়িত্ব-কর্তব্য তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছে (ইশা ৩০:২-৩; ৩২:১-২; মাতম ৪:২০; দানি ৪:১২)।

লেবাননের এরস গাছ। নিকট প্রাচ্যের বৃক্ষের মধ্যে এটি খুব মূল্যবান, এখানে শিখিমের নেতার প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে।

৯:২০ আগুন বের হয়ে ... লোকদের গ্রাস করুক। একটি ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী যে, আবিমালেক এবং শিখিমের লোকেরা একে অপরকে ধ্বংস করবে। কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে আগুন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ক্ষিপ্রগতিতে ধ্বংস আনবে (হিজ ২২:৬; ইশা ৯:১৮)।

৯:২১ বের্‌। একটি খুবই সাধারণ নাম, যার অর্থ “ভাল।”

৯:২২ ইসরাইলের। ইসরাইলীরা যারা অবিমালেককে বাদশাহ্‌ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিল তারা বিশেষ ভাবে শিখিম এলাকায় বাস করতো।

৯:২৩ মন্দ রূহ্‌। হিব্রু ভাষায় এর অর্থ “মন্দ রূহ্‌” মানে “বদ-রূহ্‌” অথবা “ক্ষতিকর রূহ্‌” (১ শামু ১৬:১৪); এখানে সম্ভবত অবিশ্বাস এবং তিক্ততার রূহের কথা বুঝিয়েছে। হিব্রু ভাষায় “রূহ্‌” প্রায়ই নানা রকম স্বভাবের বিশ্লেষণে ব্যবহার হয়।

বেঈমানী করলো। একজন যে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তার রাজত্ব লাভ করেছিল যা আবার বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারাই অপসারিত হয়।

৯:২৬ শিখিমের গৃহস্থেরা তাকে বিশ্বাস করলো। শুধুমাত্র কিছু অস্থির লোকজন আবিমালেককে অনুসরণ করছিল, যার কারণে গাল ও তার লোকেরা আবিমালেককে প্রতারণাপূর্বক হারিয়ে দেবার জন্য এসেছিল।

৯:২৭ উৎসব করলো। আঙ্গুর সংগ্রহ করা বৎসরের মধ্যে একটি আনন্দদায়ক সময় ছিল (ইশা ১৬:৯-১০; ইয়ার ২৫:৩০

আবিমালেক

আবিমালেক ছিল গিদিয়োনের পুত্র (কাজী ৯:১। সে তার পিতার মৃত্যুর পর নিজেকে বাদশাহ্ বলে ঘোষণা দিয়েছিল (কাজী ৮:৩৩-৩৫; ৯:১-৬)। তার প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি হল, অর্ফা নামক জায়গায় একটি পাথরের উপরও সে তার ৬৯ জন ভাইকে খুন করে। শুধুমাত্র যোথম নামে একটি ভাই তার হাত থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। সে ছিল নীতিহীন ও উচ্চাকাঙ্খী শাসনকর্তা এবং তার নিজের বিষয় নিয়ে প্রায়ই সে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। সে তাবোর নামে একটি বিদ্রোহী শহর দখল করতে গিয়ে সেখানে এক স্ত্রীলোকের জাঁতার আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। স্ত্রীলোকটি একটি কূয়ার দেওয়ালের উপর থেকে জাঁতাটি তার উপর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে। মৃত্যুর আগে সে তার অস্ত্রবাহককে অনুরোধ করে, যেন তার অস্ত্রবাহক তার নিজের তলোয়ার দিয়েই তাকে হত্যা করে। যেন এই অপবাদ তার না হয় যে, সে একজন স্ত্রীলোকের আঘাতে মারা গেছেন (কাজী ৯:৫০-৫৭)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- আত্মঘোষিত ইসরাইলের প্রথম বাদশাহ্।
- তিনি একজন যুদ্ধকৌশল সংক্রান্ত পরিকল্পনাকারী ও সংগঠনকারী।

তার জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- ক্ষমতালোভী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির।
- অতি আত্মবিশ্বাসী।
- পিতার পদকে কেন্দ্র করে সুযোগ নিয়েছে কিন্তু পিতার পদচিহ্ন অনুসরণ করে নি।
- নিজের ৬৯ জন ভাইকে এক পাথরের উপরে হত্যা করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** শিখিম, অরূমা, তেবেস
- **কাজ:** আত্মঘোষিত রাজা, বিচারক, রাজনৈতিক সমস্যা তৈরিকারক
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: গিদিয়োন ও একমাত্র বেঁচে থাকা ভাই যোথম

মূল আয়াত: "এভাবে আবিমালেক তার সত্তর জন ভাইকে খুন করে তার পিতার বিরুদ্ধে যে দুষ্কর্ম করেছিল, আল্লাহ্ তার সমুচিত দণ্ড তাকে দিলেন; আবার শিখিমের লোকদের মাথায় আল্লাহ্ তাদের সমস্ত দুষ্কর্মের প্রতিফল বর্তালেন; তাতে যিরুব্বালের পুত্র যোথমের বদদোয়া তাদের উপরে পড়লো" (কাজীগণ ৯:৫৬-৫৭)।

আবিমালেকের কথা কাজীগণ ৮:৩১-৯:৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া ২ শামুয়েল ১১:২১ আয়াতে তার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

নয়? তোমরা বরং শিখিমের পিতা হমোরের
লোকদের গোলামী কর; ২৯ আমরা ওর গোলামী
কেন স্বীকার করবো? আহা, এসব লোক আমার
হস্তগত হলে আমি আবিমালেককে দূর করে দিই!
পরে সে আবিমালেকের উদ্দেশে বললো, তুমি
দলবল বৃদ্ধি করে বের হয়ে এসো দেখি!
৩০ এবদের পুত্র গালের সেই কথা নগরের
শাসনকর্তা সবূলের কর্ণগোচর হলে সে ক্রোধে
প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো; ৩১ আর সে কৌশলক্রমে
আবিমালেকের কাছে দূত পাঠিয়ে বললো দেখুন,
এবদের পুত্র গাল ও তার ভাইয়েরা শিখিমে
এসেছে; আর দেখুন, তারা আপনার বিরুদ্ধে
নগরের লোকদের কুপ্রবৃত্তি দিচ্ছে। ৩২ অতএব
আপনি ও আপনার সঙ্গে যেসব লোক আছে,
আপনারা রাতে উঠে ক্ষেতে লুকিয়ে থাকুন।
৩৩ পরে খুব ভোরে সূর্যোদয় হওয়ামাত্র আপনি
উঠে নগর আক্রমণ করবেন; আর দেখুন, সে ও
তার সঙ্গী লোকেরা যখন আপনার বিরুদ্ধে বের
হবে, তখন আপনার হাত যা করতে পারবে, তা
করবেন।
৩৪ পরে আবিমালেক ও তার সঙ্গী সমস্ত লোক
রাতে উঠে চার দল হয়ে লুকিয়ে রইলো। ৩৫ আর
এবদের পুত্র গাল বাইরে গিয়ে নগরের প্রবেশ
দ্বারের স্থানে দাঁড়াল; পরে আবিমালেক ও তার
সঙ্গী লোকেরা গুপ্তস্থান থেকে উঠলো। ৩৬ আর
গাল সেই লোকদেরকে দেখে সবূলকে বললো,
দেখ, পর্বত শৃঙ্গ থেকে লোকেরা নেমে আসছে।
সবূল তাকে বললো, তুমি পর্বতের ছায়াগুলোকে
মানুষ বলে ভাবছ। ৩৭ পরে গাল পুনর্বার বললো,
দেখ, উঁচু দেশ থেকে লোকেরা নেমে আসছে
এবং গণকদের এলোন গাছের পথ দিয়ে একটি
দল আসছে। ৩৮ সবূল তাকে বললো, কোথায়
এখন তোমার সেই মুখ, যে মুখে বলেছিলে,
আবিমালেক কে যে আমরা তার গোলামী স্বীকার
করি? তুমি যে লোকদেরকে তুচ্ছ করেছিলে, ওরা
কি সেই লোক নয়? এখন যাও, বের হয়ে ওর
সঙ্গে যুদ্ধ কর। ৩৯ পরে গাল শিখিমের গৃহস্থদের
আগে আগে বাইরে গিয়ে আবিমালেকের সঙ্গে
যুদ্ধ করলো। ৪০ তাতে আবিমালেক তাকে তাড়া
করলো ও সে তার সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল
এবং দ্বার-প্রবেশ-স্থান পর্যন্ত অনেক লোক আহত
হয়ে পড়লো। ৪১ পরে আবিমালেক অরূমায়
রইলো আর সবূল গাল ও তার ভাইদেরকে
তাড়িয়ে দিল, তারা আর শিখিমে বাস করতে
পারল না।
৪২ পর দিন লোকেরা বের হয়ে ক্ষেতে যাচ্ছিল,
আর আবিমালেক তার সংবাদ পেল। ৪৩ সে
লোকদেরকে নিয়ে তিন দল করে ক্ষেতের মধ্যে
লুকিয়ে রইলো; পরে সে চেয়ে দেখলো লোকেরা
নগর থেকে বের হয়ে আসছে; তখন সে তাদের
বিরুদ্ধে উঠে তাদেরকে আঘাত করলো। ৪৪ পরে
আবিমালেক ও তার সঙ্গীদলের লোকেরা দ্রুত
অগ্রসর হয়ে নগরের প্রবেশ দ্বারের স্থানে দাঁড়িয়ে
রইলো এবং দুই দল ক্ষেতের সমস্ত লোককে
আক্রমণ করে আঘাত করলো। ৪৫ আর
আবিমালেক সারা দিন ধরে ঐ নগরের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করলো; আর নগর অধিকার করে সেই
স্থানের লোকদেরকে হত্যা করলো এবং নগর
সমভূমি করে তার উপরে লবণ ছড়িয়ে দিল।
৪৬ পরে শিখিমের উচ্চগৃহস্থিত সমস্ত গৃহস্থ এই
কথা শুনে এল-বরীৎ দেবতার মন্দিরস্থ একটি
সুদৃঢ় বাড়িতে প্রবেশ করলো। ৪৭ পরে শিখিমের
উচ্চগৃহস্থিত সমস্ত গৃহস্থ একত্র হয়েছে, এই কথা
আবিমালেকের কর্ণগোচরে বলা হল। ৪৮ তখন
আবিমালেক ও তার সঙ্গীরা সকলে সলমোন
পর্বতে উঠলো। আর আবিমালেক কুঠার নিয়ে
গাছ থেকে একটি ডাল কেটে নিয়ে তার কাঁধে
রাখল এবং তার সঙ্গী লোকদেরকে বললো,
তোমরা আমাকে যা করতে দেখলে, তোমরাও
তাড়াতাড়ি তা-ই কর। ৪৯ তাতে সমস্ত লোক
প্রত্যেকে একটি করে ডাল কেটে নিয়ে
আবিমালেকের পিছনে পিছনে চললো; পরে
সেসব ডাল ঐ দৃঢ় গৃহের দেওয়ালে রেখে সেই
গৃহে আগুন লাগিয়ে দিল; এভাবে শিখিমের
উচ্চগৃহে থাকা সমস্ত লোকও মারা গেল; তারা
স্ত্রী ও পুরুষ অনুমান এক হাজার লোক ছিল।
৫০ পরে আবিমালেক তেবেসে গমন করলো ও
তেবেসের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে তা

[৯:২৯] ২শামু ১৫:৪।
[৯:৩২] ইউসা ৮:২।
[৯:৩৩] ১শামু ১০:৭।
[৯:৩৫] জবুর ৩২:৭; ইশা ২৮:১৫, ১৭; ইয়ার ৪৯:১০।
[৯:৪৩] কাজী ৭:১৬।
[৯:৪৫] ইয়ার ৪৮:৯।
[৯:৪৬] কাজী ৮:৩৩।
[৯:৪৮] জবুর ৬৮:১৪।
[৯:৫০] ২শামু ১১:২১।

দেখুন), কিন্তু উৎসবের অনুষ্ঠান অ-ইহুদীদের মন্দিরে প্রায়ই নীতিহীন মদ্যপানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হতো।

৯:২৮ হমোর। হিট্টিয় শাসক যে শিখিম নগর গড়ে তুলেছিল (পয়দা ৩৩:১৯; ৩৪:২; ইউসা ২৪:৩২)।

৯:৩২ ক্ষেতে লুকিয়ে থাকুন। বনি-ইসরাইলরা বিন্যামীন এলাকায় গিবিয়া নগরের বিরুদ্ধে এভাবে লুকিয়ে থেকে বিজয় লাভ করেছিল (২০:৩৭) এবং অয়ের বিরুদ্ধেও এভাবে জয় পেয়েছিল (ইউসা ৮:২)।

৯:৩৪ চার দল হয়ে। ছোট ছোট দলে ভাগ হওয়ার অর্থ যেন তাদের হদিস না পায়। বিভিন্ন দিক থেকে আঘাত করাও যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি কৌশল ছিল।

৯:৩৭ এলোন গাছ। সম্ভবত একটি বড় কোন বৃক্ষ এবং তা কোন না কোন ভাবে বাল-বরীতের মন্দিরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল (পয়দা ১২:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:৪৩ তিন দল করে। ৭:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৪৫ লবণ ছড়িয়ে দিল। চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব এবং ধ্বংস স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা (দ্বি: বি: ১৯:২৩; জবুর ১০৭:৩৩-৩৪; ইয়ার ১৭:৬; জাকা ২:৯)।

৯:৪৬ একটি সুদৃঢ় বাড়িতে। সম্ভবত ৬ আয়াতে উল্লেখিত বেৎ-মিল্লো।

এল-বরীৎ। এটির আরেক নাম বাল-বরীৎ (৪ আয়াত)।

৯:৪৯ আগুন লাগিয়ে দিল। এভাবে যোথমের অভিশাপের

BACIB
International Bible CHURCH

অধিকার করলো। ৫১ কিন্তু ঐ নগরের মধ্যে
সুরক্ষিত একটি উচ্চগৃহ ছিল, অতএব সমস্ত
পুরুষ ও স্ত্রী এবং নগরের সকল গৃহস্থ পালিয়ে
তার মধ্যে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে উচ্চগৃহের ছাদের
উপরে উঠলো। ৫২ পরে আবিমালেক সেই
উচ্চগৃহের কাছে উপস্থিত হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করলো এবং তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবার জন্য
উচ্চগৃহের দ্বার পর্যন্ত গেল। ৫৩ তখন এক জন
স্ত্রীলোক যাঁতার উপরের পাট নিয়ে
আবিমালেকের মাথার উপরে নিক্ষেপ করে তার
মাথার খুলি ফাটিয়ে দিল। ৫৪ তাতে সে শীঘ্র তার
অস্ত্র-বাহক যুবককে ডেকে বললো, তুমি
তলোয়ার খুলে আমাকে হত্যা কর; পাছে লোকে
আমার বিষয়ে বলে, একটা স্ত্রীলোক ওকে হত্যা
করেছে। তখন সে যুবক তাকে বিদ্ধ করলে তার
মৃত্যু হল। ৫৫ পরে আবিমালেক মারা গেছে দেখে
ইসরাইলের লোকেরা প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান
করলো। ৫৬ এভাবে আবিমালেক তার সত্তর জন
ভাইকে খুন করে তার পিতার বিরুদ্ধে যে দুষ্কর্ম
করেছিল, আল্লাহ্ তার সমুচিত দণ্ড তাকে দিলেন;
৫৭ আবার শিখিমের লোকদের মাথায় আল্লাহ্
তাদের সমস্ত দুষ্কর্মের প্রতিফল বর্তালেন; তাতে
যিরুব্বালের পুত্র যোথমের বদদোয়া তাদের
উপরে পড়লো।

[৯:৫৩] ২শামু ১১:২১।
[৯:৫৪] ১শামু ৩১:৪; ২শামু ১:৯।
[৯:৫৭] জবুর ৯৪:২৩।
[১০:১] কাজী ৮:৩১।
[১০:৩] শুমারী ৩২:৪১।
[১০:৪] পয়দা ৪৯:১১; ১বাদশা ১:৩৩।
[১০:৫] শুমারী ৩২:৪১।
[১০:৬] পয়দা ১৯:৩৮; শুমারী

বিচারকর্তা তোলয়

১০ ১ আবিমালেকের পরে তোলয়
ইসরাইলকে উদ্ধার করার জন্য উৎপন্ন
হলেন; তিনি ইষাখর-বংশীয় দোদয়ের পৌত্র
পূয়ার পুত্র; তিনি পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশের
শামীরে বাস করতেন। ২ তিনি তেইশ বছর
ইসরাইলের বিচার করলেন; পরে তাঁর মৃত্যু হলে
শামীরে তাঁকে দাফন করা হল।

বিচারকর্তা যায়ীর

৩ তাঁর পরে গিলিয়দীয় যায়ীর উৎপন্ন হলেন এবং
বাইশ বছর পর্যন্ত ইসরাইলের বিচার করলেন।
৪ তাঁর ত্রিশজন পুত্র ছিল এবং তারা ত্রিশটি
গাধার পিঠে চড়ে বেড়াত। তাদের ত্রিশটি নগর
ছিল, আর গিলিয়দ দেশস্থ সেসব নগরকে আ-
জও হবোৎ-যায়ীর বলা হয়। ৫ পরে যায়ীর
ইন্তেকাল করলেন এবং কামোনে তাঁকে দাফন
করা হল।

অম্মোনীয়দের দৌরাত্ম

৬ পরে বনি-ইসরাইল মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ,
তা-ই পুনর্বার করতে লাগল এবং বাল
দেবতাদের, অষ্টারোৎ দেবীদের, অরামের
দেবতাদের, সিডনের দেবতাদের, মোয়াবের

পূর্ণতা লাভ করলো (২০ আয়াত)।

৯:৫৩ এক জন স্ত্রীলোক। যখন লোকেরা ধনুক, তীর, এবং বর্শা নিয়ে কেল্লার কাছে আসতো তখন স্ত্রীলোকেরা কেল্লার উপর থেকে তাদের উপর ভারি পাথর ফেলে কেল্লা রক্ষা করতে সাহায্য করতো।

যাঁতার উপরের পাট। ৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। শষ্য মাড়াই করার কাজে মহিলারা এই যাতা ব্যবহার করতো (হিজরত ১১:৫)। স্বাভাবিকভাবে পুরুষদের এই কাজে অংশ-গ্রহণ করাটা নীচু চোখে দেখা হত (কাজী ১৬:২১ দেখুন)। এভাবে গৃহস্থালী বস্তু ব্যবহারের মাধ্যমে আবিমালেক স্ত্রীলোকদের হাতে নিহত হয়েছিল যা তার জন্য সম্মানজনক ছিল না।

৯:৫৪ অস্ত্র-বাহক যুবক। প্রাচীন কালে ইসরাইল যেখন কেনান দেশে ছিল তখন তাদের সামরিক নেতাদের সেবা করার জন্য সাধারণত একজন সাধারণ সৈন্য থাকতো (১ শামু ১৪:৬; ৩১:৪), কিন্তু দাউদের সময়ের আগে কোন অস্ত্র-বাহকের কথা উল্লেখ নেই।

একটা স্ত্রীলোক ওকে হত্যা করেছে। একজন স্ত্রীলোকের হাতে নিহত হওয়া একজন যোদ্ধার জন্য অপমানজনক বলে মনে করা হতো। অবিমালেকের এই লজ্জাজনক মৃত্যু দীর্ঘ দিন ধরেই স্মরণীয় ছিল (২ শামু ১১:২১)।

৯:৫৬ আল্লাহ্ তার সমুচিত দণ্ড তাকে দিলেন। আল্লাহ্ এই ঘটনার নিয়ন্ত্রনে ছিলেন। মাবুদ ইসরাইলের সত্য বাদশাহ্ হিসেবে অবিমালেকের দুষ্টতার একটি দ্রুত এবং লজ্জাকর ইতি টেনেছিলেন।

৯:৫৭ যোথমের বদদোয়া। ২০ আয়াত দেখুন।

১০:১ তলয়। তলয় ছিল ইষাখর বংশের দোদয়ের পৌত্র পূয়ার পুত্র। তলয় ও পূয়া ইষাখরের দুই পুত্রের নাম বহন করে (পয়দা ৪৬:১৩; শুমারী ২৬:২৩; ১ খান্দান ৭:১)।

১০:৩ যায়ীর। যায়ীর গিল্‌গল থেকে এসেছে (যে এলাকা মানাশাকে দেওয়া হয়েছে) এবং সে মানাশা বংশের লোক (শুমারী ৩২:৪১; দ্বি: বি: ৩:১৪; ১ বাদশাহ্ ৪:১৩)।

১০:৪ ত্রিশজন পুত্র ... ত্রিশটি গাধা ...ত্রিশটি। এগুলো তাদের সম্পদ এবং তা তাদের সম্মানিত পদের সাক্ষ্য বহন করে।

১০:৬ মোয়াবের দেবতা। তাদের প্রধান দেবতাদের নাম ছিল হদদ (বাল), মট, আনাথ ও রিম্মোন।

সিডনের দেবতা। গিদিয়োনীয়েরা মূলত কেনানীয়দের মত একই দেবতার উপাসনা করতো (২:১১, ১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

মোয়াবের দেবতাদের। মোয়াবের প্রধান দেবতা ছিল কমোশ।

অম্মোনীয়দের দেবতা। মেল্লেক ছিল অম্মোনীয়দের প্রধান দেবতা (১ বাদশাহ্ ১১:৭ দেখুন) এবং মাঝে মাঝে মানুষ উৎসর্গের মাধ্যমে তার উপাসনা করা হতো (লেবীয় ১৮:২১; ২০:২-৫; ২ বাদশাহ্ ২৩:১০)। এই দেবতাকে হিব্রুতে মিল্‌কমও বলা হয়। সেমেটিক ভাষায় মেল্লক এবং মিল্‌কম উভয়েরই একই অর্থ আর তা হল "বাদশাহ্।"

ফিলিস্তিনীদের দেবতা। যখন ফিলিস্তিনীরা কেনানীয়দের বেশিরভাগ দেবতাদের উপাসনা করতো তখন তাদের বিখ্যাত দেবতারা দাগোন ও বেল-সবূল রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। দাগোন নামটি হিব্রু ভাষায় "শস্য" এর সদৃশ। তাই এ থেকে বুঝা যায় যে, সে একজন সব্‌জির দেবতা ছিল। যতদূর সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে ব্যাবিলনে এই দেবতার উপাসনা করা হতো। ইক্রোনে বাল-সবূবের উপাসনা করা হতো (২ বাদশাহ্ ১:২-৩, ৬, ১৬)। এ নামের অর্থ "মাছিদের প্রভু"। মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র এবাদতকারী ইসরাইলরা ইচ্ছাকৃতভাবে উপহাস করার জন্য একটু পরিবর্তন করে এই নামে ডাকত। তার প্রকৃত

দেবতাদের, অম্মোনীয়দের দেবতাদের ও
ফিলিস্তিনীদের দেবতাদের সেবা করতে লাগল;
তারা মাবুদকে ত্যাগ করলো, তাঁর সেবা করলো
না। ৭ তখন ইসরাইলের বিরুদ্ধে মাবুদের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হল, আর তিনি পলেষ্টীয়দের হাতে ও
অম্মোনীয়দের হাতে তাদেরকে বিক্রি করলেন।
৮ আর তারা সেই বছর বনি-ইসরাইলীয়দের
জুলুম ও চূর্ণ করলো; আঠার বছর পর্যন্ত জর্ডান
পারস্থ গিলিয়দের অন্তর্গত আমোরীয় দেশ-নিবাসী
সমস্ত বনি-ইসরাইলদেরকে চূর্ণ করলো। ৯ আর
অম্মোনীয়রা এহুদার ও বিন্‌ইয়ামীনের এবং
আফরাহীম কুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে জর্ডান পার
হয়ে আসত; এভাবে ইসরাইল অতিশয় কষ্ট
পেতে লাগল।
১০ পরে বনি-ইসরাইলরা মাবুদের কাছে কেঁদে
কেঁদে বললো, আমরা তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌
করেছি, কেননা আমরা আমাদের আল্লাহ্‌কে ত্যাগ
করে বাল দেবতাদের সেবা করেছি। ১১ তাতে
মাবুদ বনি-ইসরাইলকে বললেন, মিসরীয়দের
থেকে, আমোরীয়দের থেকে, অম্মোনীয়দের ও
ফিলিস্তিনীদের থেকে আমি কি তোমাদের উদ্ধার
করি নি নি? ১২ আর সীদোনীয়, আমালেকীয় ও
মায়োনীয়রা যখন তোমাদের উপরে জুলুম
করেছিল আর তোমরা আমার কাছে কান্নাকাটি
করলে আমি তাদের হাত থেকে তোমাদেরকে
উদ্ধার করলাম। ১৩ তবুও তোমরা আমাকে ত্যাগ
করে অন্য দেবতাদের সেবা করলে, অতএব
আমি আর তোমাদের উদ্ধার করবো না।
১৪ তোমরা যাও, তোমাদের মনোনীত ঐ
দেবতাদের কাছে কান্নাকাটি কর; সঙ্কটের সময়ে
তারাই তোমাদেরকে উদ্ধার করুক। ১৫ তখন
বনি-ইসরাইল মাবুদকে বললো, আমরা গুনাহ্‌
করেছি; এখন তোমার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হয়,
তা-ই আমাদের প্রতি কর; আরজ করি, কেবল
আজ আমাদের উদ্ধার কর। ১৬ পরে তারা
তাদের মধ্য থেকে বিজাতীয় দেবমূর্তিকে দূর
করে মাবুদের সেবা করতে লাগল; তাতে
ইসরাইলের কষ্টে তাঁর প্রাণ দুঃখিত হল।
১৭ ঐ সময়ে অম্মোনীয়দের ডাকা হলে তারা এসে
গিলিয়দে শিবির স্থাপন করলো। আর বনি-
ইসরাইল একত্র হয়ে মিস্‌পাতে শিবির স্থাপন
করলো। ১৮ তাতে লোকেরা, গিলিয়দের নেতৃবর্গ,
পরস্পর বললো, অম্মোনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ কোন
ব্যক্তি আরম্ভ করবে? সে গিলিয়দ-নিবাসী সমস্ত
লোকের প্রধান হবে।

বিচারকর্তা যিপ্তহ

১১ ১ ঐ সময়ে গিলিয়দীয় যিপ্তহ বলবান
বীর ছিলেন; তিনি এক জন পতিতার
পুত্র; তাঁর পিতা ছিলেন গিলিয়দ। ২ আর
গিলিয়দের স্ত্রী তাঁর জন্য কয়েকটি পুত্র প্রসব
করলো; পরে সেই স্ত্রীজাত পুত্ররা যখন বড় হল,
তখন যিপ্তহকে তাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমাদের
পিতৃকুলের মধ্যে তুমি অধিকার পাবে না, কেননা
তুমি অপর এক স্ত্রীর পুত্র। ৩ তাতে যিপ্তহ তাঁর
ভাইদের সম্মুখ থেকে পালিয়ে গিয়ে টোব দেশে
প্রবাস করলেন। সেখানে কতকগুলো অসারচিত্ত
লোক যিপ্তহের কাছে একত্র হল, তারা তাঁর সঙ্গে
বাইরে যেত।
৪ কিছুকাল পরে অম্মোনীয়রা ইসরাইলের সঙ্গে
যুদ্ধ করতে লাগল। ৫ তখন ইসরাইলের সঙ্গে
অম্মোনীয়রা যুদ্ধ করাতে গিলিয়দের প্রাচীনবর্গরা
যিপ্তহকে টোব দেশ থেকে আনতে গেল। ৬ তারা
যিপ্তহকে বললো, এসো, তুমি আমাদের নেতা
হও, আমরা অম্মোনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।
৭ যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীন লোকদেরকে বললেন,
তোমরাই কি আমাকে ঘৃণা করে আমার পিতৃকুল
থেকে আমাকে তাড়িয়ে দাও নি? এখন বিপদগ্রস্ত
হয়েছ বলে আমার কাছে কেন আসলে? ৮ তখন

২১:২৯।
[১০:৭] দ্বিঃবি ৩১:১৭।
[১০:৮] ইউসা ১২:২।
[১০:৯] কাজী ১১:৪।
[১০:১০] হিজ ৯:২৭; জবুর ৩২:৫।
[১০:১১] হিজ ১৪:৩০।
[১০:১২] পয়দা ১৪:৭।
[১০:১৩] দ্বিঃবি ৩২:১৫।
[১০:১৪] দ্বিঃবি ৩২:৩৭।
[১০:১৫] ১শামু ৩:১৮; আইউ ১:২১; ইশা ৩৯:৮।
[১০:১৬] ইউসা ২৪:২৩; ইয়ার ১৮:৮।
[১০:১৭] পয়দা ৩১:৪৯; কাজী ১১:২৯।
[১০:১৮] কাজী ১১:৮, ৯।
[১১:১] কাজী ১২:১; ইব ১১:৩২।
[১১:৩] ২শামু ১০:৬, ৮।
[১১:৪] কাজী ১০:৯।
[১১:৭] পয়দা ২৬:১৬।
[১১:৮] কাজী ১০:১৮।

নাম ছিল বাল-সবূল, যার অর্থ “বাল রাজপুত্র”, প্রাচীনকালের কেনানীয়দের লেখা থেকে এ তথ্য জানা যায় (দেখুন মথি ১০:২৫; ১২:২৪ আয়াতের নোট।)

১০:৭ পলেষ্টীয়দের। ফিলিস্তিনীদের উপদ্রপের ঘটনা আবার শুরু হয় ১৩:১ আয়াতে।

১০:১১ মাবুদ বনি-ইসরাইলকে বললেন। ২:১ আয়াতের নোট দেখুন। প্রভু ইসরাইলদের ভর্ৎসনা করলেন কারণ ইসরাইলরা ভুলে গিয়েছিল যে, মাবুদ কেনান দেশে কেনানীয়দের অত্যচার থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন (২:১৬; ৬:৮)।

১০:১২ মায়োনীয়রা। খুব সম্ভবত মিয়ূনীয়দের মত একই রকম, যারা একাকী ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন এবং আরবের পাশে ছিল (২ খান্দান ২৬:৭)।

১০:১৭ মিস্‌পা। অর্থ “পাহারা দেবার উচ্চ কক্ষ।” বিভিন্ন জায়গা এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। যিপ্তহের প্রধান দপ্তর একটি নগর ছিল অথবা গিলিয়দে সুরক্ষিত একটি দুর্গ ছিল (১১:১১) যাকে বলা হত “গিলিয়দের মিস্‌পা” (১১:২৯)। এটি সম্ভবত রামায় অবস্থিত মিস্‌পার মত একই ছিল, এটি বৈৎ-শানের পূর্ব দিকে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

১০:১৮ কোন্ ব্যক্তি আরম্ভ করবে? গিলিয়দীয়েরা আম্মোনীয়দের আক্রমনাত্মক অগ্রযাত্রাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল কিন্তু সাহসী সামরিক নেতার অভাবের কারণে তা তারা করতে সাহস করছিল না।

১১:১ এক জন পতিতার পুত্র। যার কারণে যিপ্তহ একরকম একঘরে হিসাবেই বাস করতো।

১১:৩ টোব দেশে। হিব্রু ভাষায় এই নামের অর্থ অনেকটা এই রকম ছিল “ভাল জমি,” যেমনটা দ্বিতীয় বিবরণে সাধারণভাবে প্রতিজ্ঞাত দেশ বলতে বুঝিয়েছে। লেখক এখানে দৃশ্যত সকলের মনযোগ ব্যঙ্গাত্মক ভাবে আকর্ষণ করেছেন ইসরাইল থেকে সমাজচ্যুত একজন যে জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে সেটা “ভাল জিনিসের জমি”। টোব দেশের লোকেরা পরবর্তীতে দাউদের বিরুদ্ধে গিয়ে আম্মোনীদের সাথে জোট বেধেছিল (২ শামু ১০:৬-৮)।

অসারচিত্ত লোক। ৯:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:৮ আমাদের অর্থাৎ গিলিয়দ-নিবাসী সমস্ত লোকের প্রধান

BACIB International Bible CHURCH

গিলিয়দের প্রাচীনবর্গরা যিপ্তহকে বললো, এখন
আমরা তোমার কাছে ফিরে এসেছি, যেন তুমি
আমাদের সঙ্গে গিয়ে অম্মোনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ
করতে পার এবং আমাদের অর্থাৎ গিলিয়দ-
নিবাসী সমস্ত লোকের প্রধান হও। ৯ তখন যিপ্তহ
গিলিয়দের প্রধান ব্যক্তিদের বললেন, তোমরা যদি
অম্মোনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে
পুনর্বার স্বদেশে নিয়ে যাও, আর মাবুদ যদি
আমার হাতে তাদেরকে তুলে দেন, তবে আমিই
কি তোমাদের প্রধান হব? ১০ তখন গিলিয়দের
প্রধান ব্যক্তিরা যিপ্তহকে বললো, মাবুদ আমাদের
মধ্যে সাক্ষী; আমরা অবশ্য তোমার কথা
অনুসারে কাজ করবো। ১১ পরে যিপ্তহ গিলিয়দের
প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে গেলেন; তাতে লোকেরা
তাঁকে তাদের প্রধান ও শাসনকর্তা করলো; পরে
যিপ্তহ মিস্পাতে মাবুদের সাক্ষাতে নিজের সমস্ত
কথা বললেন।
১২ পরে যিপ্তহ অম্মোনীয়দের বাদশাহ্‌র কাছে
দূত পাঠিয়ে বললেন, আমার সঙ্গে কি এমন
প্রয়োজন যে, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে
আমার দেশে আসলে? ১৩ তাতে অম্মোনীয়দের
বাদশাহ্‌ যিপ্তহের দূতদেরকে বললেন, কারণ এই,
ইসরাইল যখন মিসর থেকে আসে, তখন, অর্ণোন
থেকে যব্বোক ও জর্ডান পর্যন্ত আমার ভূমি হরণ
করেছিল; অতএব এখন সহিসালামতে তা
ফিরিয়ে দাও। ১৪ তাতে যিপ্তহ অম্মোনীয়দের
বাদশাহ্‌র কাছে পুনর্বার দূত পাঠালেন; ১৫ তিনি
তাঁকে বললেন, যিপ্তহ এই কথা বলেন, মোয়াবের
ভূমি কিংবা অম্মোনীয়দের ভূমি ইসরাইল হরণ
করে নি। ১৬ কিন্তু মিসর থেকে আসার সময়
ইসরাইল লোহিত সাগর পর্যন্ত মরুভূমির মধ্যে
ভ্রমণ করে যখন কাদেশে উপস্থিত হয়, ১৭ তখন
ইদোমের বাদশাহ্‌র কাছে দূত পাঠিয়ে বলেছিল,
আরজ করি, আপনার দেশের মধ্য দিয়ে আমাকে
যেতে দিন, কিন্তু ইদোমের বাদশাহ্‌ সেই কথায়
কান দিলেন না; আবার সেই একই কথা
মোয়াবের বাদশাহ্‌র কাছে বলে পাঠালে তিনিও
সম্মত হলেন না; অতএব ইসরাইল কাদেশে
রইলো। ১৮ পরে তারা মরুভূমির মধ্য দিয়ে গিয়ে
ইদোম ও মোয়াব দেশ প্রদক্ষিণপূর্বক মোয়াব
দেশের পূর্ব দিক দিয়ে এসে অর্ণোনের ওপারে
শিবির স্থাপন করলো, মোয়াবের সীমার মধ্যে
প্রবেশ করলো না, কেননা অর্ণোন মোয়াবের
সীমা। ১৯ পরে ইসরাইল হিষ্‌বোনের বাদশাহ্‌,
আমোরীয়দের বাদশাহ্‌, সীহোনের কাছে দূত
পাঠিয়ে তাঁকে বললো, আরজ করি, আপনার
দেশের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে নিজের স্থানে
যেতে দিন। ২০ কিন্তু সীহোন ইসরাইলকে বিশ্বাস
করে তাঁর সীমার মধ্য দিয়ে যেতে দিলেন না;
সীহোন তাঁর সমস্ত লোক একত্র করে যহসে
শিবির স্থাপন এবং ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ
করলেন। ২১ আর ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ
সীহোন ও তার সমস্ত লোককে ইসরাইলের হাতে
তুলে দিলেন ও তারা তাদেরকে আক্রমণ করলো;
এভাবে ইসরাইল সেই দেশ-নিবাসী
আমোরীয়দের সমস্ত দেশ অধিকার করলো।
২২ তারা অর্ণোন থেকে যব্বোক পর্যন্ত ও মরুভূমি
থেকে জর্ডান পর্যন্ত আমোরীয়দের সমস্ত অঞ্চল
অধিকার করলো। ২৩ সুতরাং ইসরাইলের আল্লাহ্‌
মাবুদ তাঁর লোক ইসরাইলের সম্মুখে

[১১:১০] পয়দা ৩১:৫০; ইশা ১:২।
[১১:১১] ১শামু ৮:৪; ২শামু ৩:১৭।
[১১:১৩] শুমারী ২১:১৩।
[১১:১৫] দ্বি:বি ২:৯।
[১১:১৬] শুমারী ১৪:২৫; দ্বি:বি ১:৪০।
[১১:১৭] পয়দা ৩২:৩; শুমারী ২০:১৪।
[১১:১৮] শুমারী ২০:২১।
[১১:১৯] ইউসা ১২:২।
[১১:২০] শুমারী ২১:২৩।
[১১:২২] শুমারী ২১:২১-২৬; দ্বি:বি ২:২৬।

হও। অম্মোনীয়দের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সামরিক নেতা হবার জন্য তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে (৬ আয়াত), আর এখন গিলিয়দীয়েরা প্রস্তাব রাখলো যে, যুদ্ধের শেষে যিপ্তহকে তাদের অঞ্চলের প্রধান করা হবে।

১১:১১ লোকেরা তাঁকে তাদের প্রধান ও শাসনকর্তা করলো। ইসরাইলের প্রাচীনগণ যে প্রস্তাব যিপ্তহকে দিয়েছিল তা আবার সাধারণ লোকদের দ্বারা সমর্থিত হল। তারা তাঁকে তাদের শাসনকর্তা করলো। এই একই রকম ব্যবস্থাপনা পরবর্তীতে চালু ছিল, বিশেষ করে, তালুত (১ শামু ১১:১৫), রহবিয়াম (১ বাদশাহ্‌ ১২:১) এবং ইয়ারবিয়াম (১ বাদশাহ্‌ ১২:২০) এর সময়ে। যিপ্তহের চূড়ান্ত কাজ এখানে এই আভাস দেয় যে, যে চুক্তি ইসরাইলদের প্রাচীনগণ ও তার মধ্যে হয়েছিল তা একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে পরিণত হয়েছিল (দাউদের সাথে দক্ষিণ গোষ্ঠীর দূতের সাথে চুক্তির তুলনা করুন, ২ শামু ৫:৩)। বিষয়টিকে যিপ্তহ "প্রভুর সামনে" তুলে ধরেন যেন গিলিয়দীয় প্রচীনবর্গ যে আহ্বান করেছেন তিনি যেন সেই আহ্বানের মর্জাদা রাখতে পারেন সেই জন্য প্রভুর সাহায্য কামনা করেন।

১১:১৩ আমার ভূমি। যখন ইসরাইলীরা প্রথম কেনান দেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন এই এলাকা আমোরীয় বাদশাহ্‌ সীহোনের দ্বারা শাসিত হতো, যিনি এলাকাটি মোয়বীয়দের কাছ থেকে অধিকার করে নিয়েছিলেন (শুমারী ২১:২৯)। অম্মোনীয়েরা মোয়বের উপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করলে পর মোয়াবীয়রা আবার এই সমস্ত এলাকা দাবী করে।

১১:১৪-২৭ যিপ্তহের উত্তর ছিল সেই সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমমানের। তার পত্রটি সেই সময়কার আন্তর্জাতিক চিঠিপত্রের একটি উদহারণ। এটিতে যেভাবে বিষয়টি এটি প্রতিফলিত হয়েছে এবং আবেদন রাখা হয়েছে যে, লোকদের দেবতারা তাদের রাজনৈতিক সীমানা নির্ধারণ করেন ও তা রক্ষা করেন ও যে সব সীমানা নিয়ে সমস্যা আছে সেই সব সমস্যার সমাধান করে থাকেন। যিপ্তহ ইসরাইলের ভূমি রক্ষার জন্য যে দাবী করেছেন তাতে তিনটি দিক ফুটে উঠেছে: (১) ইসরাইল এটি আমোরীয়দের বাদশাহ্‌ সীহোনের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছে, আম্মোনীয়দের কাছ থেকে নয় (১৫-২২ আয়াত); (২) মাবুদ ইসরাইলকে ভূমি দিয়েছেন (২৩-২৫ আয়াত); এবং (৩) ইসরাইল দীর্ঘ দিন যাবৎ তা ভোগ-দখল করছে (২৬-২৭ আয়াত)।

১১:১৬ কাদেশ। কাদেশ-বর্ণেয়। শুমারী ২০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১:২১ ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদ। এই যুদ্ধকে শুধু দুই দেশের লোকদের মধ্যে সামরিক ভাবে দেখা হয় না কিন্তু তাদের দেবতাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগীতা হিসাবে দেখা হয়ে থাকে (২৪ আয়াত; হিজ ১২:১২; শুমারী ৩৩:৪ আয়াত দেখুন)।

তাড়াহুড়ো করে প্রতিজ্ঞা, ওয়াদা বা মানত করা

হেদায়েত কিতাবে এই কথা লেখা আছে, "তোমার মুখ তাড়াতাড়ি করে কথা না বলুক; আল্লাহ্‌র কাছে তাড়াতাড়ি করে কোন কথা বোলো না। আল্লাহ্‌ বেহেশতে আছেন আর তুমি আছ দুনিয়াতে, তাই তোমার কথা যেন অল্প হয়।"

যিনি মানত করেছেন	যে মানত বা প্রতিজ্ঞা করেছেন	এর ফলাফল	কিতাবের অংশ
হযরত ইয়াকুব	সত্যিকারের আল্লাহ্‌কে বেছে নেওয়া ও তাকে সমস্ত আয়ের দশমাংশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা যদি আল্লাহ্‌ তাঁকে নিরাপদ রাখেন।	যিনি মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই হযরত ইয়াকুবকে তিনি রক্ষা করেছিলেন।	পয়দায়েশ ২৮:২০
যিপ্তহ	যুদ্ধ থেকে ফেরার পর যাকে তিনি প্রথম দেখবেন তাকেই মাবুদের কাছে কোরবানী করবেন (তিনি তার মেয়েকেই প্রথম দেখতে পেয়েছিলেন)।	তিনি তাঁর মেয়েকে হারিয়েছিলেন কারণ তাকে কোরবানী করা হয়েছিল।	কাজীগণ ১১:৩০
হান্না	যদি আল্লাহ্‌ তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন তবে তিনি সেই সন্তানকে আল্লাহ্‌কে দিয়ে দেবেন।	হযরত শামুয়েল জন্ম নেবার পর তিনি তাঁকে মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গ করেছিলেন ও সন্তানের দুধ খাওয়া শেষ হলে তিনি তাঁকে মাবুদের এবাদতখানায় দিয়ে দিয়েছিলেন।	১ শামুয়েল ১:৯-১১
বাদশাহ্‌ তালুত	সন্ধ্যা হবার আগে যে খাবে তাকেই হত্যা করা হবে (তাঁর পুত্রই সন্ধ্যা হবার আগে খেয়েছিলেন)।	বাদশাহ্‌ তালুত তাঁর পুত্র যোনাথনের হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু সেখানকার সৈন্যরা বাধা দেবার কারণে তিনি তা বাস্তবায়ন করতে পারেন নি।	১ শামুয়েল ১৪:২৪-৪৫
বাদশাহ্‌ দাউদ	যোনাথনের পরিবারের প্রতি দয়া করবেন।	যোনাথনের পুত্র মফিবোশৎকে দাউদ তাঁর নিজের রাজপ্রাসাদে রেখেছিলেন ও তাকে রাজপুত্রের মতই দেখাশুনা করেছেন।	২ শামুয়েল ৯:৭
ইত্তয়	বাদশাহ্‌ দাউদের প্রতি অনুগত থাকবেন।	তিনি বাদশাহ্‌ দাউদের সৈন্যবাহিনীর একজন সেনাপতি হয়েছিলেন।	২ শামুয়েল ১৫:২১
মীখায়	তিনি শুধু তা-ই বলবেন মাবুদ তাঁকে যা বলতে বলবেন।	এই কথার জন্য বাদশাহ্‌ আহাব তাঁকে কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলেন।	১ বাদশাহ্‌ ২২:১৪
আইউব	তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্রোহী হবেন না।	তাঁর সৌভাগ্য আল্লাহ্‌ পুনস্থাপন করেছিলেন।	আইউব ৪২:১০
হেরোদ আন্তিপাস	তার মেয়ে তার কাছে যা কিছু চাইবে তাকে তা-ই দেওয়া হবে।	তিনি এই প্রতিজ্ঞার কারণে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার মাথা কেটে তাঁর মেয়েকে দিয়েছিলেন।	মার্ক ৬;২২-২৩
হযরত পৌল	জেরুশালেমের এবাদতখানায় তিনি ধন্যবাদের কোরবানী দেবেন।	শত বিপদ ও ভয় থাকলেও তিনি জেরুশালেমে গিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন ও সত্যিই বিপদে পড়েছিলেন।	প্রেরিত ১৮:১৮

আমোরীয়দেরকে অধিকারচ্যুত করলেন; এখন
আপনি কি তাদের দেশ অধিকার করবেন?
২৪ আপনার কমোশ দেব আপনাকে অধিকার
করার জন্য যা দেন, আপনি কি তারই অধিকারী
নন? আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ আমাদের সম্মুখে
যাদেরকে অধিকারচ্যুত করেছেন, সেসব কিছুর
অধিকারী আমরাই আছি। ২৫ বলুন দেখি,
মোয়াবের বাদশাহ্‌ সিপ্পোরের পুত্র বালাক থেকে
আপনি কি শ্রেষ্ঠ? তিনি কি ইসরাইলের সঙ্গে
ঝগড়া করেছিলেন, না তাদের সঙ্গে যুদ্ধ
করেছিলেন? ২৬ হিষ্‌বোনে ও তার আশেপাশের
এলাকায়, অরোয়েরে ও তার আশেপাশের
এলাকায় এবং অর্ণোনের তীর ধরে সমস্ত নগরে
তিনশত বছর ধরে ইসরাইল বাস করছে; এত
দিনের মধ্যে আপনারা কেন সেসব ফিরিয়ে
নেননি? ২৭ আমি তো আপনাদের বিরুদ্ধে কোন
ক্ষতি করি নি; কিন্তু আমার সঙ্গে যুদ্ধ করাতে
আপনি আমার প্রতি অন্যায় করছেন; বিচারকর্তা
মাবুদ আজ বনি-ইসরাইল ও অম্মোনীয়দের মধ্যে
বিচার করুন। ২৮ কিন্তু যিপ্তহের প্রেরিত এসব
কথায় অম্মোনীয়দের বাদশাহ্‌ কান দিলেন না।

যিপ্তহের ওয়াদা

২৯ পরে মাবুদের রূহ্‌ যিপ্তহের উপরে আসলেন,
আর তিনি গিলিয়দ ও মানশা প্রদেশ দিয়ে
গিলিয়দের মিস্‌পীতে গমন করলেন এবং
গিলিয়দের মিস্‌পী থেকে অম্মোনীয়দের কাছে
গেলেন। ৩০ আর যিপ্তহ মাবুদের উদ্দেশে মানত
করে বললেন, তুমি যদি অম্মোনীয়দেরকে নিশ্চয়
আমার হাতে তুলে দাও, ৩১ তবে অম্মোনীয়দের
কাছ থেকে যখন আমি সহিসালামতে ফিরে
আসবো, তখন যাকিছু আমার বাড়ির দরজা
থেকে বের হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
আসবে, তা নিশ্চয় মাবুদেরই হবে, আর আমি
তা পোড়ানো-কোরবানী হিসেবে কোরবানী
করবো। ৩২ পরে যিপ্তহ অম্মোনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ
করার জন্য তাদের কাছে পার হয়ে গেলে মাবুদ
তাদেরকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ৩৩ তাতে
তিনি অরোয়েরে থেকে মিন্নীতের কাছ পর্যন্ত
বিশটি নগরে এবং আবেল-করামীম পর্যন্ত
মহাসংহারে তাদেরকে সংহার করলেন, এভাবে
অম্মোনীয়রা বনি-ইসরাইলদের সাক্ষাতে নত
হল।

যিপ্তহের কন্যা

৩৪ পরে যিপ্তহ মিস্‌পায় তাঁর নিজের বাড়িতে
আসলেন, আর দেখ, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার
জন্য তাঁর কন্যা খঞ্জনি হাতে নৃত্য করতে করতে
বাইরে আসছিল। সে তাঁর একমাত্র সন্তান, সে
ছাড়া তাঁর আর কোন পুত্র বা কন্যা ছিল না।
৩৫ তখন তাকে দেখামাত্র তিনি কাপড় ছিঁড়ে
বললেন, হায় হায়, কন্যা আমার! তুমি আমাকে
বড় ব্যাকুল করলে; আমার কষ্টদায়কদের মধ্যে
তুমি এক জন হলে; কিন্তু আমি মাবুদের কাছে
মুখ খুলেছি, আর অন্যথা করতে পারব না।
৩৬ সে তাঁকে বললো, হে আমার পিতা, তুমি
মাবুদের কাছে মুখ খুলেছ, তোমার মুখ দিয়ে যে
কথা বের হয়েছে, সেই অনুসারে তুমি আমার
প্রতি কর, কেননা মাবুদ তোমার জন্য তোমার
দুশমন অম্মোনীয়দের উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন।

[১১:২৪] শুমারী ২১:২৯; ইউসা ৩:১০।
[১১:২৫] শুমারী ২২:২।
[১১:২৬] শুমারী ৩২:৩৪; ইউসা ১৩:৯।
[১১:২৭] পয়দা ১৮:২৫।
[১১:২৯] কাজী ৩:১০।
[১১:৩০] পয়দা ২৮:২০; শুমারী ৩০:১০; ১শামু ১:১১; মেসাল ৩১:২।
[১১:৩১] পয়দা ৮:২০; লেবীয় ১:৩; কাজী ১৩:১৬।
[১১:৩৩] ইহি ২৭:১৭।
[১১:৩৪] পয়দা ৩১:২৭; হিজ ১৫:২০।
[১১:৩৫] শুমারী ৩০:২; দ্বি:বি ২৩:২১; হেদা ৫:২, ৪, ৫।
[১১:৩৬] লূক ১:৩৮।

১১:২৪ কমোশ দেব। কমোশ ছিল মোয়াবীয়দের প্রধান দেবতা। এই সময়ে হয় আম্মোনের বাদশাহ্‌ মোয়াব দেশ শাসন করছিল নয়তো সেখানে দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে একটি মৈত্রিচুক্তি ছিল।

১১:২৫ বালাক। শুমারী ২২-২৪ দেখুন।

১১:২৬ তিনশত বছর ধরে। এই বাক্যটির প্রসঙ্গিকতা কাজীগণের সময়কালের কথা তুলে ধরে।

১১:২৭ বিচারকর্তা। বেহেশতের বিচারকর্তা হিসাবে মাবুদ ছিলেন আবেদনের চূড়ান্ত আদালত। এটি খুবই অর্থপূর্ণ যে, কাজীদের কিতাবে একমাত্র এখানেই এই হিব্রু বিশেষ্যটি অনুবাদ করা হয়েছে "বিচারকর্তা" হিসাবে যা শুধুমাত্র এখানেই পাওয়া যায়, অন্যান্য জায়গায় 'প্রভু, যিনি ইসরাইলের সত্যিকারের বিচারক' বলে অনূদিত হয়েছে।

১১:২৯ মাবুদের রূহ্‌। ৩:১০ আয়াতের নোট দেখুন। পুরাতন নিয়মে অদ্বিতীয় শক্তিশালী রূহ্‌ তাদেরকে সক্রিয় করার জন্য প্রাথমিকভাবে সবাইকে আলাদ আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল যাতে আল্লাহ্‌ তাদেরকে যে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা পালন করতে পারে।

১১:৩০ মাবুদের উদ্দেশে মানত করে। মানত করা ইসরাইলদের মধ্যে একটি সাধারণ চর্চা (পয়দা ২৮:২০; ১ শামু ১:১১; ২ শামু ১৫:৮ দেখুন)। যিপ্তহ যুদ্ধের ফলের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য এখানে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্যের দেনদরবার করে নিবেদন করছিলেন। এই ওয়াদার সঠিক প্রকৃতির ব্যাপারে সবাই সচেতন ভাবেই জানত কিন্তু ৩১ আয়াত ইঙ্গিত করে যে, এটি একটি পোড়ানো-কোরবানীর প্রতিজ্ঞা। খুব সম্ভবত যিপ্তহ তার মেয়েকে পোড়ানো কোরবানী হিসাবে কোরবানী দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন (৩৯)। এটি এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা ভাঙ্গা যাবে না (শুমারী ৩০:২; দ্বি:বি: ২৩:২১-২৩; হেদা ৫:৪-৫ দেখুন)।

১১:৩৪ নৃত্য করতে করতে। স্ত্রীলোকদের জন্য এটি তাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল যে, সৈনিকেরা যখন যুদ্ধ থেকে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসে তখন তারা নেচে নেচে তাদের অভ্যর্থনা জানায় (হিজ ১৫:২০; ১ শামু ১৮:৬ দেখুন)।

১১:৩৫ কাপড় ছিঁড়ে। শোক বা দুঃখ প্রকাশের চিহ্ন হিসাবে এটি ইসরাইলদের মধ্যে একটি সাধারণ চর্চা (পয়দা ৩৭:২৪ এবং নোট দেখুন)।

মাবুদের কাছে মুখ খুলেছি, আর অন্যথা করতে পারব না। এটি মাবুদের কাছে এমন একটি ওয়াদা যা ভাঙ্গা যাবে না। তিনি তার পুরানো শত্রুদের উপরে তাঁর নেতৃত্বের পদ অক্ষুন্ন রাখতে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন। সেইজন্য যিপ্তহ মাবুদের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (দেখুন ১১ এবং নোট)। এখন তিনি তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারেন না। এভাবে ইসরাইলের মধ্যে তিনি তার ক্ষমতার পদ নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে করা এই প্রতিজ্ঞাকে ব্যবহার করেছেন।

৩৭ পরে সে তার পিতাকে বললো, আমার জন্য
একটি কাজ করা হোক; আমাকে দুই মাসের
জন্য বিদায় দাও এবং আমি পর্বতে গিয়ে আমার
কুমারীত্বের বিষয়ে সখীদেরকে নিয়ে মাতম করি।
৩৮ তিনি বললেন, যাও; আর তাকে দুই মাসের
জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তখন সে তাঁর সখীদের
সঙ্গে গিয়ে পর্বতের উপরে গিয়ে মাতম করলো
কারণ তার কখনও বিয়ে হবে না। ৩৯ পরে দুই
মাস গত হলে সে পিতার কাছে ফিরে এল; পিতা
যে মানত করেছিলেন, সেই অনুসারে তার প্রতি
করলেন; সে পুরুষের পরিচয় পায় নি। ৪০ আর
ইসরাইলের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত হল যে,
প্রতি বছর গিলিয়দীয় যিপ্তহের কন্যার জন্য
বিলাপ করতে ইসরাইলের কন্যারা বছরের মধ্যে
চার দিনের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে যেত।

বিচারকর্তা যিপ্তহ ও আফরাহীম-গোষ্ঠী

১২ ১ পরে আফরাহীমের লোকদের ডাকা
হলে তারা সাফোনে গমন করলো; তারা
যিপ্তহকে বললো, তোমার সঙ্গে গমন করতে
আমাদেরকে না ডেকে তুমি অম্মোনীয়দের সঙ্গে
যুদ্ধ করতে কেন পার হয়ে গিয়েছিলে? আমরা
তোমাকে সহ তোমার বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে
পুড়িয়ে দেব। ২ যিপ্তহ তাদেরকে বললেন,
অম্মোনীয়দের সঙ্গে আমার ও আমার লোকদের
বড় বিরোধ ছিল, তাই আমি তোমাদেরকে
ডেকেছিলাম, কিন্তু তোমরা তাদের হাত থেকে
আমাকে উদ্ধার কর নি। ৩ তোমরা আমাকে
উদ্ধার করলে না দেখে আমি প্রাণ হাতে করে
অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে পার হয়ে গিয়েছিলাম,
আর মাবুদ আমার হাতে তাদেরকে তুলে দিলেন,
অতএব তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আজ
কেন আমার কাছে আসলে? ৪ পরে যিপ্তহ
গিলিয়দের সমস্ত লোককে একত্র করে
আফরাহীমের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, তাতে
গিলিয়দের লোকেরা আফরাহীমের লোকদেরকে
আঘাত করলো; কেননা তারা বলেছিল, রে
গিলিয়দীয়েরা, তোরা আফরাহীমের মধ্যে ও
মানশার মধ্যে আফরাহীমের পলাতক। ৫ পরে
গিলিয়দীয়েরা আফরাহীমীয়দের বিরুদ্ধে জর্ডানের
পারঘাটাগুলো অধিকার করলো; তাতে
আফরাহীমের কোন পলাতক যখন বলতো,
আমাকে পার হতে দাও, তখন গিলিয়দের
লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি
আফরাহীমীয়? ৬ সে যদি বলতো, না, তবে তারা
বলতো, “শিব্বোলেৎ” বল দেখি; সে বলতো,
“সিব্বোলেৎ,” কারণ সে শুদ্ধভাবে তা উচ্চারণ
করতে পারতো না; তখন তারা তাকে ধরে নিয়ে
জর্ডানের পার ঘাটে হত্যা করতো। সেই সময়ে
আফরাহীমের বিয়াল্লিশ হাজার লোক হত হল।
৭ যিপ্তহ ছয় বছর পর্যন্ত ইসরাইলের বিচার
করলেন। পরে গিলিয়দীয় যিপ্তহ ইন্তেকাল করলে
গিলিয়দের একটি নগরে তাঁকে দাফন করা হল।

বিচারকর্তা ইব্‌সন, এলোন ও অব্‌দোন

৮ তাঁর পরে বেথেলহেমীয় ইসবন ইসরাইলের
বিচারকর্তা হলেন। ৯ তাঁর ত্রিশটি পুত্র ছিল এবং
তিনি ত্রিশটি কন্যা নিজের বংশের বাইরে বিয়ে
দিলেন ও পুত্রদের জন্য বংশের বাইরে থেকে
ত্রিশটি কন্যা আনলেন। তিনি সাত বছর
ইসরাইলের বিচার করলেন। ১০ পরে ইব্‌সন
ইন্তেকাল করলে বেথেলহেমে তাঁকে দাফন করা
হল।
১১ তাঁর পরে সবূলূনীয় এলোন ইসরাইলের
বিচারকর্তা হলেন; তিনি দশ বছর ইসরাইলের
বিচার করলেন। ১২ পরে সবূলূনীয় এলোন
ইন্তেকাল করলে এবং সবূলূন দেশস্থ অয়ালোনে
তাঁকে দাফন করা হল।
১৩ তাঁর পরে পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র
অব্দোন ইসরাইলের বিচারকর্তা হলেন। ১৪ তাঁর
চল্লিশজন পুত্র ও ত্রিশজন পৌত্র সত্তরটি গাধার
পিঠে চড়ে বেড়াত; তিনি আট বছর ইসরাইলের

[১২:১] ইউসা ১৩:২৭।
[১২:৩] কাজী ৯:১৭।
[১২:৪] পয়দা ৪৬:২০; ইশা ৯:২১; ১৯:২।
[১২:৫] ইউসা ২:৭।
[১২:৮] পয়দা ৩৫:১৯।
[১২:১২] ইউসা ১০:১২।
[১২:১৩] ২শামু ২৩:৩০; ১খান্দান ১১:৩১; ২৭:১৪।
[১২:১৪] কাজী ৮:৩০।
[১২:১৫] কাজী ৫:১৪।

১১:৩৭ কুমারীত্বের বিষয়ে। বিয়ে এবং সন্তান লালন পালন করা থেকে দূরে রাখা একজন ইসরাইলীয় মেয়েদের জন্য একটি তিক্ত বিষয় ছিল।

১১:৩৯ এই রীতি প্রচলিত হল। সম্ভবত এটি একটি আঞ্চলিক প্রথা, এছাড়া পুরাতন নিয়মে এই রীতির কথা আর কোথাও উল্লেখ করা নেই।

১২:১ তোমার বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেব। ফিলিস্তিনীরা এই রকম একটি হুমকি শামাউনের স্ত্রীর বাবাকেও দিয়েছিল (১৪:১৫)। এছাড়া ২০:৪৮ আয়াতও দেখুন।

১২:২ যিপ্তহ তাদেরকে বললেন। আবারো যিপ্তহ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন (১১:১২, ১৪; ৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

তোমাদেরকে ডেকেছিলাম। এই ঘটনায় নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে।

১২:৬ শিব্বোলেৎ। বিদ্রুপাত্মকভাবে এই শব্দের অর্থ “বন্যা” (দেখুন, জবুর ৬৯:২,১৫) দেখুন। আপাতদৃষ্টিতে জর্ডানের পশ্চিমে ইসরাইলরা এই শব্দ উচ্চারণের সময়ে দন্ত ‘স’ ব্যবহার করতো কিন্তু যখন তারা কেনান গিয়েছিল তখন এই অঞ্চলের লোকেরা নরম ‘শ’ দিয়ে শব্দটি উচ্চারণ করতো (পিতর সম্ভবত তাঁর এই উচ্চারণের ফলে প্রতারিত হয়েছিল, মথি ২৬:৭৩)।

১২:৭ ছয় বছর পর্যন্ত ইসরাইলের বিচার করলেন। শাসন করার সময়ের এটি একটি নতুন সূত্র একজন কাজীর কাহিনীতে যুক্ত হচ্ছে। এর আগে আমরা কাজীদের জীবনে চল্লিশ বছরের একটি যুগ দেখেছি।

১২:৮ বেথেলহেমীয়। সম্ভবত বেথলেহেম পশ্চিম সবূলূনে অবস্থিত (পয়দা ৩৫:১৯; ৪৮:৭; ইউসা ১৯:১৫ দেখুন)।

১২:৯ ত্রিশটি পুত্র ছিল এবং তিনি ত্রিশটি কন্যা। ১০:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:১১ এলোন। এটি সবূলূন বংশের একটি গোষ্ঠীর নামও বটে (পয়দা ৪৬:১৪; শুমারী ২৬:২৬)।

১২:১৪ চল্লিশজন পুত্র ও ত্রিশজন পৌত্র। সব মিলিয়ে ৭০ জন (৮:৩০; ১০:৪ দেখুন)।

বিচার করলেন। ১৫ পরে পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের
পুত্র অব্দোন ইন্তেকাল করলে এবং আফরাহীম
দেশে আমালেকীয়দের পর্বতময় প্রদেশে
পিরিয়াথোনে তাঁকে দাফন করা হল।

বিচারকর্তা শামাউনের জন্ম

১৩ ১ পরে বনি-ইসরাইল মাবুদের দৃষ্টিতে
যা মন্দ, তা-ই পুনর্বার করতে লাগল;
তাতে মাবুদ চল্লিশ বছর তাদেরকে ফিলিস্তিনীদের
হাতে তুলে দিলেন। ২ সেই সময়ে দানীয় গোষ্ঠীর
মধ্যে সরা-নিবাসী মানোহ নামে এক জন ব্যক্তি
ছিলেন, তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে সন্তান হয় নি।
৩ পরে মাবুদের ফেরেশতা সেই স্ত্রীকে দর্শন দিয়ে
বললেন, দেখ, তুমি বন্ধ্যা, তোমার সন্তান হয় না,
কিন্তু তুমি গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব করবে।
৪ অতএব সাবধান, আঙ্গুর-রস কি সুরা পান
করো না এবং কোন নাপাক বস্তু ভোজন করো
না। ৫ কারণ দেখ, তুমি গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব
করবে; আর তার মাথায় ক্ষুর উঠবে না, কেননা
সেই বালক গর্ভ হতেই আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নাসরীয়
হবে এবং সে ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে
ইসরাইলকে নিষ্কৃতি দিতে আরম্ভ করবে। ৬ তখন
সেই স্ত্রী এসে তার স্বামীকে বললেন, আল্লাহ্‌র
এক জন লোক আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁর
চেহারা আল্লাহ্‌র ফেরেশতার চেহারার মত, অতি
ভয় জাগানো; তিনি কোথা থেকে আসলেন তা
আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি নি, আর তিনিও

[১৩:১] কাজী ৩:৩১।

[১৩:২] ইউসা ১৫:৩৩।

[১৩:২] কাজী ১৬:৩১।

[১৩:৩] ইশা ৭:১৪; লূক ১:১৩।

[১৩:৪] শুমারী ৬:২-৪; লূক ১:১৫।

[১৩:৫] শুমারী ৬:২, ১৩; আমোস ২:১১, ১২।

[১৩:৬] আয়াত ৮; ১শামু ২:২৭; ৯:৬; ১বাদশা ১৩:১; ১৭:১৮।

[১৩:৭] ইয়ার ৩৫:৬।

আমাকে তাঁর নাম বলেন নি। ৭ কিন্তু তিনি
আমাকে বললেন, দেখ, তুমি গর্ভধারণ করে পুত্র
প্রসব করবে; এখন আঙ্গুর-রস কিংবা সুরা পান
করো না এবং কোন নাপাক বস্তু ভোজন করো
না, কেননা সেই বালক গর্ভ থেকে মৃত্যুর দিন
পর্যন্ত আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নাসরীয় হবে।
৮ তখন মানোহ মাবুদের কাছে ফরিয়াদ করে
বললেন, হে মাবুদ, আল্লাহ্‌র যে লোককে আপনি
আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে পুনর্বার
আমাদের কাছে আসতে দিন এবং যে বালকটির
জন্ম হবে তার প্রতি আমাদের কি কর্তব্য, তা
আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন। ৯ তখন আল্লাহ্‌
মানোহের ফরিয়াদে কান দিলেন; আল্লাহ্‌র সেই
ফেরেশতা পুনর্বার সেই স্ত্রীর কাছে আসলেন;
সেই সময়ে তিনি ক্ষেতে বসেছিলেন; তখন তাঁর
স্বামী মানোহ তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। ১০ সেই স্ত্রী
শীঘ্র দৌড়ে গিয়ে তাঁর স্বামীকে সংবাদ দিলেন,
তাঁকে বললেন, দেখ, সেদিন যে লোকটি আমার
কাছে এসেছিলেন, তিনি আমাকে দর্শন
দিয়েছেন। ১১ মানোহ উঠে তাঁর স্ত্রীর পিছনে
পিছনে গেলেন এবং সেই ব্যক্তির কাছে গিয়ে
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্ত্রীর সঙ্গে যিনি
কথা বলেছিলেন, আপনি কি সেই ব্যক্তি? তিনি
বললেন, আমিই সেই। ১২ মানোহ বললেন,
এখন আপনার কথা সফল হোক; সেই বালকটি
কিভাবে জীবন কাটাবে আর সে কি করবে?

১২:১৫ আমালেকীয়দের পর্বতময় প্রদেশে। ৫:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে উল্লেখিত রেফারেন্সটির পটভূমি জানা যায় না; সাধারণত আমালকীয়রা নেগেভ অঞ্চলে বসবাস করতো (শুমারী ১৩:২৯)।

১৩:১ মাবুদের দৃষ্টিতে যা মন্দ, তা-ই পুনর্বার করতে লাগল। ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:২ সরা। একটি নগর যা প্রথমে এহুদা বংশকে দেওয়া হয়েছিল (ইউসা ১৫:৩৩) কিন্তু পরবর্তীতে দান বংশকে দেওয়া হয় (ইউসা ১৯:৪১)। এটি এমন একটি স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, দানীয়রা যখন উত্তর দিকে সরে যেতে থাকে তখন এই জায়গা থেকেই তারা প্রস্থান করতো (১৮:২, ৮,১১)।

দানীয় গোষ্ঠীর। ১:৩৪ এবং নোট দেখুন।

তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে সন্তান হয় নি। বেহেশতী হস্তক্ষেপের ফলে এই একই অবস্থা দেখা যায় ইসহাকের মা সারার ক্ষেত্রে (পয়দা ১১:৩০; ১৬:১), এবং ইয়াকুবের মা রেবেকার ক্ষেত্রে (পয়দা ২৫:২১)। এছাড়া শামুয়েলের মা হান্না (১ শামু ১:২) এবং বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার মা এলিজাবেতের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল (লূক ১:৭)।

১৩:৩ মাবুদের ফেরেশতা। পয়দায়েশ ১৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

তুমি গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব করবে। ইসহাকের জন্মের ঘোষণা দেখুন (পয়দা ১৮:১০), বিশেষভাবে ইসমাইলের জন্মের (পয়দা ১৬:১১), ইম্মানুয়েলের জন্মের (ইশাইয়া ৭:১৪), বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার জন্মের (লূক ১:১৩) এবং ঈসা ঘোষণা দেখুন (লূক ১:৩১)।

১৩:৫ নাসরীয়। হিব্রু ভাষায় এই শব্দের মানে হল “আলাদা করে রাখা” অথবা “উৎসর্গীকৃত”। এই ওয়াদার বিভিন্ন শর্তের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে শুমারি ৬:১-২১ আয়াত দেখুন। শামাউনকে নাসরীয় হবার জন্য তাঁর নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয় নি। ইসরাইলের মত তাঁকেও আল্লাহ্‌র বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আলাদা করা হয়েছিল– এবং এই আলাদা হওয়ার ব্যাপারটি সারা জীবনের জন্য ছিল (৭)। এই একই বিষয় ঘটে ছিল শামুয়েল (১ শামু ১:১১) ও বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার জন্য (লূক ১:১৫)।

সে ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে ইসরাইলকে নিষ্কৃতি দিতে আরম্ভ করবে। উদ্ধারের এই কাজ শামুয়েলের সময় পর্যন্ত চলছিল (১ শামু ৭:১০-১৪) এবং দাউদের দ্বারা এর সমাপ্ত হয়েছিল (২ শামু ৫:১৭-২৫; ৮:১)।

১৩:৬ আল্লাহ্‌র এক জন লোক। নবীদের ক্ষেত্রে এরকম কথা প্রায়ই ব্যবহার করা হতো (দ্বি: বি: ৩৩:১; ২:২৭; ৯:৬-১০: ১ বাদশাহ্‌ ১২:২২), যদিও এই লোকের বিষয় ৩, ও ১২ আয়াত থেকে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন মাবুদের একজন ফেরেশতা।

১৩:৮ তা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন। সাধারণ ভাবে পিতামাতার এই উদ্বেগ থাকতো না কিন্তু যেহেতু বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ছেলেটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাই তার বাবা-মায়ের বিশেষ উদ্বেগ ছিল তা জানার জন্য।

১৩:১২ এটি ঈমানের একটি স্বীকারোক্তি। মানোহের কাছে এটা কোন বিষয় ছিল না যে, বিষয়টি আদৌ ঘটবে কি না কিন্তু তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল তা অবশ্যই ঘটবে কিন্তু তা কখন ঘটবে

BACIB International Bible CHURCH

১৩ মাবুদের ফেরেশতা মানোহকে বললেন, আমি
ঐ স্ত্রীকে যে সমস্ত কথা বলেছি সেসব বিষয়ে সে
সাবধান থাকুক। ১৪ সে আঙ্গুর গাছ থেকে উৎপন্ন
কোন বস্তু ভোজন করবে না, আঙ্গুর-রস কি সুরা
পান করবে না এবং কোন নাপাক খাদ্য গ্রহণ
করবে না; আমি তাকে যা কিছু হুকুম করেছি সে
তা পালন করুক।

১৫ পরে মানোহ মাবুদের ফেরেশতাকে
বললেন, আরজ করি, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন,
আমরা আপনার জন্য একটি ছাগলের বাচ্চার
মাংস রান্না করে নিয়ে আসি। ১৬ মাবুদের
ফেরেশতা মানোহকে বললেন, তুমি আমাকে
বিলম্ব করালেও আমি তোমার খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ
করবো না; কিন্তু তুমি যদি পোড়ানো-কোরবানী
দাও তবে মাবুদেরই উদ্দেশে তা দাও। বস্তুতঃ
তিনি যে মাবুদের ফেরেশতা তা মানোহ জানতে
পারেন নি। ১৭ পরে মানোহ মাবুদের
ফেরেশতাকে বললেন, আপনার নাম কি?
আপনার কথা সফল হলে যেন আমরা আপনাকে
সম্মান জানাতে পারি। ১৮ মাবুদের ফেরেশতা
বললেন, কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছো? তা
তো আশ্চর্য।

১৯ পরে মানোহ ঐ ছাগলের বাচ্চা ও শস্য-উৎসর্গ
নিয়ে মাবুদের উদ্দেশে শৈলের উপরে কোরবানী
করলেন। তাতে ঐ ফেরেশতা অলৌকিক ব্যাপার
সাধন করলেন এবং মানোহ ও তাঁর স্ত্রী তা
দেখছিলেন। ২০ যখন আগুনের শিখা
কোরবানগাহ্ থেকে আসমানের দিকে উঠলো,
তখন মাবুদের ফেরেশতা ঐ কোরবানগাহ্র
শিখাতে উঠলেন; আর মানোহ ও তাঁর স্ত্রী তা
দেখতে পেয়ে তাঁরা ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়লেন।
২১ এরপরে মাবুদের ফেরেশতা মানোহ ও তাঁর
স্ত্রীকে আর দর্শন দিলেন না; তখন তিনি যে
মাবুদের ফেরেশতা তা মানোহ জানতে
পারলেন। ২২ পরে মানোহ তাঁর স্ত্রীকে বললেন,
আমরা অবশ্য মারা পড়বো, কারণ আল্লাহ্‌কে
দেখেছি। ২৩ কিন্তু তাঁর স্ত্রী বললেন, আমাদেরকে
হত্যা করা যদি মাবুদের ইচ্ছা হত তবে তিনি
আমাদের হাত থেকে পোড়ানো-কোরবানী ও
শস্য-উৎসর্গ গ্রহণ করতেন না এবং এসব
আমাদেরকে দেখাতেন না, আর এই সময়
আমাদেরকে এমন সব কথাও শোনাতেন না।
২৪ পরে স্ত্রীলোকটি পুত্র প্রসব করে তাঁর নাম
শামাউন রাখলেন। আর বালকটি বেড়ে উঠলেন
ও মাবুদ তাঁকে দোয়া করলেন। ২৫ আর মাবুদের
রূহ্ প্রথমে সরার ও ইষ্টায়োলের মধ্যস্থানে,
মহনে-দান নামক স্থানে তাঁকে উত্তেজিত করতে
শুরু করলেন।

ফিলিস্তিনী মেয়ের সঙ্গে শামাউনের বিয়ে

১৪ ১ আর শামাউন তিম্নায় নেমে গেলেন
এবং সেই স্থানে ফিলিস্তিনীদের
কন্যাদের মধ্যে এক জন রমণীকে দেখতে
পেলেন। ২ পরে ফিরে এসে তার পিতামাতাকে
সংবাদ দিয়ে বললেন, আমি তিম্নায়
ফিলিস্তিনীদের কন্যাদের মধ্যে এক রমণীকে
দেখেছি; তোমরা তাকে এনে আমার সঙ্গে বিয়ে
দাও। ৩ তখন তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে বললেন,

[১৩:১৪] লেবীয় ১০:৯।
[১৩:১৫] কাজী ৬:১৯।
[১৩:১৬] কাজী ১১:৩১।
[১৩:১৭] পয়দা ৩২:২৯।
[১৩:১৮] পয়দা ৩২:২৯।
[১৩:১৯] কাজী ৬:২০।
[১৩:২০] লেবীয় ৯:২৪।
[১৩:২১] কাজী ৬:২২।
[১৩:২২] পয়দা ১৬:১৩; হিজ ৩:৬; ২৪:১০; কাজী ৬:২২।
[১৩:২৩] জবুর ২৫:১৪।
[১৩:২৪] কাজী ১৪:১; ১৫:১; ১৬:১; ইব ১১:৩২।
[১৩:২৫] কাজী ৩:১০।
[১৪:১] কাজী ১৩:২৪।
[১৪:২] পয়দা ২১:২১।
[১৪:৩] পয়দা ৩৪:১৪; ১শামু

এটাই ছিল তার বিষয়।

১৩:১৫ একটি ছাগলের বাচ্চার মাংস রান্না করে। এই খাবারকে সুস্বাদু খাবার হিসেবে ধরা হতো। প্রাচীন প্রাচ্যের দেশগুলোতে মেহমানদারী ও দয়া করা একটি সাধারণ চর্চা ছিল (৬:১৮-১৯; পয়দা ১৮:১-৮ দেখুন)।

১৩:১৭ আপনার নাম কি? একজন ফেরেশতার পরিচয় খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা হতো।

আপনার কথা সফল হলে। ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার মধ্য দিয়ে একজন নবী যে সত্যিকার নবী তা প্রকাশ পেত (দ্বি:বি: ১৮:২১-২২; ১ শামু ৯:৬)।

১৩:১৮ তা তো আশ্চর্য। এই বাক্যটি অন্যভাবেও অনুবাদ করা যায়: 'নামের অর্থ কেউ বুঝতে পারে না'। ইশাইয় ৯:৬ আয়াতে এই হিব্রু শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে 'আশ্চর্য' এমন একজনের কাছে আবেদন করা যিনি "শক্তিমান আল্লাহ্" হিসেবে পরিচিত।

১৩:২২ মারা পড়বো। দেখুন ৬:২৩ এবং পয়দা ১৬:১৩; ৩২:৩০ আয়াত।

১৩:২৪ শামাউন। নামটি হিব্রু শব্দের অর্থ "সূর্য" অথবা "উজ্জ্বলতা" থেকে এসেছে এবং এখানে সন্তান জন্মাবার আনন্দের অভিব্যক্তি হিসাবে শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

বালকটি বেড়ে উঠলেন ও মাবুদ তাঁকে দোয়া করলেন। দেখুন ১ শামু ২:২৬ শামুয়েলের ক্ষেত্রে এবং লূক ২:৫২ ঈসার ক্ষেত্রে একই অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৩:২৫ তাঁকে উত্তেজিত করতে শুরু করলেন। দেখুন ৩:১০; ১১:২৯ আয়াতের নোট।

মহনে-দান। এর অর্থ দানের শিবির। ১৮:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:১ তিম্না। স্থানটি সোরেক উপত্যকায় টেল-বাতাশ হিসেবে পরিচিত, বেৎ-শেমেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এখানে প্রাচীন ফিলিস্তিনী নগরের কাঠামো খুঁজে পেয়েছেন।

ফিলিস্তিনীদের কন্যাদের। শামাউনের অভিবাবকের হতাশার (৩ আয়াত; ইস্ পয়দা ২৬:৩৫; ২৭:৪৬; ২৮:১) কারণ খুব সহজেই বুঝা যায় কারণ কেনান দেশের অ-ইহুদীদের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে তাদের অনেক বিধি-নিষেধ ছিল (হিজ ৩৪:১১, ১৬; দ্বিঃ বিঃ ৭:১,৩; কাজী ৩:৫-৬ দেখুন)।

১৪:২ তাকে এনে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও। পয়দায়েশ ৩৪:৪ দেখুন। পরিবারের কর্তা হিসেবে, বাবা প্রত্যেক ব্যাপারে ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকেন, যার মধ্যে তাদের ছেলেদের জন্য স্ত্রী বেছে নেওয়াটাও অন্তর্ভুক্ত (১২:৯; পয়দা ২৪:৩-৯; শুমারী ১০:৩০ দেখুন)।

১৪:৩ খৎনা-না-করানো। গালাগাল দেবার একটি ভাষা যার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, এরা মাবুদের চুক্তির বা নিয়মের লোক নয়। এই শব্দ বিশেষ করে ফিলিস্তিনীদের জন্য

BACIB International Bible CHURCH

যিপ্তহ

যিপ্তহ নামের অর্থ, *আল্লাহ্ যাকে মুক্ত করেছেন* যা তাঁর কাজের মধ্য দিয়েও এই অর্থ তাঁর জীবনে ফুটে ওঠেছে। তিনি প্রচণ্ড পরাক্রমশালী একজন ব্যক্তি, যিনি অম্মোনীয়দের নিষ্ঠুর শাসন থেকে বনি-ইসরাইলদের মুক্ত করেন এবং ৬ বছর বনি-ইসরাইলদের শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (কাজী ১১:১-৩৩; ১২:৭)। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী, গিলিয়দ পর্বতারোহী এবং হযরত ইলিয়াসের মত একজন যোদ্ধা। ৪৫ বছর তুলনামূলক শান্ত থাকার পরে বনি-ইসরাইলরা আবার বিপথে যায় এবং এই সময়ে অম্মোন সন্তানেরা বনি-ইসরাইলদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। তাদের যন্ত্রণায় গিলিয়দের প্রাচীনেরা যিপ্তহকে আনতে টোব দেশে যান, যেখানে তিনি তার ভাইদের দ্বারা অন্যায়ভাবে পিতার উত্তরাধিকার থেকে বিতাড়িত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার লোকেরা তাকে তাদের প্রধান সেনাপতি বানিয়েছিল। গিলিয়দের বৃদ্ধ নেতারা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাকে সবিনয় অনুরোধ জানান এবং তিনি দেরী না করে অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সম্মত হন। তিনি দুইবার অম্মোন বাদশাহ্র কাছে তার দূত পাঠান, কিন্তু তা বিফলে যায়। যুদ্ধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। জনগণ তার আদেশ মেনে নেয় এবং আল্লাহ্র রূহ্ তার উপর নেমে আসেন। যুদ্ধে লিপ্ত হবার আগে তিনি মানত করেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে আসার সময় সর্বপ্রথম যে তাকে এগিয়ে নেবার জন্য বাড়ি থেকে দরজার বাইরে আসবে সে-ই মাবুদের হবে এবং তাকে দিয়ে তিনি একটি পোড়ানো-কোরবানী দেবেন। অম্মোনীয়রা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তিনি অরোয়ের থেকে মিন্নীতের কাছাকাছি আবেল-করামীম পর্যন্ত ২০টি শহর ও সমতল ভূমির আঙ্গুরক্ষেত পর্যন্ত তাদেরকে আঘাত করে প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড চালান (কাজী ১১:৩৩)। যিপ্তহ অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবার সময় আফরাহীমীয়দের ডাকেন নি বলে তারা অপমান বোধ করে। এই জন্য আফরাহীম এবং গিলিয়দের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হয় (কাজী ১২:৪)। সেখানে অনেক আফরাহমীয় মারা যায়। পরে গিলিয়দীয় যিপ্তহ মারা যান এবং গিলিয়দের একটি গ্রামে তাকে দাফন করা হয় (কাজী ১২:৭)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ঈমানের বীর হিসাবে ইবরানী ১১ অধ্যায়ে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
- তিনি আল্লাহ্র রূহ্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।

তাঁর জীবনের দুর্বলতা ও ভুলগুলো:

- তাঁর সৎভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করেছিল সেই কারণে তাঁর মন তিক্ত ছিল।
- তিনি বিজয়ের আগেই চিন্তা-ভাবনা না করে যে মানত বা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই মানত পূরণ করার জন্য তাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- একজন লোকের অতীত জীবন যেমনই থাকুক না কেন তবুও আল্লাহ্ তাকে তাঁর গৌরবের জন্য প্রচণ্ড পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** গিলিয়দ
- **কাজ:** একজন যোদ্ধা, একজন বিচারকর্তা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: গিলিয়দ

মূল আয়াত: “পরে যিপ্তহ অম্মোনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তাদের কাছে পার হয়ে গেলে মাবুদ তাদেরকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন” (কাজীগণ ১১:৩২)।

যিপ্তহের কথা কাজীগণের বিবরণ কিতাবের ১১:১-১২:৭ আয়াতে লেখা আছে। এছাড়া, ১ শামুয়েল ১২:১১ এবং ইবরানী ১১:৩২ আয়াতে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তোমার জ্ঞাতিদের মধ্যে ও আমার সমস্ত
স্বজাতির মধ্যে কি কোন কন্যা নেই যে, খৎনা-না
-করানো ফিলিস্তিনীদের কন্যা বিয়ে করতে
চাচ্ছো? শামাউন পিতাকে বললেন, তুমি আমার
জন্য তাকেই আনাও, কেননা আমার দৃষ্টিতে সে
খুবই সুন্দরী। ৪ কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা জানতেন
না যে, ওটা মাবুদ থেকে হয়েছে, কারণ তিনি
ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে সুযোগ খুঁজছিলেন। সেই
সময়ে ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলের উপরে কর্তৃত্ব
করতো।
৫ পরে শামাউন ও তাঁর পিতা-মাতা তিম্নায়
নেমে গেলেন, তিম্নাস্থ আঙ্গুর-ক্ষেতে উপস্থিত
হলে দেখ, একটি যুব সিংহ শামাউনের সম্মুখে
এসে গর্জন করে উঠলো। ৬ তখন মাবুদের রূহ্
তাঁর উপরে সবলে আসলেন, তাতে তাঁর হাতে
কিছু না থাকলেও তিনি ছাগলের বাচ্চা ছিঁড়বার
মত ঐ সিংহকে ছিঁড়ে ফেললেন, কিন্তু কি
করেছেন তা পিতামাতাকে বললেন না। ৭ পরে
তিনি গিয়ে সেই কন্যার সঙ্গে আলাপ করলেন;
আর সে শামাউনের দৃষ্টিতে খুবই সুন্দরী বলে
মনে হল। ৮ কিছুকাল পরে তিনি তাকে বিয়ে
করতে সেই স্থানে ফিরে গেলেন এবং সেই

১৪:৬।

[১৪:৪] দ্বি:বি ২:৩০।

[১৪:৬] ১শামু ১৭:৩৫।

[১৪:১০] পয়দা ২৯:২২।

[১৪:১২] শুমারী ১২:৮; ইহি ১৭:২; ২০:৪৯; ২৪:৩; হোশেয় ১২:১০।

[১৪:১৪] আয়াত ১৮।

সিংহের শব দেখবার জন্য পথ ছেড়ে গেলেন;
আর দেখ, সিংহের দেহে এক ঝাঁক মৌমাছি ও
মধুর চাক রয়েছে। ৯ তখন তিনি মধুর চাক
হাতে নিয়ে চললেন, ভোজন করতে করতে
চললেন এবং পিতা-মাতার কাছে গিয়ে
তাঁদেরকেও কিছু দিলে তাঁরাও ভোজন করলেন;
কিন্তু সেই মধু যে সিংহের দেহ থেকে এনেছে তা
তিনি তাঁদেরকে বললেন না।
১০ পরে তাঁর পিতা সেই রমণীর কাছে নেমে
গেলে শামাউন সেই স্থানে ভোজ প্রস্তুত করলেন,
কেননা যুবালোকদের সেই রকম রীতি ছিল।
১১ আর তাঁকে দেখে ফিলিস্তিনীরা তাঁর কাছে
থাকতে ত্রিশ জন সহচরকে আনলো।
১২ শামাউন তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের
কাছে একটি ধাঁধা বলি, তোমরা যদি এই
উৎসবের সাত দিনের মধ্যে তার অর্থ বুঝে
আমাকে বলে দিতে পার, তবে আমি
তোমাদেরকে ত্রিশটি জামা ও ত্রিশ জোড়া কাপড়
দেব। ১৩ কিন্তু যদি আমাকে তার অর্থ বলতে না
পার, তবে তোমরা আমাকে ত্রিশটি জামা ও ত্রিশ
জোড়া কাপড় দেবে। তারা বললো, তোমার
ধাঁধাটি বল, আমরা শুনি। ১৪ তিনি তাদেরকে

ব্যবহার করা হয়ে থাকে (১ শামু ১৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

আমার দৃষ্টিতে সে খুবই সুন্দরী। এই অভিব্যক্তির জন্য হিব্রুতে যে বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হল "আমার চোখে সঠিক"। সেই অনুবাদের সাথে মিল রেখেই ১৭:৬; ২১:২৫ আয়াতের অনুবাদের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। লেখক এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যা ১৭-২১ অধ্যায়ে ঘুরে ঘুরে এসেছে।

১৪:৪ ওটা মাবুদ থেকে হয়েছে। দেখুন ইউসা ১১:২০; ১ বাদশাহ্ ১২:১৫ আয়াত। প্রভু তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে গুনাহ্গার মানুষের দুর্বলতাগুলো ব্যবহার করেছেন এবং যেন তাঁর নামের গৌরব হয় (পয়দা ৪৫:৮; ৫০:২০; ২ খান্দান ২৫:২০; প্রেরিত ২:২৩; ৪:২৮; রোমীয় ৮:২৮-২৯ আয়াত দেখুন)।

১৪:৫ তিম্নাস্থ আঙ্গুর-ক্ষেত। সোরেক উপত্যকা যেখানে তিম্না অবস্থিত ছিল এবং এর চারদিকের এলাকা তাদের বিলাসবহুল আঙ্গুর ক্ষেতের জন্য বিখ্যাত ছিল। যারা নাসরীয় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে তাদের জন্য এই রকম আঙ্গুর-ক্ষেত সত্যিই প্রলোভনের জায়গা ছিল (শুমারী ৬:১-৪)।

একটি যুব সিংহ শামাউনের সম্মুখে এসে গর্জন করে উঠলো। লেখকের ভাষা এখানে ঠিক এমনই যে, তিনি ১৫:১৪ আয়াতে বলেছেন 'তাঁর কাছে গিয়ে জয়ধ্বনি করলো'। এর মধ্য দিয়ে এই ব্যাপারটি পাঠকদের লেখকের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে যে, আঙ্গুর ক্ষেতে যে সিংহের গর্জন প্রকৃত অর্থে তা ফিলিস্তিনীদেরই হুংকার যারা ইহুদীদের শত্রু ছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে শামাউনকে আল্লাহ্ প্রস্তুত করছেন। পরবর্তীতে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে একই ভাবে জালুত সিংহের মত গর্জে উঠেছিল, যাকে দাউদ হত্যা করেছিলেন।

যুবসিংহ। কেনান দেশের দক্ষিণ অংশে সিংহ দেখতে পাওয়া একটি সাধারণ একটি ব্যাপার ছিল (১ শামু ১৭:৩৪; ২ শামু ২৩:২০; ১ বাদশাহ্ ১৩:২৪; ২০:৩৬)।

১৪:৬ তখন মাবুদের রূহ্ তাঁর উপরে সবলে আসলেন। দেখুন ১৩:২৫; ১৪:১৯; ১৫:১৪। এছাড়া ৩:১০; ১১:২৯ আয়াতের নোটও দেখুন।

ঐ সিংহকে ছিঁড়ে ফেললেন। এই রকম অদ্বিতীয় শক্তির দিয়ে আল্লাহ্‌র রূহ্ শামাউনকে শক্তিশালী করলেন ফিলিস্তানীদের উপর জয়লাভ করতে। পরবর্তীতে দাউদ (১ শামু ১৭:৩৪-৩৭) এবং বনায় (২ শামু ২৩:২০) এর উপর একই রকম ভাবে পাক-রূহের শক্তি নেমে এসেছিল।

১৪:৯ তিনি মধুর চাক হাতে নিয়ে। শামাউন এইভাবে তার নাসরীয় ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল (শুমারী ৬:৬-৭) যেন তিনি মিষ্টি জাতীয় কিছুর স্বাদ নিয়ে আনন্দ করতে পারেন।

১৪:১০ ভোজ প্রস্তুত করলেন। প্রাচীন প্রাচ্যের দেশগুলোতে বিয়ের সময়ে বিশেষ ভোজ একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল (পয়দা ২৯:২২ দেখুন) এবং এখানে সেই ভোজের উৎসব সাত দিন ধরে চলছিল (১২ আয়াত; পয়দা ২৯:২৭ দেখুন)। এই রকম ভোজে মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকত, তাই খুব সম্ভবত শামাউন তার নাসরীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন (১৩:৪, ৭ দেখুন)।

১৪:১১ সহচর। এরা হচ্ছে "বর পক্ষের অতিথি" (মথি ৯:৫)। সম্ভবত তাদেরকে লুটেরাদের হাত থেকে বিবাহ অনুষ্ঠান রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৪:১২ ধাঁধা। প্রাচীন জগতে ভোজের উৎসবে এবং বিশেষ উৎসবগুলোতে ধাঁধার ব্যবহার খুব জনপ্রিয় ছিল।

কাপড়। এটি উল্লেখ্য যে, কাপড়ের সঙ্গে রূপার টাকা তখনকার দিনে বেশ মূল্যবান সামগ্রী ছিল (পয়দা ৪৫:২২; ২ বাদশাহ্ ৫:২২; জাকা ১৪:১৪ দেখুন)।

১৪:১৪ খাদক থেকে বের হল খাদ্য। শামাউন সেই সিংহের কথা বলেছেন যে সিংহকে তিনি হত্যা করেছিলেন এবং সেটির

বললেন, “খাদক থেকে বের হল খাদ্য, বলবান
থেকে বের হল মিষ্ট দ্রব্য”। তারা তিন দিনে সেই
ধাঁধার অর্থ করতে পারল না।
[১৫] পরে সপ্তম দিনে তারা শামাউনের স্ত্রীকে
বললো, তুমি তোমার স্বামীকে বোঝাও যাতে তিনি
ধাঁধাটির অর্থ আমাদেরকে বলেন; নতুবা আমরা
তোমাকে ও তোমার পিতৃকুলকে আগুনে পুড়িয়ে
মারব। তোমরা আমাদেরকে নিঃস্ব করার জন্যই
এই স্থানে দাওয়াত করেছ, তাই না? [১৬] তখন
শামাউনের স্ত্রী স্বামীর কাছে কাঁদতে কাঁদতে
বললো, তুমি আমাকে কেবল ঘৃণা করছো,
ভালবাস না; আমার স্বজাতির লোকদেরকে
একটি ধাঁধা বললে, কিন্তু আমাকে তা বুঝিয়ে
দিলে না। তিনি তাকে বললেন, দেখ, আমার
পিতা-মাতাকেও তা বুঝিয়ে দেইনি, সেখানে
তোমাকে কি বুঝাব? [১৭] তাঁর স্ত্রী উৎসব-সপ্তাহের
শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে কান্নাকাটি করলো; পরে
তিনি সপ্তম দিনে তাকে বলে দিলেন; কেননা সে
তাঁকে পীড়াপীড়ি করেছিল। পরে ঐ স্ত্রী স্বজাতির
লোকদেরকে ধাঁধার অর্থ বলে দিল। [১৮] পরে
সপ্তম দিনে সূর্য অস্ত যাবার আগে ঐ নগরের
লোকেরা তাঁকে বললো, মধুর চেয়ে মিষ্ট কি?
আর সিংহের চেয়ে বলবান কি? তিনি তাদেরকে
বললেন, তোমরা যদি আমার গাভী দ্বারা চাষ না
করতে, আমার ধাঁধার অর্থ খুঁজে পেতে না।
[১৯] পরে মাবুদের রূহ্ তাঁর উপরে সবলে

[১৪:১৫] কাজী ১৬:৫; হেদা ৭:২৬।
[১৪:১৬] কাজী ১৬:১৫।
[১৪:১৭] ইষ্টের ১:৫।
[১৪:১৯] কাজী ৩:১০।
[১৪:২০] কাজী ১৫:২, ৬; ইউ ৩:২৯।
[১৫:১] পয়দা ৩০:১৪।
[১৫:২] কাজী ১৪:২০।
[১৫:৪] সোলায় ২:১৫।
[১৫:৫] হিজ ২২:৬; ২শামু ১৪:৩০-৩১।

আসলেন, আর তিনি অস্কিলোনে নেমে গিয়ে
সেই স্থানের ত্রিশজনকে আঘাত করে তাদের
কাপড় খুলে নিয়ে ধাঁধার অর্থকারীদেরকে জোড়া
জোড়া কাপড় দিলেন। আর তিনি রাগে জ্বলতে
জ্বলতে তাঁর পিতার বাড়িতে ফিরে গেলেন।
[২০] পরে শামাউনের যে সখা তাঁর বন্ধু ছিল, তার
হাতে তাঁর স্ত্রীকে তুলে দেওয়া হল।

ফিলিস্তিনীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ

১৫ [১] কিছু কাল পরে গম কাটার সময়ে
শামাউন একটি ছাগলের বাচ্চা সঙ্গে
নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।
তিনি বললেন, আমি আমার স্ত্রীর কাছে অন্তঃ-
পুরে যাব; কিন্তু সেই স্ত্রীর পিতা তাঁকে ভিতরে
যেতে দিল না। [২] তার পিতা বললো, আমি
নিশ্চয় মনে করেছিলাম, তুমি তাকে নিতান্তই
ঘৃণা করলে, তাই আমি তাকে তোমার সখার
হাতে তুলে দিয়েছি; তার কনিষ্ঠা বোন কি তার
চেয়ে সুন্দরী নয়? আরজ করি, এর পরিবর্তে
তাকেই গ্রহণ কর। [৩] শামাউন তাদেরকে
বললেন, এবার আমি ফিলিস্তিনীদের অনিষ্ট
করলেও আমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না।
[৪] পরে শামাউন গিয়ে তিন শত শৃগাল ধরে
মশাল নিয়ে তাদের লেজে লেজে যোগ করে
দু'টা করে লেজে এক এক মশাল বাঁধলেন।
[৫] পরে সেই মশালে আগুন দিয়ে ফিলিস্তিনীদের
শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিলেন; তাতে বাঁধা আটি,

কঙ্কাল থেকে তিনি খাওয়ার জন্য মধু নিয়েছিলেন। তিনি খুব সাহসীকতার সঙ্গে ফিলিস্তিনীদের সাথে তার ধাঁধা ব্যবহার করে বুদ্ধির যুদ্ধে তার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, লেখক এখানে শামাউনের ধাঁধাকে ব্যবহার করে শামাউনের দুঃখময় ইতির শীতল পূর্বাভাস দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র শামাউনকে আমাদের কাছে একজন “খাদক” (মধুর) এবং শামাউনকে একজন “শক্তিশালী” (যিনি একটি শক্তিশালী সিংহের হত্যাকারী) হিসেবে তুলে ধরেছেন। শেষে, তিনি আমাদের কাছে অন্ধ শামাউনকে তুলে ধরেছেন যিনি জেলখানায় শস্য মারাচ্ছে যারা তাকে বন্দি করেছে তাদের হাসিঠাট্টার পাত্র হিসাবে (১৬:২১: খাদকের কাছ থেকে ফিলিস্তানীরা খাবারের জন্য কিছু পেয়েছিল) এবং যারা তাকে বন্দি করেছে তিনি তাদের মনরঞ্জন করছেন (১৬:২৫: শক্তিশালী একজন থেকে ফিলিস্তিনীরা মিষ্টি জাতীয় কিছু পেয়েছিল)।

১৪:১৬ তুমি আমাকে ... ভালবাস না। দলীলা একই কৌশল ব্যবহার করেছিল (১৬:১৫)।

১৪:১৮ মধুর চেয়ে মিষ্ট কি? আর সিংহের চেয়ে বলবান কি? ফিলিস্তানীরা ধাঁধার উত্তর ধাঁধা দ্বারা দিয়েছিল। তাদের কাছে ধাঁধার উত্তর প্রকাশ করে দেওয়াটা ছিল শামাউনের বড় দুর্বলতা। তাদের ধাঁধার উত্তর হল “ভালবাসা,” অথবা অন্তত পক্ষে “যৌন আকাঙ্খা,” এবং এই সব বিষয়ই শামাউনকে ফিলিস্তানীদের কাছে নিয়ে আসার জন্য আকর্ষণ করেছিল এবং এভাবেই তা তাকে পতনের দিকে নিয়ে গেছে। এছাড়া ইতিমধ্যেই তার সর্বনাশের আভাস এখান থেকে পাওয়া যায় যখন তার ভালবাসার কারণে তিনি ফিলিস্তিনী মেয়ের সৌন্দর্যের কাছে এবং তার মেয়েলী ছলনার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

আমার গাভী। সঠিক অর্থ বকনা বাছুর আর এখানে শামাউনের স্ত্রীকে বুঝিয়েছে (১৫ আয়াত দেখুন)। আর বকনা বাছুর চাষের জন্য ব্যবহৃত হতো না, তাই শামাউন তাদের অন্যায় দাবির জন্য তাদের দোষী করেছিলেন।

১৪:১৯ মাবুদের রূহ্ তাঁর উপরে সবলে আসলেন। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল শামাউনের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনীদের নত করা।

অস্কিলোন। প্যালেষ্টাইনের পাঁচটি প্রধান নগরের একটি।

১৪:২০ যে সখা তাঁর বন্ধু ছিল। ১৫:২ দেখুন; সম্ভবত এই যুবক যে শামাউনের বিয়ের সময়কার বন্ধু ছিল (ইউনুস ৩:২৯), হয়তো সে ৩০ জন সঙ্গীদের মধ্যে একজন হয়ে থাকবে (১১ আয়াত)।

১৫:১ গম কাটার সময়ে। মে মাসের শেষ দিকের কাছাকাছি অথবা জুন মাসের প্রথম দিকে ফসল সংগ্রহ করার সময় আসে (রূত ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

ছাগলের বাচ্চা। এটি প্রথাগত উপহার ছিল, যেমন এহুদা তামরের সঙ্গে দেখা করার সময়ে নিয়ে গিয়েছিল (পয়দা ৩৮:১৭)।

১৫:২ তার কনিষ্ঠা বোন। শামাউনের শশুর অনুভব করেছিল তার একটি পাল্টা প্রস্তাব দিতে হবে কারণ শামাউনের কাছ থেকে কনের মূল্য বা পন নিয়েছিল। একই রকম বৈবাহিক লেনদেন লাবন এবং ইয়াকুবের মধ্যে (পয়দা ২৯:১৬-২৮) এবং তালুত ও দাউদের মধ্যে হয়েছিল (১ শামু ১৮:১৯-২১)।

১৫:৫ সবই পুড়ে গেল। একটি দীর্ঘ শুকনো মৌসুমের পর গম

ক্ষেতের শস্য ও জলপাই গাছের বাগান সবই
পুড়ে গেল। ৬ তখন ফিলিস্তিনীরা জিজ্ঞাসা
করলো, এই কাজ কে করলো? লোকেরা বললো,
তিম্নায়ীয়ের জামাতা শামাউন করেছে; যেহেতু
তার শ্বশুর তার স্ত্রীকে নিয়ে তার সখার হাতে
তুলে দিয়েছে। তাতে ফিলিস্তিনীরা এসে সেই স্ত্রী
ও তার পিতাকে আগুনে পুড়িয়ে মারল।
৭ শামাউন তাদের বললেন, তোমরা যদি এই
রকম কাজ কর তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের
উপর প্রতিশোধ না নিয়ে থামবো না। ৮ পরে
তিনি তাদেরকে আঘাত করলেন, নিষ্ঠুরভাবে
আঘাত করে অনেককে হত্যা করলেন; আর
নেমে গিয়ে ঐটম শৈলের ফাটলে বাস করলেন।
৯ আর ফিলিস্তিনীরা উঠে গিয়ে এহুদা দেশে
শিবির স্থাপন করে লিহী ঘেরাও করলো।
১০ তাতে এহুদার লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো,
তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন আসলে? তারা
বললো, শামাউনকে বাঁধতে এসেছি; সে
আমাদের প্রতি যেমন করেছে, আমরাও তার
প্রতি তেমনি করবো। ১১ তখন এহুদার তিন
হাজার লোক ঐটম শৈলের ফাটলে নেমে গিয়ে
শামাউনকে বললো, ফিলিস্তিনীরা যে আমাদের
মালিক, তা কি তুমি জান না? তবে আমাদের
প্রতি তুমি এ কি করলে? তিনি বললেন, তারা
আমার প্রতি যেমন করেছে, আমিও তাদের প্রতি
তেমনি করেছি। ১২ তারা তাঁকে বললো, আমরা
ফিলিস্তিনীদের হাতে তুলে দেবার জন্য তোমাকে
বাঁধতে এসেছি। শামাউন তাদেরকে বললেন,
তোমরা আমাকে আক্রমণ করবে না, আমার
কাছে এই কসম খাও। ১৩ তারা বললো, না,
কেবল তোমাকে সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে তাদের হাতে
তুলে দেব; কিন্তু আমরা যে তোমাকে হত্যা
করবো তা নয়। পরে তারা দুই গাছা নতুন দড়ি
দিয়ে তাঁকে বেঁধে ঐ শৈল থেকে নিয়ে গেল।
১৪ তিনি লিহীতে উপস্থিত হলে ফিলিস্তিনীরা তাঁর
কাছে গিয়ে জয়ধ্বনি করলো। তখন মাবুদের রূহ্‌
সবলে তাঁর উপরে আসলেন, আর তাঁর দুই
বাহুস্থিত দু'টি দড়ি আগুনে পোড়ানো শণের মত
হল এবং তাঁর দুই হাত থেকে বেড়ি খসে
পড়লো। ১৫ পরে তিনি একটি গাধার কাঁচা
চোঁয়াল দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে তা নিলেন
এবং তা দিয়ে এক হাজার লোককে আঘাত করে
মেরে ফেললেন। ১৬ আর শামাউন বললেন,
গাধার চোঁয়াল দ্বারা রাশির উপরে রাশি হল,
গাধার চোঁয়াল দ্বারা হাজার জনকে আঘাত
করলাম।
১৭ পরে তিনি কথা সমাপ্ত করে হাত থেকে ঐ
চোঁয়াল নিক্ষেপ করলেন, আর সেই স্থানের নাম
রামৎ-লিহী [চোঁয়াল-পাহাড়] রাখলেন।
১৮ পরে তিনি ভীষণ পিপাসিত হওয়াতে মাবুদকে
ডেকে বললেন, তুমি তোমার গোলামের হাত
দিয়ে এই মহানিস্তার সাধন করেছ, এখন আমি
পিপাসায় মারা পড়ি ও খৎনা-না-করানো
লোকদের হাতে পড়ি। ১৯ তাতে আল্লাহ্‌ লিহীতে
একটি ফাঁপা স্থান খুলে দিলেন ও তা থেকে পানি
বের হল; তখন তিনি পানি পান করলে তাঁর প্রাণ
ফিরে এল ও তিনি সজীব হলেন; অতএব তার
নাম ঐন্‌-হক্কোরী (আহ্বানকারীর ফোয়ারা) রাখা

[১৫:৮] ইশা ২:২১।
[১৫:১১] কাজী ১৪:৪; জবুর ১০৬:৪০-৪২।
[১৫:১২] পয়দা ৪৭:৩১।
[১৫:১৩] কাজী ১৬:১১, ১২।
[১৫:১৪] কাজী ৩:১০।
[১৫:১৫] লেবীয় ২৬:৮।
[১৫:১৬] ইয়ার ২২:১৯।
[১৫:১৮] কাজী ১৬:২৮।
[১৫:১৯] পয়দা ৪৫:২৭; ১শামু ৩০:১২; ইশা ৪০:২৯।
[১৫:২০] কাজী ১৬:৩১।

কাটবার (১ আয়াত) সময় আসে, সেজন্য মাঠ প্রচণ্ড ভাবে আগুনের উপযোগী হয়ে উঠে। শামাউনের শস্যক্ষেত্র পোড়ানোটা তার ধ্বংসের একটি ছবি যেটা ফিলিস্তিনীদের দাগোন (যার অর্থ "শস্য") দেবতার মন্দিরে (১৬:২৩-৩০; ১০:৬ আয়াতের উপরের নোটও দেখুন) ঘটেছিল এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

১৫:৬ তার শ্বশুর তার স্ত্রীকে নিয়ে তার সখার হাতে তুলে দিয়েছে। দেখুন ১৪:২০ আয়াত।

১৫:৭ প্রতিশোধ। প্রাচীন প্রাচ্যের দেশগুলোর মানুষের জীবনে প্রতিশোধ নেওয়াটা একটি সাধারণ বিষয় ছিল। এজন্য মাবুদ ছয়টি আশ্রয়-নগর বনি-ইসরাইলদের জন্য ঠিক করে রেখেছিলেন যেন এরকম সীমাহীন হত্যাযজ্ঞ প্রতিরোধ করা যায় (ইউসা ২০:১-৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে শামাউনের প্রতিশোধ নেওয়ার কাজটি যেন এমন একটি কাজ যা তার চোখে সন্তুষ্টজনক ছিল (১৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন; ইহি ২৪:১৬ আয়াত দেখুন)। এটি এমন একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ফিনিস্তিনীরাও এর প্রতিশোধ হিসাবে তার চোখ উপরে নেবে (১৬:২৮)।

১৫:৯ লিহী। এর অর্থ "চোয়ালের হাড়।" এই অঞ্চলের নাম খুব সম্ভবত এই ঘটনা ঘটার আগে হয় নি; লেখক এই ঘটনার কথা বর্ণনা করতে গিয়েই এই নাম ব্যবহার করেছেন।

১৫:১১ এহুদার তিন হাজার লোক। কাজীগণের সময়ে এটি একটি একমাত্র উল্লেখ যখন এহুদা থেকে এত বড় সংখ্যার একটি দল বের হয়ে এসেছে (১:২ আয়াতের নোট দেখুন)। এহুদার লোকেরা শামাউনের শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিল, সেজন্য এমনকি বড় একটি দলও তাকে বাঁধার জন্য চেষ্টা করে নি তার সম্মতি ছাড়া (১২-১৩ আয়াত)।

ফিলিস্তিনীরা যে আমাদের মালিক। তখন এহুদার বেশিরভাগ এলাকা ফিলিস্তিনীরা শাসন করতো এবং এখানে যে বংশ ছিল তারা এই শাসন মেনে নিয়েছিল। এখানে যে সৈন্যদলটিকে আমরা দেখতে পাই সেই দল তারা শামাউনকে সাহায্যের জন্য নয়, বরং তাকে ধরে ফিলিস্তিনীদের কাছে দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ১:২ এবং ২০:৮ আয়াতে এহুদা-বংশকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এটি তার বিপরীত।

১৫:১৪ জয়ধ্বনি করলো। এটি একটি যুদ্ধ জয়ের চিৎকার (১ শামু ১৭:৫২ দেখুন)। তারা শামাউনের বিরুদ্ধে এমনভাবে চিৎকার করতে এসেছিল যেন সিংহ তার বিরুদ্ধে গর্জন করতে এসেছে (১৪:৫)।

১৫:১৫ এক হাজার লোককে। এটা অনেকটা শমগড়ের বীরত্বের মত যিনি একটি ষাড়ের হাড় দিয়ে ৬০০ ফিলিস্তানীকে হত্যা করেছিলেন (৩:৩১)।

১৫:১৮ এখন আমি পিপাসায় মারা পড়ি। সবকিছুর পর, শক্তিশালী শামাউন ছিল শুধুমাত্র একজন মানুষ।

১৫:১৯ তা থেকে পানি বের হল। আল্লাহ্‌ শামাউনের জন্য

হল; তা আজও লিহীতে আছে।
[২০] ফিলিস্তিনীদের সময়ে তিনি বিশ বছর পর্যন্ত
ইসরাইলের বিচার করলেন।

শামাউন ও দলীলা

১৬ [১] আর শামাউন গাজায় গিয়ে সেখানে
একটা পতিতাকে দেখে তার কাছে
গমন করলেন। [২] এই কথা শুনে গাজার লোকেরা
বলল, শামাউন এই স্থানে এসেছে। তাই তারা
তাঁকে ঘেরাও করে সমস্ত রাত তাঁর জন্য নগর-
দ্বারে লুকিয়ে রইলো, সমস্ত রাত চুপ করে
রইলো, বললো, প্রাতঃকালে আলো হলেই আমরা
তাকে হত্যা করবো। [৩] কিন্তু শামাউন মাঝ রাত
পর্যন্ত শয়ন করলেন, মাঝ রাতে উঠে তিনি নগর-
দ্বারের অর্গলসুদ্ধ দুই কবাট ও দুই বাঁজু ধরে
উপড়ে ফেললেন এবং কাঁধে করে হেবরনের
সম্মুখস্থ পর্বতের চূড়ায় নিয়ে গেলেন।
[৪] এরপরে তিনি সোরেক উপত্যকার দলীলা
নামে এক জন স্ত্রীলোককে ভাল-বাসলেন।
[৫] তাতে ফিলিস্তিনীদের ভূপালেরা সেই স্ত্রীর কাছে
এসে তাকে বললেন, তুমি তার কাছ থেকে
কৌশলে জেনে নাও, কিসে তার এমন মহাবল
হয় ও কিসে আমরা তাকে জয় করে কষ্ট দবার
জন্য রাখতে পারব; তাতে আমরা প্রত্যেকে
তোমাকে এগার শত রূপা মুদ্রা দেব। [৬] তখন
দলীলা শামাউনকে বললো, আরজ করি, তোমার
এমন মহাবল কিসে হয়, আর কষ্ট দেবার জন্য
কি দিয়ে তোমাকে বাঁধতে পারা যায় তা আমাকে
বল। [৭] শামাউন তাকে বললেন, শুকিয়ে যায় নি
এমন সাত গাছা কাঁচা শক্ত চিকন দড়ি দিয়ে যদি
তারা আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্বল হয়ে অন্য
লোকের সমান হয়ে পড়বো। [৮] ফিলিস্তিনীদের
ভূপালেরা শুকিয়ে যায় নি এমন সাত গাছা কাঁচা
চিকন দড়ি এনে সেই স্ত্রীকে দিলেন; আর সে তা
দিয়ে তাঁকে বাঁধল। [৯] তখন তার বাড়ির
অভ্যন্তরে গোপনে লোক বসে ছিল। পরে দলীলা
তাঁকে বললো, হে শামাউন, ফিলিস্তিনীরা
তোমাকে ধরতে এসেছে। তাতে আগুনের তাপে
শনের সুতা যেমন ছিন্ন হয়, তেমনি তিনি ঐ
চিকন সমস্ত দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন; এভাবে তাঁর
শক্তির গোপন রহস্য জানা গেল না।
[১০] পরে দলীলা শামাউনকে বললো, দেখ, তুমি
আমাকে উপহাস করলে, আমাকে মিথ্যা কথা
বললে; এখন আরজ করি, কি দিয়ে তোমাকে
বাঁধতে পারা যায়, তা আমাকে বল। [১১] তিনি
তাকে বললেন, যে দড়ি দিয়ে কোন কাজ করা
হয় নি, এমন কয়েক গাছা নতুন দড়ি দিয়ে যদি
তারা আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্বল হয়ে অন্য
লোকের সমান হয়ে পড়বো। [১২] তাতে দলীলা
নতুন দড়ি নিয়ে তা দিয়ে তাঁকে বাঁধল; পরে
তাঁকে বললো, হে শামাউন, ফিলিস্তিনীরা
তোমাকে ধরতে এসেছে। তখন বাড়ির অভ্যন্তরে
গুপ্তভাবে লোক বসেছিল কিন্তু তিনি তাঁর বাহু
থেকে সুতার মত ঐ সমস্ত দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন।
[১৩] পরে দলীলা শামাউনকে বললো, এই পর্যন্ত
তুমি আমাকে উপহাস করলে, আমাকে মিথ্যা
কথা বললে; কি দিয়ে তোমাকে বাঁধতে পারা

[১৬:১] কাজী ১৩:২৪।
[১৬:২] ইউসা ২:৫।
[১৬:৩] ইউসা ১০:৩৬।
[১৬:৪] পয়দা ২৪:৬৭; ৩৪:৩।
[১৬:৫] হিজ ১০:৭; কাজী ১৪:১৫।
[১৬:১১] কাজী ১৫:১৩।

যেমন পানির যোগান দিলেন ঠিক একই ভাবে তিনি তিনি ইসরাইলদের জন্য মরুভূমিতে পানি ও খাবার যুগিয়ে দিয়েছিলেন। দেখুন হিজরত ১৭:১-৭; শুমারী ২০:২-১৩ আয়াত।

১৫:২০ তিনি বিশ বছর পর্যন্ত ইসরাইলের বিচার করলেন। ১২:৭ আয়াতের নোট দেখুন। বিশ বছর একটি জোড় সংখ্যা যা বারবার কাজীগণের কিতাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৬:১ গাজা। দক্ষিণ-পশ্চিম কেনানে ভূমধ্য সাগরের তীরে ফিলিস্তিনীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর।

পতিতা। শামাউন যখন শারীরিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতো তখন তার নৈতিক শক্তি কমে যেত, যা আস্তে আস্তে তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

১৬:২ প্রাতঃকালে। সেই সময়ে তারা আশা করেছিল যে, শামাউন ক্লান্ত হয়ে এখন গভীরভাবে ঘুমাচ্ছে।

১৬:৩ অর্গলসুদ্ধ। সম্ভবত এটি ব্রঞ্জ দিয়ে (১ বাদশাহ্ ৪:১৩) কিংবা লোহা (জবুর ১০৭:১৬; ইশা ৪৫:২) দিয়ে তৈরি।

হেবরনের সম্মুখস্থ। হেবরনের দিকে যেতে যে জায়গা পরে সেই সমস্ত এলাকা। এটি হেবরনের পাহাড়ী এলাকা থেকে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। হেবরন ছিল এহুদার প্রধান নগর, তাই হেবরনে বসবাসকারী লোকেরা শামাউনের প্রতি যা করেছিল এটা ছিল তারই একটা উত্তর (১৫:১১-১৩ দেখুন)।

১৬:৫ ফিলিস্তিনীদের ভূপালেরা। ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

কষ্ট দেবার জন্য রাখতে পারব। ফিলিস্তিনীরা তাকে খুব তাড়াতাড়ি হত্যা করায় আগ্রহী ছিল না; তারা দীর্ঘ সময় ধরে অত্যাচার করে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল।

এগার শত রূপা মুদ্রা। ১৭:১০ এর আলোকে এটি একটি অসাধারণ মূল্য প্রদান (সেখানে নোট দেখুন)। (এখানে পাঁচজন ফিলিস্তিনীর দ্বারা যে মূল্য দেওয়া হয়েছিল তা দিয়ে ২৭৫ জন গোলাম ক্রয় করা যেত, বিশেষভাবে যে দাম ইউসুফকে ক্রয় করার জন্য দেওয়া হয়েছিল (পয়দা ৩৭:২৮ দেখুন)। মিকাহ্ এই সমপরিমাণ রূপা তার মায়ের কাছ থেকে চুরি করেছিল (১৭:২)। মুদ্রার বিষয়ে পয়দায়েশ ২০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৭ সাত গাছা কাঁচা শক্ত চিকন দড়ি। প্রাচীন কালে সাত সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করতো, বিশেষ করে কোন কিছুর সম্পন্ন করা কিংবা পরিপূর্ণতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হতো (পয়দা ৪:১৭-১৮; ৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। খেয়াল করুন যে, শামাউনের চুল সাতটি গোছায় বিভক্ত করা ছিল (৩ আয়াত)।

১৬:১১ নতুন দড়ি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ফিলিস্তিনীরা জানতো না যে, এই পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে শামাউনকে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তারা অকৃতকার্য হয়েছিল (১৫:১৩-১৪)।

১৬:১৩ এতক্ষণ অবজ্ঞা করার পরও শামাউন অহংকারী মন নিয়ে বিপক্ষ ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে খেলা করে আসছিলেন।

মাথার সাত গুচ্ছ চুল তানার সঙ্গে বোনো। সম্ভবত তাঁতের

যায়, আমাকে বল। তিনি বললেন, তুমি যদি
আমার মাথার সাত গুচ্ছ চুল তানার সঙ্গে বোনো
তবে তা সম্ভব হতে পারে। ১৪ তাতে সে তাঁতের
গোঁজের সঙ্গে তা আট্‌কে রেখে তাঁকে বললো,
হে শামাউন, ফিলিস্তিনীরা তোমাকে ধরতে
এসেছে। তখন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে
তানাসুদ্ধ তাঁতের গোঁজ উপড়ে ফেললেন।
১৫ পরে দলীলা তাঁকে বললো, তুমি কি ভাবে
বলতে পার যে, তুমি আমাকে ভালবাস? তোমার
মন তো আমাতে নেই; এই নিয়ে তিনবার তুমি
আমাকে উপহাস করলে; কিসে তোমার এমন
মহাবল হয় তা আমাকে বললে না। ১৬ এভাবে
সে প্রতিদিন কথা দিয়ে তাঁকে পীড়াপীড়ি করে
এমন ব্যস্ত করে তুললো যে, প্রাণধারণে তাঁর
বিরক্তি বোধ হল। ১৭ তাই তিনি মনের সমস্ত
কথা ভেঙে তাকে বললেন, আমার মাথায় কখনও
ক্ষুর উঠে নি, কেননা মায়ের গর্ভ থেকে আমি
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নাসরীয়; ক্ষৌরি হলে আমার
বল আমাকে ছেড়ে যাবে এবং আমি দুর্বল হয়ে
অন্য সব লোকের সমান হয়ে পড়বো।
১৮ দলীলা যখন বুঝল যে, তিনি তাকে মনের
সমস্ত কথা ভেঙে বলেছেন, তখন সে লোক
পাঠিয়ে ফিলিস্তিনীদের ভূপালদেরকে ডেকে এনে
বললো, এবার আসুন, কেননা সে আমাকে মনের
সমস্ত কথা ভেঙে বলেছে। তাতে ফিলিস্তিনীদের
ভূপালেরা টাকা হাতে করে তার কাছে আসলেন।
১৯ পরে সে তার জানুর উপরে তাঁকে ঘুম পাড়াল
এবং এক জনকে ডেকে এনে তাঁর মাথার সাত
গোছা চুল ক্ষৌরি করাল; এভাবে সে তাঁকে কষ্ট
দিতে আরম্ভ করলো, আর তাঁর বল তাঁকে ছেড়ে
গেল। ২০ পরে সে বললো, হে শামাউন,
ফিলিস্তিনীরা তোমাকে ধরতে এসেছে। তখন
তিনি ঘুম থেকে জেগে বললেন, অন্যান্য সময়ের
মত বাইরে গিয়ে গা ঝাড়া দেব, কিন্তু মাবুদ যে
তাঁকে ত্যাগ করেছেন তা তিনি বুঝলেন না।
২১ তখন ফিলিস্তিনীরা তাঁকে ধরে তাঁর দুই চোখ
উৎপাটন করলো এবং তাঁকে গাজায় এনে
ব্রোঞ্জের দুই শিকল দিয়ে বাঁধল; তিনি কারাগারে
যাঁতা পেষণ করতে থাকলেন। ২২ তবুও ক্ষৌরি
হবার পর তাঁর মাথার চুল পুনর্বার বৃদ্ধি পেতে
লাগল।

বিচারকর্তা শামাউনের মৃত্যু

২৩ পরে ফিলিস্তিনীদের ভূপালেরা তাদের দেবতা
দাগোনের উদ্দেশে মহাযজ্ঞ ও আমোদ প্রমোদ
করতে একত্র হলেন; কেননা তাঁরা বললেন,
আমাদের দেবতা আমাদের দুশমন শামাউনকে
আমাদের হাতে দিয়েছেন। ২৪ আর তাঁকে দেখে
লোকেরা নিজেদের দেবতার প্রশংসা করতে
লাগল; কেননা তারা বললো, এই যে ব্যক্তি
আমাদের দুশমন ও আমাদের দেশনাশক, যে
আমাদের অনেক লোক হত্যা করেছে, একে
আমাদের দেবতা আমাদের হাতে দিয়েছেন।
২৫ তাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হলে তারা বললো,
শামাউনকে ডাক, সে আমাদের কাছে কৌতুক
করুক। তাতে লোকেরা কারাগৃহ থেকে
শামাউনকে ডেকে আনলো, আর তিনি তাদের
সম্মুখে কৌতুক করতে লাগলেন। তারা স্তম্ভ
গুলোর মাঝখানে তাঁকে দাঁড় করিয়েছিল।
২৬ পরে যে বালক হাত দিয়ে শামাউনকে
ধরেছিল, তিনি তাকে বললেন, আমাকে ছেড়ে

[১৬:১৫] শুমারী ২৪:১০।
[১৬:১৭] মীখা ৭:৫।
[১৬:১৮] ইউসা ১৩:৩; ১শামু ৫:৮।
[১৬:১৯] মেসাল ৭:২৬-২৭।
[১৬:২০] শুমারী ১৪:৪২; ইউসা ৭:১২; ১শামু ১৬:১৪; ১৮:১২; ২৮:১৫।
[১৬:২১] ইয়ার ৪৭:১।
[১৬:২৩] ১শামু ৫:২; ১খান্দান ১০:১০।
[১৬:২৪] ১শামু ৩১:৯; ১খান্দান ১০:৯।
[১৬:২৫] কাজী ৯:২৭; ১৯:৬, ৯, ২২; রূত ৩:৭; ইষ্টের ১:১০।

মাকুর সঙ্গে। যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, খাড়াভাবে কড়িকাঠের থেকে ঝুলানো সূতা তাঁতের মধ্যে বোনা হতো তার সঙ্গে চুল বোনার কথা বলা হয়েছে। শামাউনের লম্বা চুল সূতা দ্বারা বেনী করা ছিল এবং পিন দ্বারা সূতা আটকানো ছিল বলে কাপড়েরর সঙ্গে তিনি শক্তভাবে আট্‌কে থাকবেন।

১৬:১৯-২০ আর তাঁর বল তাঁকে ছেড়ে গেল ... তা তিনি বুঝলেন না। আল্লাহ্‌ নিজেই ছিলেন শামাউনের চরম শক্তির উৎস আর সেই উৎস তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

১৬:২০ তিনি বুঝলেন না। পুরাতন নিয়মে এটি সবচেয়ে কষ্টদায়ক একটি উক্তি। শামাউন সচেতন ছিলেন না যে, তাকে যে কারণে আহ্বান করা হয়েছিল তিনি তার সঙ্গে বেইমানী করেছেন। তিনি একজন ফিলিস্তিনী স্ত্রীলোককে অনুমতি দিয়েছিলেন তাকে বাঁধতে, অথচ আল্লাহ্‌র তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যে পবিত্র করেছিলেন। মাবুদের একজন বীরযোদ্ধা অসহায়ের মত তার প্রণয়ীর বাহুতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

১৬:২১ দুই চোখ উৎপাটন করলো। যুদ্ধের বন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুর পাশবিক নির্যাতন করে তাদের একেবারে শক্তিহীন করা তখনকার দিনে স্বাভাবিক ছিল (১ শামু ১১:২; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৭; কাজী ১:৬ দেখুন)।

গাজাতে। লজ্জিত এবং দূর্বল অবস্থায় শামাউনকে গাজায় নিয়ে আসা হল আর এই স্থানেই তিনি সবচেয়ে বেশি শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন (১-৩ আয়াত)।

যাঁতা পেষণ করতে থাকলেন। দেখুন ৯:৫৩; ১৪:১৪ আয়াতের নোট।

১৬:২২ তাঁর মাথার চুল পুনর্বার বৃদ্ধি পেতে লাগল। লেখক শামাউনের গল্পের মাধ্যমে এক অসাধারণ সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন যা পুরো কাহিনীটিকে এবং এর পাঠককে আলোকিত করেছে। এখানে শামাউনকে বেছে নেবার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে। আল্লাহ্‌ যিনি শামাউনকে আহ্বান করেছিলেন যদিও তাঁর এই দ্বিধাগ্রস্ত গোলাম পতিত হয়েছে কিন্তু তবুও তিনি তাকে একেবারে ত্যাগ করেন নি– একইভাবে পতিত ইসরাইলকেও তিনি একেবারে ত্যাগ করেন নি যদিও তারা বার বার পতিত হয়েছে।

১৬:২৩ দাগোনের। দেখুন ১০:৬; ১৫:৫ আয়াতের নোট।

আমাদের দেবতা আমাদের দুশমন শামাউনকে আমাদের হাতে দিয়েছেন। একটি জাতীয় বিজয়ের পরে তাদের জাতীয় দেবতাদের প্রতি সম্মান দেখানো একটি সাধারণ কাজ ছিল যার মধ্য দিয়ে তারা বিজয় উৎসব পালন করতো।

১৬:২৫ কৌতুক করুক। দেখুন ১৪:১৪ আয়াতের নোট।

শামাউন

শামাউন নামের অর্থ, "বিস্ময়কর বেহেশতী অনুপ্রেরণা দান," বা সূর্যের মত উজ্জল। আল্লাহ্ তাঁকে প্রভু ঈসা মসীহের মত শিশুকালেই দোয়া করেছিলেন (১৩:২৪)। কাজীগণের কিতাব থেকে আমরা জানতে পারি যে, মাবুদ তাঁকে শক্তি দান করেছিলেন। তবে শামাউন ফিলিস্তিনীদের গলিয়াৎ বীরের মত ছিলেন না। তাঁর শক্তি প্রকৃতিগত পাশবিক শক্তি ছিল না, ছিল রূহানিক শক্তি। শামাউন তিম্নাতে একটি সিংহকে হত্যা করলে তাঁর শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি এক ফিলিস্তিনী মেয়েকে পছন্দ করেন ও তাকে বিয়ে করেন। তাঁর বিয়ের ভোজে স্ত্রীর ছলনায় ফিলিস্তিনী লোকেরা তাঁর ধাঁধার উত্তর দিয়েছিল বলে তিনি ত্রিশ জন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে তাদের পোশাক নিয়ে নিয়ে তাদের দিয়েছিলেন। এই ঘটনার জেরে তাঁর স্ত্রীকে হারিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি তিনশো শেয়ালের লেজে মশাল বেঁধে আগুন ধরিয়ে ফিলিস্তিনীদের ফসলের ক্ষতি করেন। ফিলিস্তিনীরা তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুরকে আগুনে পুড়িয়ে মারে; যার প্রতিশোধ হিসেবে তিনি ঐটম পাহাড়ের কাছে আল্লাহ্র রূহের শক্তিতে মরা একটি গাধার চোয়াল দিয়ে এক হাজার লোককে হত্যা করেন। এরপর তিনি দলীলা নামে এক ফিলিস্তিনী নারীর প্রেমে পড়েন। নারীসঙ্গ লাভের লালসার ফলে শামাউন তাঁর রূহানিক শক্তি এবং মানবিক শক্তি দু'টোই হারিয়ে ফেলেন। তার শক্তির উৎসের গোপন কথা তিনি তার কাছে ফাঁস করে দেন ও এর ফলে তার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে ও ফিলিস্তিনীরা তাঁকে বন্দি করে অন্ধ করে দেয়। তিনি নাসরীয় হয়েও সেই ব্রত রক্ষা করেননি বলে তাঁর রূহানিক শক্তি চলে যায়। তবে মুনাজাতের মাধ্যমে তিনি আবার তা ফিরে পান। ফিলিস্তিনীরা তাদের দেবতা দাগোনোর প্রশংসা করার জন্য ও বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্ মাবুদকে তিরস্কার করার একদল ফিলিস্তিনী জনতার সাথে তাদের শাসনকর্তারা একটি বিরাট মন্দিরে জমায়েত হয়। ছাদের উপর থেকে প্রায় তিন হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোক শামাউনকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা দেখছিল। শামাউন সেই মন্দিরের থাম ধরে টান মারলে সেই ঘর ভেঙ্গে পরে ও তিন হাজার লোক মারা পরে। জীবিত থাকতে যত না লোক তিনি মেরেছিলেন তার চেয়ে বেশি লোক সেই দিন মারা পড়ে। তিনি নিজেও সেখানে মারা যান। শামাউন বনি-ইসরাইলদের কুড়ি বছর শাসন করেছিলেন। শারীরিক শক্তিতে বলবান নাসরীয় শামাউন হযরত শামুয়েলের জন্য পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। রূহানিক বীর নাসরীয় শামাউন যে উদ্ধার কাজ শুরু করেছিলেন তা শেষ করেন হযরত শামুয়েল। শামাউনের ঈমানের দ্বারা রাজ্য জয়ের কাহিনী সত্যিকারভাবে আল্লাহ্র ওয়াদার পূর্ণতা সাধন করেছিল (ইব ১১:৩২; মথি ২১:২১)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- জন্ম থেকেই একজন নারসীয় হিসাবে আল্লাহ্র কাছে উৎসর্গীকৃত ছিলেন।
- তাঁর শারিরীক শক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।
- ইবরানী ১১ অধ্যায়ে ঈমানের বীরগণের যে তালিকা আছে সেখানে তাঁর নাম আছে।
- ফিলিস্তিনীদের অত্যচারের হাত থেকে তিনি বনি-ইসরাইলদের মুক্ত করতে শুরু করেছিলেন।

তাঁর জীবনে যে ভুল ও দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়:

- অনেক সময়েই তিনি তাঁর নাসরীয় মানত ভঙ্গ করেছেন।
- তিনি নিজে অনেক সময়েই তাঁর কামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।
- ভুল লোকদের উপর বিশ্বাস করেছিলেন।
- তাঁকে যে দান ও শক্তি দেওয়া হয়েছিল তা ভুলভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- মানুষের জীবনে একটি দিকে যখন কেউ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন এর মানে এই নয় যে, জীবনের অন্য দিকে তার দুর্বলতা থাকবে না।
- আল্লাহ্র উপস্থিতি ও তাঁর শক্তি কোন মানুষের ব্যক্তি জীবনের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে না।
- কোন লোকের দুর্বলতা ও ভুল থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাকে পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **অবস্থান:** সরা, তিম্না, অস্কিলোন, গাজা, সোরেক উপত্যকা
- **কাজ:** বিচারকর্তা
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: মানোহ
- **সমসাময়িক:** দলীলা, শামুয়েল (খুব সম্ভবত শামুয়েল তখন মাত্র জন্মগ্রহণ করেছেন)

মূল আয়াত: "কারণ দেখ, তুমি গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব করবে; আর তার মাথায় ক্ষুর উঠবে না, কেননা সেই বালক গর্ভ হতেই আল্লাহ্র উদ্দেশে নাসরীয় হবে এবং সে ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে ইসরাইলকে নিষ্কৃতি দিতে আরম্ভ করবে" (শুমারী ২৭: ২২, ২৩)।

শামাউনের কথা বিচারকর্তৃকগণের বিবরণ কিতাবের ১৩ থেকে ১৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এছাড়া, ইবরানী ১১:৩২ আয়াতেও তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দাও, যে দুই স্তম্ভের উপরে মন্দিরটা দাঁড়িয়ে
আছে তা আমাকে স্পর্শ করতে দাও; আমি ওতে
হেলান দিয়ে দাঁড়াবো। ২৭ সেই মন্দির পুরুষ ও
স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ ছিল, আর ফিলিস্তিনীদের সমস্ত
ভূপাল সেখানে ছিলেন এবং ছাদের উপরে স্ত্রী
পুরুষ প্রায় তিন হাজার লোক শামাউনের কৌতুক
দেখছিল।
২৮ তখন শামাউন মাবুদকে ডেকে বললেন, হে
আল্লাহ্‌ মালিক, মেহেরবানী করে আমাকে স্মরণ
কর; হে আল্লাহ্‌, মেহেরবানী করে কেবল এই
একটি বার আমাকে বলবান কর, যেন আমি
ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে একটি বার আমার দুই
চোখের জন্য প্রতিশোধ নিতে পারি। ২৯ পরে
শামাউন, মধ্যস্থিত যে দুই স্তম্ভের উপরে মন্দিরটি
ভার ছিল, তা ধরে তার একটির উপরে ডান বাহু
দ্বারা, অন্যটির উপরে বাম বাহু দ্বারা ভর
করলেন। ৩০ আর ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে আমার
প্রাণ যাক, এই বলে শামাউন তার সমস্ত শক্তিতে
নত হয়ে পড়লেন; তাতে ঐ মন্দিরটি ভূপালদের
ও যত লোক ভিতরে ছিল, সমস্ত লোকের উপরে
পড়লো; এভাবে তিনি জীবনকালে যত লোক
হত্যা করেছিলেন, মরণকালে তারচেয়ে বেশি
লোককে হত্যা করলেন। ৩১ পরে তাঁর ভাইয়েরা
ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল নেমে এসে তাঁকে নিয়ে
সরা ও ইষ্টায়োলের মধ্যস্থানে তাঁর পিতা
মানোহের কবরস্থানে তাঁর দাফন করলো। তিনি
বিশ বছর ইসরাইলের বিচার করেছিলেন।

মিকাহ্‌র তৈরি মূর্তি ও প্রতিমা

১৭ ১ পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশে মিকাহ্‌
নামে এক ব্যক্তি ছিল। ২ সে তার
মাকে বললো, যে এগার শত রূপার মুদ্রা তোমার
কাছ থেকে চুরি হয়েছিল, যে বিষয়ে তুমি
বদদোয়া দিয়েছিলে ও আমার কানে তুলেছিলে,
দেখ, সেই রূপার মুদ্রা আমার কাছেই আছে,
আমিই তা নিয়েছিলাম। তার মা বললো, বৎস,
তুমি মাবুদের দোয়ার পাত্র হও। ৩ পরে সে ঐ
এগার শত রূপার মুদ্রা মাকে ফিরিয়ে দিলে তার
মা বললো, আমি এই রূপা মাবুদের উদ্দেশে
পবিত্র করছি, আমার পুত্র এই মুদ্রা আমার হাত
থেকে নিয়ে একটি ছাঁচে ঢালা ও একটি খোদাই-
করা মূর্তি তৈরি করুক। অতএব এখন এই রূপা
তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। ৪ সে তার মাকে ঐ
রূপা ফিরিয়ে দিলে তার মা দুই শত রূপার মুদ্রা
নিয়ে স্বর্ণকারকে দিল; আর সে একটি ছাঁচে
ঢালা ও একটি খোদাই-করা মূর্তি তৈরি করলে
তা মিকাহ্‌র বাড়িতে রাখা হল। ৫ মিকাহ্‌র
একটি দেবালয় ছিল; আর সে একটি এফোদ ও
কয়েকটি পারিবারিক দেবতা তৈরি করলো এবং

[১৬:২৭] ইউসা ২:৮।
[১৬:২৮] কাজী ১৫:১৮।
[১৬:৩১] রূত ১:১; ১শামু ৪:১৮; ৭:৬।
[১৭:১] কাজী ১৮:২, ১৩।
[১৭:২] রূত ২:২০; ৩:১০; ১শামু ১৫:১৩; ২৩:২১; ২শামু ২:৫।
[১৭:৩] হিজ ২০:৪।
[১৭:৪] হিজ ৩২:৪; ইশা ১৭:৮।
[১৭:৫] ইশা ৪৪:১৩; ইহি ৮:১০।
[১৭:৬] কাজী ১৮:১; ১৯:১; ২১:২৫।

১৬:২৭ ছাদের উপরে। মন্দির এলাকার চারপাশটা সম্ভবত একটি খোলা জায়গা ছিল এবং একটি লম্বা ছাদ ছিল যেখানে অনেক লোক একত্রিত হতে পারত। সেখানেই লোকেরা একত্রি হয়েছিল বন্দি বীরের ক্ষণিক চমক দেখার জন্য।

১৬:২৮ আমার দুই চোখের জন্য প্রতিশোধ নিতে পারি। দেখুন ১৫:৭ আয়াতের নোট।

১৬:৩০ সমস্ত শক্তিতে নত হয়ে পড়লেন। শামাউন মন্দিরের পাথরের ভিত্তি থেকে কাঠের থাম ধাক্কা দিয়েছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা টেল-কুসীলে ফিলিস্তিনীদের একটি মন্দিরে এক জোড়া কাছাকাছি দূরত্বের থামের ভিত্তি আবিষ্কার করেছেন।

তারচেয়ে বেশি লোককে হত্যা করলেন। শামাউন এর আগে কমবেশি ১০০০ লোক হত্যা করেছিলেন (১৫:১৫; ১৪:১৯; ১৫:৮ দেখুন)। তার চূড়ান্ত বীরত্বের কাজ ছিল একটি শক্তিশালী প্রদর্শন যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, আল্লাহ্‌র লোকের উপর ফিলিস্তিনীদের দেবতাদের বিজয়ের উদ্‌যাপন করাটা ছিল অপরিপক্কতারই সামিল।

মরণকালে। চুলে ক্ষুর না লাগানোটা ছিল আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গের বিশেষ চিহ্ন আর সেই চিহ্ন যখন অপবিত্র করা হয় ও নাসরীয় ওয়াদা ভঙ্গ করা হয় তখন সেই চুল অবশ্য কেটে ফেলতে হবে এবং তার পবিত্র থাকবার কাল আবার নতুন ভাবে শুরু হবে (শুমারী ৬:৯-১২)। যখন দলীলা শামাউনের চুল কেটে ফেলেছিল, তখন আল্লাহ্‌ দেখিয়েছিলেন যে, শামাউন তার অনেক কাজ দ্বারা ইতিমধ্যেই তার পবিত্র থাকার কাল কলঙ্কিত করেছেন। কিন্তু যখন তার চুল "আবার গজাতে শুরু করলো" তখন পবিত্রতার নতুন কাল শুরু হয়েছিল (২২ আয়াত এবং নোট দেখুন)। তাই তিনি সে আবার আল্লাহ্‌র বীর হিসেবে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে তার জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন।

১৬:৩১ নেমে এসে তাঁকে নিয়ে। তার পরিবারের স্বাধীনতার কারণেই তার আত্মীয়-স্বজনেরা ফিলিস্তিনীদের এলাকায় গিয়ে তার মৃত দেহ সৎকারের জন্য নিয়ে আসতে পেরেছে আর ফিলিস্তিনীরাও তাকে আবার অসম্মান করার সাহস ছিল না (তালুতে মৃত্যুর তুলনা করুন, ১ শামু ৩১:৯-১০)।

তিনি বিশ বছর ইসরাইলের বিচার করেছিলেন। দেখুন ১২:৭ আয়াতের নোট। বিশ বছর একটি গুরুত্বপূর্ণ জোড় সংখ্যা যা কাজীগণের কিতাবে বার বার ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭:২ এগার শত রূপা মুদ্রা। যে বিষয়ে তুমি বদদোয়া দিয়েছিলে। বদদোয়া বা অভিশাপের ভয়ে হয়তো সেই চুরি করা টাকা ফেরত দিতে চেয়েছে।

তুমি মাবুদের দোয়ার পাত্র হও। অভিশাপকে কাটানো জন্য আবার আশীর্বাদ করা হয়েছে। দেখুন ১৬:৫ আয়াতের নোট।

১৭:৩ মা ... পুত্র। মা ও পুত্র অ-ইহুদীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র বিষয়ে চিন্তা করেছে কিন্তু এটা মূর্তিপূজার শামিল ও মাবুদের নিয়মের অবাধ্যতা ছিল (দ্বিঃবিঃ ৪:১৬)।

মূর্তি। সম্ভবত কাঠ দিয়ে তৈরি করা ও রূপা দিয়ে প্রলেপ দেওয়া কোন কাঠামো।

১৭:৪ স্বর্ণকার। যারা পূজার জন্য মূর্তি তৈরি করতো, যেমনটি আমরা প্রেরিত ১৯:২৪ আয়াতে দেখতে পাই (দেখুন ইশা ৪০:১৯ এবং ইয়ার ১০:৯)।

১৭:৫ এফোদ। ৮:২৭ এবং হিজরত ২৮:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

পারিবারিক দেবতা। বেহেশতী কোন সাহায্য পাবার জন্য এই দেবতার মূর্তির পূজা করা হতো (ইয়ার ২১:২১; জাকা ১০:২)। এই মূর্তির গঠন মানুষের গঠনের মতই ছিল (১ শামু ১৯:১৩)।

১৭:৬ ইসরাইলের মধ্যে বাদশাহ্‌ ছিল না। ১৮:১; ১৯:১;

তার এক পুত্রকে অভিষেক করলে সে তার ইমাম
হল। 6 ঐ সময়ে ইসরাইলের মধ্যে বাদশাহ্ ছিল
না, যার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হত, সে তা-ই
করতো।
7 সেই সময়ে এহুদা গোষ্ঠীর বেথেলহেম-
এহুদার এক জন লোক ছিল। সে ছিল এক জন
লেবীয়, সে সেখানে বাস করছিল। 8 সেই ব্যক্তি
যেখানে স্থান পেতে পারে, সেখানে বাস করার
জন্য নগর থেকে, বেথেলহেম-এহুদা থেকে চলে
গিয়ে, যেতে যেতে পর্বতময় আফরাহীম প্রদেশে
ঐ মিকাহ্‌র বাড়িতে উপস্থিত হল। 9 মিকাহ্
তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোথা থেকে
আসলে? সে তাকে বললো, আমি বেথেলহেম-
এহুদার এক জন লেবীয়; যেখানে স্থান পাই,
সেখানে বাস করতে যাচ্ছি। 10 মিকাহ্ তাকে
বললো, তুমি আমার এখানে থাক, আমার পিতা
ও ইমাম হও, আমি বছরে তোমাকে দশটি রূপার
মুদ্রা এবং এক জোড়া কাপড় ও তোমার খাদ্যদ্রব্য
দেব। তাতে সেই লেবীয় ভিতরে গেল। 11 সেই
লেবীয় সেই স্থানে থাকতে সম্মত হল; আর এই
যুবক তার এক জন পুত্রের মতই থাকতে লাগল।
12 পরে মিকাহ্ সেই লেবীয়কে অভিষেক করলো,
আর সেই যুবক মিকাহ্‌র ইমাম হয়ে তার বাড়িতে
থাকলো। 13 তখন মিকাহ্ বললো, এখন আমি
জানলাম যে, মাবুদ আমার মঙ্গল করবেন,
যেহেতু এক জন লেবীয় আমার ইমাম হয়েছে।

[১৭:৭] পয়দা ৩৫:১৯; মথি ২:১।
[১৭:৯] রূত ১:১।
[১৭:১০] পয়দা ৪৫:৮।
[১৭:১২] শুমারী ১৬:১০।
[১৭:১৩] শুমারী ১৮:৭।
[১৮:১] ইউসা ১৯:৪৭; কাজী ১:৩৪।
[১৮:২] পয়দা ৩০:৬।
[১৮:৩] কাজী ১৭:৭।
[১৮:৪] কাজী ১৭:১২।
[১৮:৫] পয়দা ২৫:২২; Jdg ২০:১৮, ২৩, ২৭; ১শামু ১৪:১৮; ২শামু ৫:১৯; ২বাদশা ১:২; ৮:৮।
[১৮:৬] ১বাদশা ২২:৬।

মিকাহ্ ও দান-বংশের লোকেরা

১৮ 1 সেই সময় ইসরাইলের মধ্যে
বাদশাহ্ ছিল না; আর তখন দানীয়
বংশ নিজেদের বাসস্থানের জন্য একটি স্থান
অধিকারের চেষ্টা করছিল, কেননা সেই দিন
পর্যন্ত ইসরাইল-বংশগুলোর মধ্যে তারা কোন
অধিকার পায় নি। 2 তখন দানীয়রা তাদের পূর্ণ
সংখ্যা থেকে তাদের গোষ্ঠীর পাঁচ জন
বীরপুরুষকে দেশ নিরীক্ষণ ও অনুসন্ধান করার
জন্য সরা ও ইষ্টায়োল থেকে প্রেরণ করলো।
তারা তাদেরকে বললো, তোমরা যাও, দেশ
অনুসন্ধান কর; তাতে তারা পর্বতময় আফরাহীম
প্রদেশে মিকাহ্‌র বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে সেই স্থানে
রাত্রি যাপন করলো। 3 তারা যখন মিকাহ্‌র
বাড়িতে ছিল তখন সেই লেবীয় যুবকের স্বর
চিনতে পেরে তার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা
করলো, এখানে তোমাকে কে এনেছে এবং এই
স্থানে তুমি কি করছো? আর এখানে তোমার কি
আছে? 4 সে তাদেরকে বললো, মিকাহ্ আমার
প্রতি এই এই ব্যবহার করেছেন, তিনি আমাকে
বেতন দিচ্ছেন, আর আমি তাঁর ইমাম হয়েছি।
5 তখন তারা বললো, আরজ করি, আল্লাহ্‌র
কাছে জিজ্ঞাসা কর, যেন আমাদের গন্তব্য পথে

২১:২৫ দেখুন; এটি ইঙ্গিত করে যে, কাজীগণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর লেখা হয়েছে।

যার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হত। এই অভিব্যক্তি থেকে বুঝা যায় যে, ইসরাইল মাবুদের শরীয়ত বা নিয়ম-কানুনের মানদণ্ড থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল (দ্বিঃবিঃ ১২:৮)।

১৭:৭ এক জন লেবীয়। তার নাম ছিল যোনাথন (১৮:৩০ এবং নোট দেখুন)। এহুদার বেথলেহেমের লোক ছিল। লেবীয়দের জন্য যে ৪৮টি নগর নির্ধারিত ছিল এটি তার মধ্যে নয় (ইউসা ২১)।

১৭:৮ বেথেলহেম-এহুদা থেকে, প্রস্থানপূর্বক। বনি-ইসরাইলদের শরীয়ত বা নিয়ম-কানুন পালনের যে ব্যর্থতা তার কারণ হল তারা লেবীয়দের জন্য যা করা উচিত ছিল তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেজন্য এই লেবীয় তার ভাগ্য ফেরাবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছিল।

১৭:১০ আমার পিতা। পিতা শব্দটি শ্রদ্ধা দেখানোর একটি শব্দ যা ইলিয়াস নবীর জন্যও ব্যবহার করা হয়েছিল (২ বাদশাহ্ ২:১২) এবং আল-ইয়াসার (২ বাদশাহ্ ৬:২১; ১৩:১৪) জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। দেখুন পয়দায়েশ ৪৫:৮; মথি ২৩:৯ দেখুন। এই এক বছরের কাজের পারিশ্রমিকের কথা যা ১৬:৫ এবং ১৭:২ আয়াতে বলা হয়েছে তা মেটামুটি সাধারণ পারিশ্রমিক। এই লেবীয়কে যে মজুরি, কাপড় এবং খাবারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সে হয়তো বছরে এর চেয়ে বেশি আয় করতে পারতো না (১১ আয়াত)। এটা পরিষ্কার যে, আর্থিক লাভই ছিল তার ইমামের দায়িত্ব গ্রহণ করার মূল বিষয় কারণ পরবর্তীতে এর চেয়ে আরো আকর্ষণীয় প্রস্তাব পেয়ে এই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সেটি গ্রহণ করেছিল (১৮:১৯-২০)।

১৭:১২ সেই লেবীয়কে অভিষেক করলো। তিনি যে বেদী নির্মাণ করেছিল সেটাকে বৈধ করার জন্য একটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল ও এটাকে সম্মানের বস্তু করতে চেয়েছিল। মিকাহ্ সম্ভবত তার ছেলেকে সরিয়ে দিয়েছিল (৫ আয়াত)।

১৮:১ নিজেদের বাসস্থানের জন্য একটি স্থান অধিকারের চেষ্টা করছিল। দান বংশের লোকদের ভাগের অংশ ছিল এহুদা এবং আফরাহীম বংশের মাঝখানের ভূমির পশ্চিম অংশে একটি লম্বাকৃতি একটি ভূমি (ইউসা ১৯:৪১-৪৬), কিন্তু আমোরীয় এবং ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধের কারণে (কাজী ১:৩৪), দান বংশের লোকেরা ঐ এলাকা দখল করতে সমর্থ হয় নি (১৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২ দেশ নিরীক্ষণ ও অনুসন্ধান করার। ১:২৩ এবং শুমারী ১৩:২ এর নোট দেখুন।

১৮:৩ যুবকের স্বর চিনতে পেরে। সম্ভবত তাদের কথোপকথন অথবা বাচনভঙ্গির সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল।

১৮:৫ আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসা কর। সম্ভবত এফোদ ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বার্তা পাবার জন্য অনুরোধ করেছিল (১৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। আল্লাহ্ ইতিমধ্যে বিভিন্ন বংশকে অংশ ভাগ করে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন (ইউসা ১৪-২০)। তারা একটি বার্তার খোঁজ করছিল যা তাদের বাসস্থান খুঁজে পাবার সাফল্যের নিশ্চয়তা দেবে।

১৮:৬ সহিসালামতে যাও। লেবীয় যুবকটি তাদের বার্তা দিয়েছিল যা তারা শুনতে চেয়েছিল। এমনকি সে সতর্কতার সঙ্গে আল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করে বিশ্বস্ততা এবং কর্তৃত্বের সাথে বার্তাটি ছিল।

মঙ্গল হবে কি না তা আমরা জানতে পারি।
৬ ইমাম তাদেরকে বললো, সহিসালামতে যাও,
মাবুদ তোমাদের পথের উপর দৃষ্টি রাখছেন।
৭ পরে সেই পাঁচ জন যাত্রা করে লয়িশে এল।
তারা দেখলো, সেই স্থানের লোকেরা
সীদোনীয়দের রীতি অনুসারে সুস্থির ও নিশ্চিন্ত
হয়ে নির্বিঘ্নে বাস করছে। সেই দেশে কোন
বিষয়ে তাদেরকে অপ্রস্তুত করতে পারে, কর্তৃত
করার মত এমন কেউ নেই, আর সীদোনীয়দের
থেকে তারা অনেক দূরে বাস করে এবং অন্য
কারো সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ নেই। ৮ পরে ওরা সরা
ও ইষ্টায়োলে নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে
এল; তাদের লোকেরা তাদের জিজ্ঞাসা করলো,
তোমরা কি দেখলে? ৯ তারা বললো, উঠ, আমরা
সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাই; আমরা সেই দেশ
দেখেছি; আর দেখ, তা অতি উত্তম, তোমরা কেন
চুপ করে আছ? সেই দেশ অধিকার করার জন্য
সেখানে যেতে দেরি করো না; ১০ তোমরা গেলেই
নির্বিঘ্ন এক লোক-সমাজের কাছে পৌঁছাবে। সেই
দেশটি বড় এবং আল্লাহ্ তোমাদের হাতে সেই
দেশ তুলে দিয়েছেন; সেই স্থানে দুনিয়ার কোন
কিছুর অভাব নেই।
১১ তখন দান-গোষ্ঠীর ছয় শত লোক যুদ্ধাস্ত্রে
সজ্জিত হয়ে সেই স্থান অর্থাৎ সরা ও ইষ্টায়োল
থেকে যাত্রা করলো। ১২ তারা এহুদার কিরিয়ৎ-
যিয়ারীমে উঠে গিয়ে সেখানে শিবির স্থাপন
করলো। এই কারণে আজ পর্যন্ত সেই স্থানকে
মহনেদান (দানের শিবির) বলে; দেখ, তা
কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পিছনে আছে।
১৩ পরে তারা সেই স্থান থেকে পর্বতময়
আফরাহীম প্রদেশে গেল ও মিকাহ্‌র বাড়ি পর্যন্ত
এল।
১৪ তখন যে পাঁচ জন লয়িশ প্রদেশে অনুসন্ধান
করতে এসেছিল, তারা তাদের লোকদের বললো,

[১৮:৭] ইউসা ১৯:৪৭।
[১৮:৯] শুমারী ১৩:৩০; ১বাদশা ২২:৩।
[১৮:১০] দ্বিঃবি ৮:৯।
[১৮:১১] কাজী ১৩:২।
[১৮:১২] ইউসা ৯:১৭।
[১৮:১৩] কাজী ১৭:১।
[১৮:১৪] ইউসা ১৯:৪৭।
[১৮:১৭] পয়দা ৩১:১৯; মীখা ৫:১৩।
[১৮:১৮] ইশা ৪৬:২; ইয়ার ৪৩:১১; ৪৮:৭; ৪৯:৩; হোশেয় ১০:৫।
[১৮:১৯] আইউ ১৩:৫; ২১:৫; ২৯:৯; ৪০:৪; ইশা ৫২:১৫; মীখা ৭:১৬।

তোমরা কি জান যে, এই বাড়িতে একটি
এফোদ, কয়েকটি পারিবারিক দেবতা, একটি
খোদাই-করা মূর্তি ও ছাঁচে ঢালা একটি মূর্তি
আছে? এখন তোমাদের যা কর্তব্য, তা বিবেচনা
কর। ১৫ পরে তারা সেই দিকে ফিরে মিকাহ্‌র
বাড়িতে ঐ লেবীয় যুবকের বাড়িতে এসে তার
মঙ্গল জিজ্ঞাসা করলো। ১৬ আর দান-বংশের
লোকদের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেই ছয় শত
পুরুষ প্রবেশ-দ্বারের স্থানে দাঁড়িয়ে রইলো।
১৭ আর দেশ নিরীক্ষণ করার জন্য যারা
গিয়েছিল, সেই পাঁচ জন উঠে গেল; তারা
সেখানে প্রবেশ করে ঐ খোদাই-করা মূর্তি,
এফোদ, পারিবারিক দেব মূর্তিগুলো ও ছাঁচে
ঢালা মূর্তি তুলে নিল; এবং ঐ ইমাম যুদ্ধাস্ত্রে
সজ্জিত ঐ ছয় শত পুরুষের সঙ্গে প্রবেশ-দ্বারের
স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। ১৮ যখন ওরা মিকাহ্‌র
বাড়িতে প্রবেশ করে সেই খোদাই-করা মূর্তি,
এফোদ, দেব মূতিগুলো ও ছাঁচে ঢালা মূর্তি তুলে
নিল, তখন ইমাম তাদেরকে বললো, তোমরা এ
কি করছো? ১৯ তারা জবাবে বললো, চুপ কর,
মুখে হাত দিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল এবং
আমাদের পিতা ও ইমাম হও। তোমার পক্ষে
কোনটা ভাল, একজনের কুলের ইমাম হওয়া, না
ইসরাইলের একটি বংশের ও গোষ্ঠীর ইমাম
হওয়া? তাতে ইমামের মন প্রফুল্ল হল, ২০ সে ঐ
এফোদ, পারিবারিক দেব মূর্তিগুলো ও খোদাই-
করা মূর্তি নিয়ে সেই লোকদের সঙ্গী হল।
২১ আর তারা মুখ ফিরিয়ে প্রস্থান করলো এবং
বালক বালিকা, পশু ও দ্রব্য সামগ্রী তাদের
সম্মুখে রাখল। ২২ তারা মিকাহ্‌র বাড়ি থেকে
কিঞ্চিৎ দূরে যাবার পর মিকাহ্‌র বাসস্থানের
নিকটস্থ গৃহগুলোর লোকেরা একত্র হয়ে দান-
বংশের লোকদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল;
তাদেরকে ডাকতে লাগল। ২৩ তাতে তারা মুখ

১৮:৭ লয়িশে। উত্তর দিকের এই যাত্রা সরা ও ইষ্টায়োল থেকে ১০০ মাইলের দূরত্ব ছিল (২ আয়াত)। এই শহরকে ইউসা ১৯:৪৭ আয়তে লেশম বলা হতো। এটি দানীয়রা দখল করার পর, লইশের নাম পূনরায় দান রাখল (২৯ আয়াত), এবং এটি ছিল ইসরাইলের সবচেয়ে উত্তরের সীমায় অবস্থিত (২০:১; ১ শামু ৩:২০; ২ শামু ৩:১০)। প্রত্নতত্ত্বের খননকার্য প্রকাশ করে যে, ইসরাইলের দান বংশ এই যে স্থান দখল করেছিল তা খ্রীষ্টপূর্ব বারো শতকের এবং এখানে যারা বাস করতো তারা তাঁবুতে বা অস্থায়ী ঘরে বাস করতো। আসিরীয়দের সময় পর্যন্ত সেখানে তাদের বসতি ছিল, কিন্তু নগরটি বহুবার ধ্বংস হয়েছিল এবং পূনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। এই নগরের সঙ্গেই একটি উচ্চস্থলী আবিস্কার হয়েছে যেটি বার বার পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে ও পরিমার্জিত করা হয়েছে যেটি হেলেনীয় যুগ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

সীদোনীয়। একটি শান্তিপ্রিয় ফিনিসিয়ার লোকগোষ্ঠী যারা ভূমধ্য সাগরের ব্যবসা-বানিজ্যের জন্য এখানে বসতি গড়ে তুলেছিল।

অন্য কারো সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ নেই। তারা অন্য কোন শক্তি দ্বারা হুমকি অনুভব করেনি এবং এই কারণে তাদের প্রতিরক্ষার জন্য অন্য কোন শক্তির সঙ্গে কোন চুক্তি করে নি।

১৮:১১ ছয় শত লোক। দান গোষ্ঠীর নেতৃবর্গ হিসেবে, তারা সমস্ত দান বংশের প্রতিনিধি হিসাবে উত্তরের এর নতুন যায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল। এই ৬০০ লোক লোক দান বংশের বাকী লোকদের বসতি স্থাপনের জন্য কাজ করেছিল।

১৮:১৯ আমাদের পিতা ও ইমাম হও। ১৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

একজনের কুলের। দানের গোষ্ঠী থেকে শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে– শূহম (শুমারী ২৬:৪২; পয়দা ৪৬:২৩ আয়াতে হূশীম)। দানিয়েরা লেবীয় যুবকের কাছে তাদের ভাগ্যে কি আছে ও তাদের উন্নতির কথা জানতে চেয়েছিল।

১৮:২১ তাদের সম্মুখে রাখল। মীখা এবং তার প্রতিবেশীরা যদি আক্রমণ করে সেজন্য তাদের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের সকলের সম্মুখে রেখেছিল (পয়দা ৩৩:২-৩)।

ফিরিয়ে মিকাহ্‌কে বললো, তোমার কি হয়েছে
যে, তুমি এত লোক সঙ্গে করে আসছে? ২৪ সে
বললো, তোমরা আমার তৈরি দেব মূর্তিগুলো ও
ইমামকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ, এখন আমার আর
কি আছে? অতএব "তোমার কি হয়েছে?" এই
কথা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছো? ২৫ দানীয়রা
তাকে বললো, আমাদের মধ্যে যেন তোমার কথা
শোনা না যায়; পাছে নির্বোধরা তোমাদের উপর
পড়ে এবং তুমি সপরিবারে প্রাণ হারাও। ২৬ পরে
দানীয়রা নিজেদের পথে গমন করলো এবং
মিকাহ্‌ তাদেরকে নিজের চেয়ে বেশি বলবান
দেখে তার বাড়িতে ফিরে এল।

লয়িশে দান-বংশের বসতি স্থাপন

২৭ পরে তারা মিকাহ্‌র তৈরি সমস্ত বস্তু ও তার
ইমামকে সঙ্গে নিয়ে লয়িশে সেই সুস্থির ও
নিশ্চিন্ত লোক-সমাজের কাছে উপস্থিত হল।
তারা তলোয়ারের আঘাতে তাদেরকে হত্যা
করলো, আর নগর আগুনে পুড়িয়ে দিল।
২৮ তাদের উদ্ধারকর্তা কেউ ছিল না; কেননা সেই
নগর সিডন থেকে দূরে ছিল এবং অন্য কারো
সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল না। আর তা বৈৎ-
রহোবের নিকটস্থ উপত্যকায় ছিল। পরে তারা ঐ
নগর নির্মাণ করে সেখানে বাস করলো। ২৯ আর
তাদের পূর্বপুরুষ ইসরাইলের পুত্র দানের নাম
অনুসারে সেই নগরের নাম দান রাখল; কিন্তু
আগে সেই নগরের নাম ছিল লয়িশ।
৩০ আর দানীয়রা নিজেদের জন্য সেই খোদাই-
করা মূর্তি স্থাপন করলো এবং সেই দেশের
লোকেরা বন্দীদশায় না যাওয়া পর্যন্ত মূসার পুত্র
গের্শোমের সন্তান যোনাথন এবং তার সন্তানেরা
দানীয় বংশের ইমাম হল। ৩১ আর যত দিন
শীলোতে আল্লাহ্‌র এবাদত-খানাটি থাকলো, তারা
নিজেদের জন্য মিকাহ্‌র তৈরি ঐ খোদাই-করা
মূর্তি স্থাপন করে রাখল।

[১৮:২৬] ২শামু ৩:৩৯; জবুর ১৮:১৭; ৩৫:১০।
[১৮:২৭] পয়দা ৪৯:১৭; ইউসা ১৯:৪৭।
[১৮:২৮] শুমারী ১৩:২১।
[১৮:২৯] ইউসা ১৯:৪৭; ১বাদশা ১৫:২০।
[১৮:৩০] হিজ ২:২২।
[১৮:৩১] কাজী ১৯:১৮; ২০:১৮।
[১৯:১] রূত ১:১।
[১৯:৪] হিজ ৩২:৬।
[১৯:৫] পয়দা ১৮:৫।
[১৯:৬] কাজী ১৬:২৫।

এক জন লেবীয় ও তার উপপত্নী

১৯ ১ সেই সময় ইসরাইলের মধ্যে কোন
বাদশাহ্‌ ছিল না। আর পর্বতময়
আফরাহীম প্রদেশের প্রান্তভাগে এক জন লেবীয়
বাস করতো; সে বেথেলহেম-এহুদা থেকে এক
জন উপপত্নী গ্রহণ করেছিল। ২ পরে সেই
উপপত্নী তার বিরুদ্ধে জেনা করলো এবং তাকে
ত্যাগ করে বেথেলহেম-এহুদায় তার পিতার
বাড়িতে গিয়ে চার মাস সেই স্থানে অবস্থান
করলো। ৩ পরে তার স্বামী তার সঙ্গে তার ভৃত্য
ও দু'টি গাধা নিয়ে তাকে খুশি করার মত কথা
বলতে ও ফিরিয়ে আনতে তার কাছে গেল। তার
উপপত্নী তাকে পিতার বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলে
সেই যুবতীর পিতা তাকে দেখে আনন্দ সহকারে
তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো; ৪ তার শ্বশুর ঐ
যুবতীর পিতা আগ্রহ করে তাকে রাখলে সে তার
সঙ্গে তিন দিন বাস করলো; এবং তারা সেই
স্থানে ভোজন পান ও রাত্রি যাপন করলো।
৫ পরে চতুর্থ দিনে তারা খুব ভোরে ঘুম থেকে
জেগে উঠলো এবং যাবার জন্য উঠলো। তখন
সেই যুবতীর পিতা জামাতাকে বললো, কিঞ্চিৎ
আহার করে তোমার অন্তঃকরণ সুস্থির কর, পরে
তোমার পথে যেয়ো। ৬ তাতে তারা দু'জন একত্র
বসে ভোজন পান করলো; পরে যুবতীর পিতা
সেই ব্যক্তিকে বললো, আরজ করি, সম্মত হও,
এই রাতটুকু অপেক্ষা কর, প্রফুল্লচিত্ত হও।
৭ তবুও সেই ব্যক্তি যাবার জন্য উঠলো; কিন্তু
তার শ্বশুর তাকে সাধ্যসাধনা করলে সে সেই
রাত সেখানে থাকল। ৮ পরে পঞ্চম দিনে সে
যাবার জন্য খুব ভোরে উঠলো; আর যুবতীর
পিতা তাকে বললো, আরজ করি, তোমার
অন্তঃকরণ সুস্থির কর, বৈকাল পর্যন্ত তোমরা
বিলম্ব কর; তাতে তারা উভয়ে আহার করলো।
৯ পরে সেই ব্যক্তি, তার উপপত্নী ও ভৃত্য যাবার
জন্য উঠলে তার শ্বশুর ঐ যুবতীর পিতা তাকে

১৮:২৪ দেব মূর্তিগুলো ও ইমামকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ। মিকাহ্‌ দেবতমূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ছিল যদিও তা তাদের রক্ষা করতে পারতো না।

এখন আমার আর কি আছে? এটি এমন একটি আর্তস্বর যার বিশ্বাস দেবতাদের উপর কিন্তু সেই দেবতারা তাকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না।

১৮:২৮ বৈৎ-রহোবের। সম্ভবত শুমারী ১৩:২১ আয়াতে যে রাহবের কথা উল্লেখ করা আছে সেই একই রাহব (২ শামু ১০:৬, ৮ দেখুন)।

১৮:২৯ নগরের নাম দান রাখল। এভাবেই তাদের পূর্বপুরুষকে তারা সম্মানিত করেছিল।

১৮:৩০ যোনাথন। এখানে লেবীয় যুবককে "যোনাথন, গের্শমের সন্তান, মূসার সন্তান" হিসেবে পরিচিত করানো হয়েছে (হিজ ২:২২; ১৮:৩; ১ খান্দান ২৩:১৪-১৫)। মূসার নামের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে লেখক এই নামটি সামান্য পরিবর্তন করে 'মানাশা' রেখেছিলেন। যদি এই যোনাথন মূসার নাতি হয়ে থাকত, তবে এই অধ্যায়ের ঘটনাটি অবশ্যই কাজীগণর সময়ের আরো আগে প্রকাশ পেত (২০:১, ২৮ আয়াতের নোট দেখুন।)

বন্দীদশায় না যাওয়া পর্যন্ত। এই বন্দীত্বের তারিখ নির্ধারণ করা হয় নি (৭ আয়াতের উপর লয়িসের বিষয়ে নোট দেখুন)।

১৮:৩১ শীলোতে আল্লাহ্‌র এবাদতখানাটি থাকলো। ইউসা ১৮:১ দেখুন। শীলোর ধ্বংসের জন্য ৭৮:৬০; ইয়ার ৭:১২, ১৪; ২৬:৬। শীলোর প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ ইঙ্গিত করে যে, স্থানটি ১০৫০ খ্রীষ্টপূর্বে ধ্বংস হয়েছিল এবং জনশূন্য অবস্থায় বহু শতাব্দী ধরে খালি পড়ে ছিল।

১৯:১ এক জন লেবীয়। ১৭-১৮ অধ্যায়ে যে লেবীয়ের কথা বলা হয়েছে এই লেবীয় তার মত ছিল না।

উপপত্নী। দেখুন পয়দায়েশ ২৫:৬ আয়াত।

১৯:৩ আনন্দ সহকারে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। লেবীয়ের কাছ থেকে উপপত্নী আলাদা হয়ে যাওয়া সম্ভবত পারিবারিক কোন অপমানমূলক কাজের জন্য হয়েছিল, সেই কারণে তার

বললো, দেখ, প্রায় দিবাবসান হল, আরজ করি,
তোমরা এই রাতটুকু বিলম্ব কর; দেখ, বেলা শেষ
হয়েছে; তুমি এই স্থানে রাত্রিবাস কর, প্রফুল্লচিত্ত
হও; আগামীকাল তোমরা প্রত্যুষে উঠলেই তুমি
তোমার তাঁবুতে যেতে পারবে।
১০ কিন্তু ঐ ব্যক্তি সেই রাত বিলম্ব করতে
অসম্মত হল; সে উঠে যাত্রা করে যিবূষের অর্থাৎ
জেরুশালেমের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল; তার
সঙ্গে দু'টি সজ্জিত গাধা ছিল; আর তার
উপপত্নীও সঙ্গে ছিল। ১১ যিবূষের কাছে উপস্থিত
হলে দিবা প্রায় অবসান হল। তাতে ভৃত্যটি তার
মালিককে বললো, আরজ করি, আসুন, আমরা
যিবূষীয়দের এই নগরে প্রবেশ করে রাত্রি যাপন
করি। ১২ কিন্তু তার মালিক তাকে বললো, যারা
ইসরাইল নয়, এমন বিজাতীয়দের নগরে আমরা
প্রবেশ করবো না; আমরা বরং অগ্রসর হয়ে
গিবিয়াতে যাব। ১৩ সেই ভৃত্যটিকে আরও
বললো, এসো, আমরা এই অঞ্চলের কোন স্থানে
যাই, গিবিয়াতে কিংবা রামাতে রাত যাপন করি।
১৪ এভাবে তারা অগ্রসর হয়ে চললো; পরে
বিন্‌ইয়ামীনের অধিকৃত গিবিয়ার কাছে উপস্থিত
হলে সূর্য অস্তগত হল। ১৫ তখন তারা গিবিয়াতে
রাত্রিবাস করার জন্য পথ ছেড়ে সেই নগরে
প্রবেশ করলো এবং নগরের চকে বসে রইলো,
কিন্তু কোন ব্যক্তি তাদেরকে তার বাড়িতে রাত্রি-
বাস করার জন্য গ্রহণ করলো না।
১৬ আর দেখ, এক জন বৃদ্ধ সন্ধ্যাবেলা কাজের
শেষে ক্ষেত থেকে ফিরছিলেন। সেই ব্যক্তি
পর্বতময় আফরাহীম দেশের লোক; আর তিনি
গিবিয়াতে প্রবাস করছিলেন, কিন্তু নগরের
লোকেরা ছিল বিন্‌ইয়ামীনীয়। ১৭ সেই ব্যক্তি
চোখ তুলে নগরের চকে ঐ পথিককে দেখলেন;
আর বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ?
কোথা থেকে আসছ? ১৮ সে তাঁকে বললো,
আমরা বেথেলহেম-এহুদা থেকে পর্বতময়
আফরাহীম প্রদেশের প্রান্তভাগে যাচ্ছি; আমি সেই
স্থানের লোক; বেথেলহেম-এহুদা পর্যন্ত
গিয়েছিলাম। আমি মাবুদের গৃহে যাচ্ছি, আর
আমাকে কোন ব্যক্তি নিজের বাড়িতে গ্রহণ করে
না। ১৯ আমাদের সঙ্গে গাধাদের জন্য পোয়াল ও
কলাই এবং আমার জন্য, আপনার এই বাঁদীর
জন্য এবং আপনার গোলাম-বাঁদীর সঙ্গী এই
যুবকের জন্য রুটি ও আঙ্গুর-রস আছে, কোন
দ্রব্যের অভাব নেই। ২০ বৃদ্ধ বললেন, তোমার
শান্তি হোক, তোমার যা কিছু প্রয়োজনীয়, তার
ভার আমার উপরে থাকুক; তুমি কোনভাবেই
এই চকে রাত্রি যাপন করো না। ২১ পরে বৃদ্ধ
তাকে তাঁর বাড়িতে এনে গাধাগুলোকে খাবার
দিলেন এবং তারা পা ধুয়ে ভোজন পান করলো।

গিবিয়দের দুষ্কর্ম

২২ তারা এভাবে নিজেদের আপ্যায়ন করছে,
এমন সময়ে, দেখ, নগরের কতগুলো পাষণ্ড
লোক সেই বাড়ির চারদিক ঘিরে দরজায় আঘাত
করতে লাগল। তারা বাড়ির কর্তা ঐ বৃদ্ধকে
বললো, তোমার বাড়িতে যে ব্যক্তি এসেছে,
তাকে বের করে আন; আমরা তার সঙ্গে জেনা
করব।" ২৩ তাতে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ, বাড়ির
কর্তা, বের হয়ে তাদের কাছে গিয়ে বললেন, হে
আমার ভাইয়েরা, না, না; আরজ করি, এমন
দুষ্কর্ম করো না; ঐ ব্যক্তি আমার বাড়িতে

[১৯:১০] পয়দা ১০:১৬; ইউসা ১৫:৮।
[১৯:১১] পয়দা ১০:১৬; ইউসা ৩:১০।
[১৯:১৩] ইউসা ১৮:২৫।
[১৯:১৪] ইউসা ১৫:৫৭; ১শামু ১০:২৬; ১১:৪; ১৩:২; ১৫:৩৪; ইশা ১০:২৯।
[১৯:১৫] পয়দা ২৪:২৩।
[১৯:১৬] জবুর ১০৪:২৩।
[১৯:১৭] পয়দা ২৯:৪।
[১৯:১৮] কাজী ১৮:৩১।
[১৯:১৯] পয়দা ২৪:২৫।
[১৯:২১] পয়দা ২৪:৩২-৩৩; লূক ৭:৪৪।
[১৯:২২] পয়দা ১৯:৪-৫; কাজী ২০:৫; রোমীয় ১:২৬-২৭।
[১৯:২৩] পয়দা ৩৪:৭; লেবীয় ১৯:২৯; ইউসা ৭:১৫; কাজী ২০:৬; রোমীয় ১:২৭।

শশুড় মেয়ে জামাইয়ের মিলনের প্রত্যাশায় খুশি ছিল।

১৯:১০ যিবূষ। ১:২১ দেখুন; পয়দায়েশ ১০:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:১২ বিজাতীয়দের নগরে। যিবুষীয়রা এই নগরটি নিয়ন্ত্রণ করতো বলে এই লেবীয় ভয় পেয়েছিল যে, তারা এখানে কোন আথিতিয়তা পাবে না বরং তাদের কোন বিপদ হতে পারে।

১৯:১৪ বিন্‌ইয়ামীনের অধিকৃত গিবিয়ার। এই গিবিয়া এহুদাতে যে গিবিয়া নামক স্থান আছে তার চেয়ে আলাদা (ইউসা ১৫:২০, ৫৭) এবং গিবিয়া ছিল আফরাহীমের পাহাড়ী এলাকা (ইউসা ২৪:৩৩)। বাদশাহ্‌ তালুতের রাজধানী হিসাবে এটিকে তালুতের গিবিয়া বলা হয়ে থাকে (দেখুন ১ শামু ১১:৪; ১ শামু ১৩:১৫ আয়াত)।

১৯:১৫ বাড়িতে রাত্রিবাস করার জন্য গ্রহণ করলো না। দেখুন ১৩:১৫; পয়দায়েশ ১৮:২ আয়াত।

১৯:১৮ আমি মাবুদের গৃহে যাচ্ছি। আপাতদৃষ্টিতে এই লেবীয় শীলোতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল (১৮:৩১; ইউসা ১৮:১ দেখুন) মাবুদের প্রতি ধন্যবাদের কোরবানীর জন্য অথবা নিজেদের অথবা তার উপপত্নীর জন্য গুনাহ্‌-কোরবানীর জন্য।

১৯:২১ তারা পা ধুয়ে ভোজন পান করলো। এটি প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের মেহমানদারীর একটি বড় সাক্ষ্য। তখনকার যাত্রীরা সাধারণত সেন্ডেল পরতো যখন তারা ধূলিময় রাস্তায় হাঁটতো (পয়দা ১৮:৪; ২৪:৩২; ৪৩:২৪; লূক ৭:৪৪; ইউ ১৩:৫-১৪)।

১৯:২২ কতগুলো পাষণ্ড লোক। হিব্রু ভাষায় এই অভিব্যক্তির দিয়ে যারা নৈতিকভাবে ভ্রষ্ট তাদের কথা প্রকাশ করে (দ্বি:বি: ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। অন্যত্র এরকম অভিব্যক্তি মূর্তিপূজার জন্য (দ্বি:বি: ১৩:১৩), মাতলামীর জন্য (১ শামু ১:১৬) এবং বিদ্রোহের জন্য (১ শামু ২:১২) ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সমকামীতার মত জঘন্য কাজের জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

তাকে বের করে আন। যৌনতায় বিপথে যাওয়া এই দুষ্ট লোকেরা সেই যুগের অবক্ষয়ের একটি বড় উদাহরণ যখন "যার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হতো, সে তা-ই করতো" (১৭:৬; ২১:২৫)। এই একই রকম ঘটনার কথা সাদুমের লোকদের মধ্যে দেখা গিয়েছে (পয়দা ১৯:৫)। সমকামীতা চর্চা করা কেনানীয় ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

১৯:২৩ এমন দুষ্কর্ম করো না। এটি একটি চরম নিষ্ঠুরতার কাজের জন্য অভিব্যক্তি প্রকাশ– যা ইচ্ছাকৃত বিপথে যাওয়ার ক্ষেত্রে, যা সঠিক এবং প্রাকৃতিক নয় সেই রকম কাজের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে (পয়দা ১৯:৭; ২ শামু ১৩:১২; রোমীয় ১:২৭ দেখুন)।

১৯:২৪ আমার অনূঢ়া কন্যা এবং তার উপপত্নী এখানে রয়েছে। এই কাহিনীতে গিবিয়ার লোকদের যে অবক্ষয়ের কথা

এসেছে, অতএব এমন মূঢ়তার কাজ করো না।
২৪ দেখ, আমার অনূঢ়া কন্যা এবং তার উপপত্নী
এখানে রয়েছে; এদেরকে বের করে আনি;
তোমরা তাদের মানভ্রষ্ট কর ও তাদের প্রতি
তোমাদের যা ভাল মনে হয় তা-ই কর; কিন্তু
সেই ব্যক্তির প্রতি এমন মূঢ়তার কাজ করো না।
২৫ তবুও তারা তাঁর কথা শুনল না; তখন ঐ
ব্যক্তি তার উপপত্নীকে ধরে তাদের কাছে বের
করে আনলো; আর তারা তার মানভ্রষ্ট করলো
এবং প্রভাত পর্যন্ত সমস্ত রাত তার প্রতি অত্যাচার
করলো; পরে আলো হয়ে আসলে তাকে ছেড়ে
দিল। ২৬ তখন রাত পোহালে ঐ স্ত্রী তার স্বামী
যে বাড়িতে ছিল বৃদ্ধের সেই বাড়ির দরজার কাছে
এসে সূর্যোদয় পর্যন্ত পড়ে রইলো।
২৭ সকাল হলে তার স্বামী উঠে পথে যাবার
জন্য বাড়ির দরজা খুলে বের হল, আর দেখ,
সেই স্ত্রীলোক, তার উপপত্নী, বাড়ির দরজার
কাছে গোবরাটের উপরে হাত রেখে পড়ে রয়েছে;
২৮ তাতে সে তাকে বললো, উঠ, চল, আমরা
যাই; কিন্তু সে কোন জবাব দিল না। পরে ঐ
ব্যক্তি গাধার উপরে তাকে তুলে নিল এবং উঠে
স্বস্থানে প্রস্থান করলো। ২৯ পরে সে নিজের
বাড়িতে এসে একখানা ছুরি নিয়ে তার
উপপত্নীকে ধরে অস্থি অনুসারে বারোটি খণ্ড করে
ইসরাইলের সমস্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। ৩০ যারা
তা দেখলো সকলে বললো, বনি-ইসরাইলদের
মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসার দিন থেকে
আজ পর্যন্ত এমন কাজ কখনও হয় নি, দেখাও
যায় নি; এই বিষয়ে বিবেচনা কর, মন্ত্রণা কর, কি
কর্তব্য বল।

[১৯:২৪] পয়দা ১৯:৮।
[১৯:২৫] ১শামু ৩১:৪।
[১৯:২৯] পয়দা ২২:৬।
[১৯:৩০] হোশেয় ৯:৯।
[২০:১] পয়দা ২১:১৪; ১শামু ৩:২০; ২শামু ৩:১০; ১৭:১১; ২৪:১৫; ১বাদশা ৪:২৫; ২খান্দান ৩০:৫।
[২০:২] ১শামু ১১:৮।
[২০:৪] ইউসা ১৫:৫৭।
[২০:৫] কাজী ১৯:২২।
[২০:৬] কাজী ১৯:২৯।
[২০:৬] কাজী ১৯:২৩; ২শামু ১৩:১২।
[২০:৭] কাজী ১৯:৩০।
[২০:৯] লেবীয় ১৬:৮।

বিন্‌ইয়ামীন-বংশের সঙ্গে বনি-ইসরাইলদের যুদ্ধ

২০ ১ পরে বনি-ইসরাইলরা সকলে বের
হল, দান থেকে বের্‌-শেবা পর্যন্ত
সকলে ও গিলিয়দ দেশ সমেত সমস্ত মণ্ডলী
একটি মানুষের মত মিস্‌পাতে মাবুদের কাছে
জমায়েত হল। ২ আল্লাহ্‌র লোকদের সেই
সমাজে ইসরাইলের সমস্ত বংশের সমস্ত
জনসমাজের নেতৃবর্গ ও চার লক্ষ তলোয়ারধারী
পদাতিক উপস্থিত হল। ৩ আর বনি-ইসরাইল
মিস্‌পাতে উঠে গেছে, এই কথা বিন্‌ইয়ামীনীয়রা
শুনতে পেল। পরে বনি-ইসরাইল বললো, বল
দেখি, এই দুষ্কর্ম কিভাবে হল? ৪ সেই লেবীয়,
নিহতা স্ত্রীর স্বামী জবাবে বললো, আমি ও
আমার উপপত্নী রাত্রি যাপন করার জন্য
বিন্‌ইয়ামীন অধিকৃত গিবিয়াতে প্রবেশ
করেছিলাম। ৫ আর গিবিয়ার গৃহস্থেরা আমার
বিরুদ্ধে রাতের বেলায় উঠে আমার জন্য বাড়ির
চারদিক বেষ্টন করলো। তারা আমাকে খুন
করার কল্পনা করেছিল, আর আমার উপপত্নীকে
বলাৎকার করায় সে মারা গেল। ৬ পরে আমি
নিজের উপপত্নীকে নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে
ইসরাইলের অধিকারস্থ প্রদেশের সর্বত্র পাঠালাম,
কেননা তারা ইসরাইলের মধ্যে কুকর্ম ও মূঢ়তার
কাজ করেছে। ৭ এখন হে বনি-ইসরাইলরা,
আপনারা এই বিষয়ে আলোচনা করে আপনাদের
মতামত দিন।
৮ তখন সকল লোক একটি মানুষের মত উঠে
বললো, আমরা কেউ নিজের তাঁবুতে যাব না,
কেউ নিজের বাড়িতে ফিরে যাব না; ৯ কিন্তু
এখন গিবিয়ার প্রতি যে কাজ করবো, তা হচ্ছে

বলা হয়েছে শুধু তাই নয় কিন্তু এই লোকেরা যারা তাদের অনুভূতিহীন স্বার্থপরতার মন নিয়ে একজন মহিলার সাথে সারা রাত ধরে পাষণ্ডের মত আচরণ করেছে, যাকে বাঁচাবার মত কেউ ছিল না। এই রকম কাজ ছিল বনি-ইসরাইলে জঘন্যতম কাজ। একই রকম ঘটনায় লূতের বিবরণে দেখা যায় যে, তিনিও তার দুই মেয়েকে এই পাষণ্ড লোকদের হাতে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন তার মেহমানদেরকে রক্ষা করার জন্য (পয়দা ১৯:৮)।

১৯:২৫ উপপত্নীকে ধরে। এখানে যে হিব্রু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, তারা স্ত্রীলোকটিকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

১৯:২৯ উপপত্নীকে ধরে অস্থি অনুসারে বারোটি খণ্ড করে। উপপত্নীর দেহকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে ১২ বংশের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ছিল বনি-ইসরাইলকে নৈতিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে জাগ্রত হতে মনে করিয়ে দেওয়া এবং যে বংশ এই কাজ করেছে তাদের শাস্তির মুখামুখি করা। এখানে পরিহাসের বিষয় হল যে, জেগে উঠার যে আহ্বান যার মধ্য দিয়ে এসেছে তাকেও আমাদের কাছে একজন স্বার্থপর ও অনুভূতি শূন্য লোক বলেই মনে হয়। দেখুন বাদশাহ্‌ তালুতের একই রকম কাজের জন্য ১ শামুয়েল ১১:৭ আয়াত।

২০:১ দান থেকে বের্‌-শেবা। সম্পূর্ণ ইসরাইল দেশে অর্থাৎ উত্তর দান থেকে দক্ষিণে বেরশেবা পর্যন্ত কোন বার্তা পৌঁছে দেবার একটি প্রচলিত উপায়; দেখুন ১ শামু ৩:২০; ২ শামু ৩:১০; ২৪:২; ১ বাদশাহ্‌ ২১:২; ২ বাদশাহ্‌ ৩০:৫ আয়াত। যাহোক, এই অভিব্যক্তির ব্যবহার এটি প্রকাশ করছে না যে, এই অধ্যায়ের ঘটনাটি দানের উত্তর দিকে চলে যাওয়ার আগে ঘটেছিল (১৮:২৭-২৯); বরং, এটি লেখার সময় লেখকের দৃষ্টিকোন নির্দেশ করে কাজীগণ কিতাবটি সম্ভবত দাউদের রাজবংশ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর লেখা হয়েছিল। এখানে অভিব্যক্তিটি সমস্ত ইসরাইলের গিবিয়া ও বাকী বিন্‌ইয়ামিনীয়দের শাস্তি দেবার কাজ নির্দেশ করে (যাবেশ-গিলিয়দ বাদে; ২১:৮-৯ দেখুন)। এভাবে কাজীগণের সময়ের প্রথম দিকে এক জাতি এক দল হয়ে কাজ করতে দেখা যায়, (দেখুন ৮, ১১ আয়াত; ১ শামু ১১:৭)।

মিস্‌পাতে মাবুদের কাছে জমায়েত হল। এটি এমন একটি স্থান ছিল যেখানে ইসরাইলের বংশগুলো মাবুদের সম্মুখে একত্রিত হতো। তালুতের সময়েও এভাবে একত্রিত হতে দেখা যায় (১ শামু ৭:৫-১৭; ১০:১৭)।

২০:৯ গুলিবাঁটপূর্বক। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নির্ণয় করার এটি একটি প্রচলিত পদ্ধতি (দেখুন হিজ ২৮:৩০; ১ শামু ২:২৮; ইউ ১:৭; প্রেরিত ১:২৬)।

২০:১০ এক শত লোকের প্রতি দশ। একটি বড় সামরিক

আমরা গুলিবাঁটপূর্বক তার বিরুদ্ধে যাব। ১০ আর আমরা লোকদের জন্য খাদ্যদ্রব্য আনতে ইসরাইল-বংশগুলোর মধ্যে এক শত লোকের প্রতি দশ, এক হাজারের প্রতি এক শত ও দশ হাজারের প্রতি এক হাজার লোক সংগ্রহ করবো, যেন আমরা বিন্‌ইয়ামীনের গিবিয়াতে গিয়ে ইসরাইলের মধ্যে কৃত সমস্ত মূঢ়তার কাজ অনুসারে প্রতিশোধ নিতে পারি। ১১ এভাবে ইসরাইলের সমস্ত লোক একটি মানুষের মত একসঙ্গে জমায়েত হয়ে ঐ নগরের বিরুদ্ধে একত্র হল।

১২ পরে ইসরাইলের বংশগুলো বিন্‌ইয়ামীন-বংশের সর্বত্র লোক প্রেরণ করে বললো, তোমাদের মধ্যে এ কি দুষ্কর্ম হয়েছে? ১৩ তোমরা এখন গিবিয়া-নিবাসী ঐ পাষণ্ড লোকদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও, আমরা তাদেরকে হত্যা করে ইসরাইল থেকে দুষ্টাচার মুছে ফেলবো, কিন্তু বিন্‌ইয়ামীনের লোকেরা আপন ভাইদের অর্থাৎ বনি-ইসরাইলদের কথা শুনতে সম্মত হল না। ১৪ বরং বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বিন্‌ইয়ামীনীয়রা নানা নগর থেকে গিবিয়াতে গিয়ে একত্র হল। ১৫ সেদিন নানা নগর থেকে আগত বিন্‌ইয়ামীন-বংশের ছাব্বিশ হাজার তলোয়ারধারী লোক গণনা করা হল; এরা গিবিয়া-নিবাসী সাত শত মনোনীত লোক থেকে ভিন্ন। ১৬ আবার এসব লোকের মধ্যে সাত শত মনোনীত লোক নেটা ছিল; তাদের প্রত্যেকজন চুল লক্ষ্য করে ফিঙ্গার পাথর মারতে পারতো, লক্ষ্যচ্যুত হত না। ১৭ বিন্‌ইয়ামীন ভিন্ন ইসরাইলের তলোয়ারধারী চার লক্ষ লোককে গণনা করা হল; এরা সকলেই যোদ্ধা ছিল।

১৮ বনি-ইসরাইলরা উঠে বেথেলে গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসা করলো; তারা বললো, বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমাদের মধ্যে প্রথমে কে যাবে? মাবুদ বললেন, প্রথমে যাবে এহুদা। ১৯ তখন বনি-ইসরাইলরা খুব ভোরে উঠে গিবিয়ার সম্মুখে শিবির স্থাপন করলো।

২০ পরে বনি-ইসরাইলরা বিন্‌ইয়ামীনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বের হয়ে গেল; তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বনি-ইসরাইলরা গিবিয়ার কাছে সৈন্য রচনা করলো। ২১ তখন বিন্‌ইয়ামীনীয়রা গিবিয়া থেকে বের হয়ে ঐ দিনে ইসরাইলের মধ্যে বাইশ হাজার লোককে সংহার করে ভূতলশায়ী করলো। ২২ পরে বনি-ইসরাইলরা নিজেদেরকে আশ্বাস দিয়ে, প্রথমবার যে স্থানে সৈন্য স্থাপন করেছিল, পুনর্বার সেই স্থানে সৈন্য স্থাপন করলো।

২৩ আর বনি-ইসরাইল উঠে গিয়ে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত মাবুদের সাক্ষাতে কান্নাকাটি করলো এবং তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলো, আমরা আমাদের ভাই বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কি পুনর্বার যাব? মাবুদ বললেন, তার বিরুদ্ধে যাও। ২৪ পরে বনি-ইসরাইল দ্বিতীয় দিনে বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হল। ২৫ আর বিন্‌ইয়ামীন সেই দ্বিতীয় দিনে তাদের বিরুদ্ধে গিবিয়া থেকে বের হয়ে পুনর্বার বনি-ইসরাইলদের মধ্যে আঠার হাজার লোককে সংহার করে ভূতলশায়ী করলো, এরা সকলেই তলোয়ারধারী ছিল। ২৬ পরে সমস্ত বনি-ইসরাইল, সমস্ত লোক, বেথেলে উপস্থিত হল এবং সেই স্থানে মাবুদের সম্মুখে কান্নাকাটি করলো ও বসে রইলো এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা করে মাবুদের সম্মুখে পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী দিল। ২৭ সেই সময়ে আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুক ঐ স্থানে ছিল এবং হারুনের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন; ২৮ অতএব বনি-

[২০:১২] দ্বি:বি ১৩:১৪।
[২০:১৩] দ্বি:বি ১৩:৫; ১করি ৫:১৩।
[২০:১৬] কাজী ৩:১৫।
[২০:১৮] ইউসা ১২:৯; কাজী ১৮:৩১।
[২০:১৮] কাজী ১:১।
[২০:২৩] শুমারী ১৪:১।
[২০:২৬] শুমারী ১৪:১।
[২০:২৭] কাজী ১৮:৫।
[২০:২৮] শুমারী ২৫:৭; দ্বি:বি ১৮:৫।

বাহিনীর জন্য সাহায্যকারী দল হতে হবে ভাল ও সুদক্ষ। একজন লোকের দায়িত্ব ছিল যারা যুদ্ধের সামনে থাকতো এমন নয় জনের জন্য খাবার নিয়ে আসা।

২০:১৩ ঐ পাষণ্ড লোকদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। ইসরাইলের এই দাবী অহেতুক ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল যারা সন্ত্রাসের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল তাদের শাস্তি দেওয়া।

পাষণ্ড। দ্বি:বি: ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

তাদেরকে হত্যা করে। গিবিয়ার লোকদের গুনাহের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড এবং ইসরাইলকে অবশ্যই গুনাহের শাস্তি দিতে হতো যদি জাতি হিসাবে ইসরাইল তার দোষ এড়াতে চাইতো (দ্বি:বি: ১৩:৫; ১৭:৭; ১৯:১৯-২০)।

২০:১৬ নেটা। বিন্যামিনীয় এহুদ ছিলেন একজন বাহাতি (দেখুন ৩:১৫ এবং নোট)।

ফিঙ্গার পাথর মারতে পারতো। দেখুন জাকা ৯:১৫। ফিঙ্গা দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করা একটি কার্যকর অস্ত্র ছিল, যেমনটি দাউদ পরবর্তীতে জালুতের সঙ্গে এই ফিঙ্গা দিয়ে যুদ্ধ করে তার দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন (১ শামু ১৭:৪৯)। একটি নিক্ষিপ্ত পাথর, এক পাউন্ড কিংবা তার বেশি ওজনের হতো এবং তা ঘন্টায় ৯০-১০০ মাইল গতিতে নিক্ষিপ্ত হতো।

২০:১৮ বেথেলে। এই সময়ে নিয়ম-সিন্দুক বা শরীয়ত সিন্দুক এবং মহা-ইমাম পীনহস বেথেলে ছিলেন (২৬-২৮ আয়াত দেখুন)।

আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞাসা করলো। সম্ভবত উরীম এবং তুম্মীমের সাহায্যে ইমাম আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞেস করতেন (৯ আয়াত এবং নোট দেখুন)।

আমাদের মধ্যে প্রথমে কে যাবে?। দেখুন ১:১-৩৬ আয়াত।

এহুদা। দেখুন ১:২ আয়াতের নোট।

২০:২১ বাইশ হাজার লোককে। বিন্‌ইয়ামিনীয়দের একটি বড় বিজয় এবং তাদের সংখ্যা ছিল ২৬৭০০ (১৫ আয়াত) এবং তারা এক এক জন প্রায় একজনকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল।

২০:২৭ শরীয়ত-সিন্দুক। কাজীগণ কিতাবে মাত্র এখানেই শরীয়ত-সিন্দুকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসরাইল মাবুদকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলো,
আমরা আপন ভাই বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের
সঙ্গে যুদ্ধ করতে এখনও কি পুনর্বার যাব না ক্ষান্ত
হব? মাবুদ বললেন, যাও, কেননা আগামীকাল
আমি তোমাদের হাতে তাদেরকে তুলে দেব।
২৯ পরে ইসরাইল গিবিয়ার চারদিকে ঘাঁটি
স্থপন করলো। ৩০ পরে তৃতীয় দিনে বনি-
ইসরাইলরা বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের
বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যান্য সময়ের মত গিবিয়ার কাছে
সৈন্য সমাবেশ করলো। ৩১ তখন
বিন্‌ইয়ামীনীয়রা ঐ লোকদের বিরুদ্ধে বের হল
এবং নগর থেকে দূরে আকর্ষিত হয়ে প্রথমবারের
মত লোকদের আঘাত ও হত্যা করতে লাগল,
বিশেষত বেথেল ও গিবিয়ার দিকে যাবার দুই
রাজপথে তারা ইসরাইলের মধ্যে অনুমান ত্রিশ
জনকে হত্যা করলো। ৩২ তাতে বিন্‌ইয়ামীনীয়রা
বললো, ওরা আমাদের সম্মুখে আগের মত
পরাজিত হচ্ছে, কিন্তু বনি-ইসরাইলরা বলেছিল,
এসো, আমরা পালিয়ে ওদেরকে নগর থেকে
রাজপথে আকর্ষণ করি। ৩৩ অতএব ইসরাইলের
সমস্ত লোক নিজ নিজ স্থান থেকে উঠে গিয়ে বাল্‌
-তামরে সৈন্য রচনা করলো; ইতোমধ্যে
ইসরাইলের লুকিয়ে থাকা লোকেরা তাদের স্থান
থেকে অর্থাৎ মারে-গেবা থেকে বের হল।
৩৪ পরে সমস্ত ইসরাইল থেকে দশ হাজার
মনোনীত লোক গিবিয়ার সম্মুখে আসলে ঘোরতর
যুদ্ধ হল; কিন্তু ওরা জানত না যে, অমঙ্গল ওদের
নিকটবর্তী।
৩৫ তখন মাবুদ ইসরাইলের সম্মুখে
বিন্‌ইয়ামীনকে আঘাত করলেন, আর সেদিন
বনি-ইসরাইলরা বিন্‌ইয়ামীনের পঁচিশ হাজার
একশত লোককে সংহার করলো, এরা সকলেই
তলোয়ারধারী ছিল।
৩৬ এভাবে বিন্‌ইয়ামীনীয়রা দেখলো যে, তারা
হেরে গেছে। কারণ ইসরাইলের লোকেরা
বিন্‌ইয়ামীনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।
এই দিকে বনি-ইসরাইল যাদেরকে গিবিয়ার
বিরুদ্ধে স্থাপন করেছিল তাদের উপরে নির্ভর
করেই তারা পালিয়ে যাচ্ছিল।
৩৭ ইতোমধ্যে ঐ লুকিয়ে থাকা লোকেরা
তাড়াতাড়ি গিবিয়া আক্রমণ করলো, আর নগরে
প্রবেশ করে তলোয়ারের আঘাতে সমস্ত লোককে

[২০:২৯] ইউসা ৮:২, ৪।
[২০:৩১] ইউসা ৮:১৬।
[২০:৩৩] ইউসা ৮:১৯।
[২০:৩৪] ইউসা ৮:১৪।
[২০:৩৫] ১শামু ৯:২১।
[২০:৩৬] ইউসা ৮:১৫।
[২০:৩৭] ইউসা ৮:১৯।
[২০:৩৮] ইউসা ৮:২০।
[২০:৩৯] জবুর ৭৮:৯।
[২০:৪০] ইউসা ৮:২০।
[২০:৪১] ইউসা ৮:২১।
[২০:৪৪] ১শামু ১০:২৬; জবুর ৭৬:৫।
[২০:৪৫] ইউসা ১৫:৩২।
[২০:৪৬] ১শামু ৯:২১।
[২০:৪৮] কাজী ২১:২৩।
[২১:১] ইউসা ৯:১৮।

আঘাত করলো। ৩৮ বনি-ইসরাইলরা ও তাদের
লুকিয়ে থাকা লোকদের মধ্যে এই চিহ্ন স্থির করা
হয়েছিল যে, লুকিয়ে থাকা লোকেরা নগর থেকে
ধোঁয়ার মেঘ ওঠাবে। ৩৯ অতএব বনি-
ইসরাইলরা যুদ্ধ করতে করতে পিছনে মুখ
ফিরাল। তখন বিন্‌ইয়ামীনীয়রা তাদের অনুমান
ত্রিশ জনকে আঘাত ও হত্যা করেছিল, কেননা
তারা বলেছিল, প্রথম যুদ্ধের মত এবারেও ওরা
আমাদের সম্মুখে আহত হল। ৪০ কিন্তু যখন
নগর থেকে স্তম্ভাকারে ধোঁয়ার মেঘ উঠতে
লাগল, তখন বিন্‌ইয়ামীন পিছনে চেয়ে দেখলো,
আর দেখ, সমস্ত নগর থেকে ধোঁয়া আসমানে
উড়ে যাচ্ছে। ৪১ আর বনি-ইসরাইলরাও মুখ
ফিরালো; তাতে অমঙ্গল তাদের উপরে এসে
পড়লো দেখে বিন্‌ইয়ামীনের লোকেরা ভীষণ ভয়
পেল। ৪২ অতএব তারা বনি-ইসরাইলদের
সম্মুখে মরুভূমির পথের দিকে ফিরল; কিন্তু সেই
স্থানেও যুদ্ধ তাদের অনুবর্তী হল; এবং সমস্ত
নগর থেকে আগত লোকেরা সেখানে তাদেরকে
সংহার করলো। ৪৩ তারা চারদিকে
বিন্‌ইয়ামীনকে ঘিরে তাড়াতে লাগল এবং
সূর্যোদয়-দিকে গিবিয়ার সম্মুখস্থ স্থান পর্যন্ত
তাদের বিশ্রামস্থানে তাদেরকে দমন করতে
লাগল। ৪৪ তাতে বিন্‌ইয়ামীনের আঠার হাজার
লোক হত হল, তারা সকলেই যোদ্ধা ছিল।
৪৫ পরে অবশিষ্ট লোকেরা মরুভূমির দিকে ফিরে
রিম্মোণ শৈলে পালিয়ে যেতে লাগল, আর ওরা
রাজপথে তাদের অন্য পাঁচ হাজার লোককে
হত্যা করলো; পরে বেগে তাদের পিছনে পিছনে
তাড়া করে গিদোম পর্যন্ত গিয়ে তাদের দুই
হাজার লোককে আক্রমণ করলো। ৪৬ অতএব
সেদিন বিন্‌ইয়ামীনের মধ্যে তলোয়ারধারী পঁচিশ
হাজার লোক হত হল; তারা সকলেই বলবান
লোক ছিল। ৪৭ কিন্তু ছয় শত লোক মরুভূমির
দিকে ফিরে রিম্মোণ শৈলে পালিয়ে গিয়ে সেই
রিম্মোণ শৈলে চার মাস বাস করলো। ৪৮ পরে
বনি-ইসরাইলরা বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের
প্রতিকূলে ফিরে নগরস্থ মানুষ ও পশু প্রভৃতি যা
যা পাওয়া গেল, সেই সকলকে তলোয়ার দ্বারা
আঘাত করলো; তারা যত নগর পেল, সেসব
আগুনে পুড়িয়ে দিল।

২০:২৮ পীনহস। পীন্‌হস ইউসার সময়ে পবিত্রস্থানের ইমাম ছিলেন (ইউসা ২২:১৩) এবং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে যে, তিনি তখনো নিয়ম-সিন্দুকের সেবা করছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এসব ঘটনাগুলো কাজীগণের সময়ের প্রথমদিকের ঘটনা (১ আয়াতের উপর নোট দেখুন)।

২০:২৯ ঘাঁটি স্থপন করলো। দেখুন ৯:৩২; ইউসা ৮:২ আয়াত।

২০:৩৫ পঁচিশ হাজার একশত লোক। আপাতদৃষ্টিতে ১০০০ বিন্‌ইয়ামিনীয় প্রথম দুই দিনের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল (২১ আয়াতের উপর নোট দেখুন)।

২০:৪৭ ছয় শত লোক। যদি এই সংখ্যার লোক পালিয়ে না যেত তবে বিন্‌ইয়ামিনীয় বংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারতো। এই একই সংখ্যার দানীয়রা লইশে গিয়েছিল (১৮:১১)।

২১:১ এই কসম খেয়েছিল। এই কসম, সম্ভবত মাবুদের নামে নেয়া হয়েছিল, এটি কোন সাধারণ কসম ছিল না কিন্তু যদি এই কসম কেউ ভঙ্গ করে তবে তার প্রতি বদদোয়া নেমে আসবে (১৮ আয়াত; প্রেরিত ২৩:১২-১৫ দেখুন)।

বিন্‌ইয়ামীনীয়দের বিয়ের ব্যবস্থা

২১ ১ মিস্‌পাতে বনি-ইসরাইলরা এই কসম
খেয়েছিল, আমরা কেউ বিন্‌ইয়ামীনের
মধ্যে কারো সঙ্গে আমাদের কন্যার বিয়ে দেব
না। ২ পরে লোকেরা বেথেলে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত
সেই স্থানে আল্লাহ্‌র সম্মুখে বসে চিৎকার করে
ভীষণভাবে কান্নাকাটি করলো। ৩ তারা বললো,
হে মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, আজ ইসরাইলের
মধ্যে একটি বংশের লোপ হল, ইসরাইলের মধ্যে
কেন এমন ঘটলো? ৪ পরের দিন লোকেরা
প্রত্যূষে উঠে সেই স্থানে কোরবানগাহ্‌ তৈরি
করলো এবং পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-
কোরবানী দিল। ৫ পরে বনি-ইসরাইল বললো,
সমাজে মাবুদের কাছে আসে নি, ইসরাইলের
সমস্ত বংশের মধ্যে এমন কে আছে? কেননা
মিস্‌পাতে মাবুদের কাছে যে না আসবে, সে
অবশ্য হত হবে, এই মহা কসম তারা খেয়েছিল।
৬ আর বনি-ইসরাইল নিজেদের ভাই
বিন্‌ইয়ামীনের জন্য অনুতাপ করে বললো,
ইসরাইলের মধ্য থেকে আজ একটি বংশ উচ্ছিন্ন
হল। ৭ এখন তার অবশিষ্ট লোকদের বিয়ের
বিষয়ে কি কর্তব্য? আমরা তো মাবুদের নামে এই
কসম খেয়েছি যে, আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের
কন্যাদের বিয়ে দেব না।
৮ অতএব তারা বললো, মিস্‌পাতে মাবুদের
কাছে আসে নি, ইসরাইলের এমন কোন বংশ কি
আছে? আর দেখ, যাবেশ-গিলিয়দ থেকে কেউ
শিবিরস্থ ঐ সমাজে আসে নি। ৯ সমস্ত লোককে
গণনা করা হল, কিন্তু দেখ, যাবেশ-গিলিয়দ
নিবাসীদের এক জনও সে স্থানে নেই। ১০ তাতে
মণ্ডলীর বলবান লোকদের মধ্য থেকে বারো
হাজার লোককে সেই স্থানে পাঠাল, আর
তাদেরকে এই হুকুম করলো, তোমরা যাও,
যাবেশ-গিলিয়দ নিবাসীদেরকে স্ত্রীলোক ও
বালক-বালিকাদের তলোয়ার দ্বারা আঘাত কর।
১১ আর এই কাজ করবে; প্রত্যেক পুরুষ এবং
পুরুষের পরিচয় পাওয়া প্রত্যেক স্ত্রীকে নিঃশেষে
বিনষ্ট করবে। ১২ আর তারা যাবেশ-গিলিয়দ
নিবাসীদের মধ্যে এমন চার শত কুমারী পেল,
যারা পুরুষের পরিচয় পায় নি। তারা কেনান
দেশস্থ শীলোর শিবিরে তাদেরকে নিয়ে
আসলো।
১৩ পরে সমস্ত মণ্ডলী লোক পাঠিয়ে রিম্মোণ
শৈলে অবস্থিত বিন্‌ইয়ামীনীয়দের সঙ্গে আলাপ
করলো ও তাদের কাছে সন্ধি ঘোষণা করলো।
১৪ সেই সময়ে বিন্‌ইয়ামীনের লোকেরা ফিরে
এল, আর তারা যাবেশ-গিলিয়দস্থ যে
কন্যাদেরকে জীবিত রেখেছিল, ওদের সঙ্গে
তাদের বিয়ে দিল; তবুও ওদের অকুলান হল।
১৫ আর মাবুদ ইসরাইল-বংশগুলোর মধ্যে একটি
ছিদ্র করেছিলেন; এই কারণ লোকেরা
বিন্‌ইয়ামীনের জন্য অনুতাপ করলো। ১৬ পরে
মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গরা বললেন, বিন্‌ইয়ামীন থেকে
স্ত্রী জাতি উচ্ছিন্ন হয়েছে, অতএব অবশিষ্ট
লোকদের বিয়ে দেবার জন্য আমাদের কি কর্তব্য?
১৭ আরও বললেন, ইসরাইলের মধ্যে একটি
বংশের লোপ যেন না হয়, সেজন্য বিন্‌ইয়ামীনের
ঐ রক্ষা পাওয়া লোকদের একটি উত্তরাধিকার থাকা
আবশ্যক। ১৮ কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে আমাদের
কন্যাদের বিয়ে দিতে পারি না; কেননা বনি-
ইসরাইলরা এই কসম খেয়েছে, যে কেউ
বিন্‌ইয়ামীনকে কন্যা দেবে সে বদদোয়াগ্রস্ত
হবে। ১৯ শেষে তারা বললেন, দেখ, শীলোতে
প্রতি বছর মাবুদের উদ্দেশে একটি উৎসব হয়ে

[২১:৪] কাজী ২০:২৬।
[২১:৫] কাজী ২০:১।
[২১:৭] ইউসা ৯:১৮।
[২১:৮] ১শামু ১১:১; ৩১:১১; ২শামু ২:৪; ২১:১২; ১খান্দান ১০:১১।
[২১:১২] ইউসা ১৮:১।
[২১:১৩] দ্বিঃবি ২:২৬।
[২১:১৮] ইউসা ৯:১৮।
[২১:১৯] ইউসা ১৮:১।

২১:২ বেথেলে। দেখুন ২০:১৮, ২৬-২৭ আয়াত।

চিৎকার করে ভীষণভাবে কান্নাকাটি করলো। এর আগে তারা কান্নাকাটি করেছিল কারণ তারা বিন্‌ইয়ামিনীয়দের কাছে পরাজিত হয়েছিল (২০:২৩, ২৬)। এখন তারা কান্নাকাটি করছে কারণ বিন্‌ইয়ামিনীয়দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার ফলে একটি বংশ প্রায় ধ্বংস হতে বসেছে (৩ আয়াত দেখুন)।

২১:৫ মাবুদের কাছে আসে নি। সামরিক যুদ্ধের সময়ে বংশগুলোর পারস্পরিক দায়িত্ব ছিল (৫:১৩-১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। যারা এরকম সময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হতো তাদের নির্দিষ্ট করা হতো ও মাঝে মাঝে তাদের শাস্তি দেওয়া হতো (৫:১৫-১৭, ২৩)।

মহাদিব্য। ইসরাইলের জন্য পরিস্থিতি জট পাকিয়ে ছিল যখন তারা দ্বিতীয় বার দিব্য ও শপথ নিয়েছিল। যারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি তাদের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছিল।

২১:১০ বারো হাজার লোক। প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে এক হাজার করে (শুমারী ৩১:৬) এর সাথে বিন্‌ইয়ামিনীয়দের গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে খাবার সামগ্রী পৌঁছানো জন্য ১০০০ পাঠানো হয়েছিল।

২১:১১ প্রত্যেক পুরুষ ... নিঃশেষে বিনষ্ট করবে। যাবেশ গিলিয়দের শাস্তি অনেকটা পাশবিক ছিল, কিন্তু বংশগুলোর মধ্যে চুক্তির বন্ধন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব তারা এড়িয়ে যেত, তাদের শাস্তি দিত না (৫:১৫-১৭), এই ঘটনায় সন্ত্রাসের যে প্রকৃতি, বিশেষভাবে বেঁচে থাকা বিন্‌ইয়ামিনীয়দের স্ত্রী যোগানের ক্ষেত্রে তাদের জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল যাতে প্রত্যেক পুরুষের জন্য একজন স্ত্রীর যোগান তারা দিতে পারে, নইলে একটি বংশ ধ্বংস হয়ে যায় (৫ আয়াত)।

২১:১২ কেনান দেশ। এই সব স্ত্রী লোকদের জর্ডানের তীরে শীলোতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

২১:১৯ মাবুদের উদ্দেশে একটি উৎসব হয়ে থাকে। এখানে যে আঙ্গুর-ক্ষেতের কথা বলা হয়েছে তার আলোকে বলা যায় যে, (২০ আয়াত), এটি অনেকটা সাক্ষ্য-তাঁবুর উৎসবের একটি বর্ণনা (দেখুন ১ শামু ১:৩), যদিও এটি ছিল একটি আঞ্চলিক উৎসব।

থাকে। ওটা বেথেলের উত্তর দিকে, বেথেল থেকে
যে রাজপথ শিখিমের দিকে গেছে, তার পূর্ব দিকে
এবং লবোনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ২০ তাতে
তাঁরা বিন্‌-ইয়ামীনীয়দেরকে হুকুম করলেন,
তোমরা গিয়ে আঙ্গুর-ক্ষেতে লুকিয়ে থাক;
২১ নিরীক্ষণ কর, আর দেখ, যদি শীলোর কন্যারা
দলের মধ্যে নৃত্য করতে করতে বের হয়ে আসে,
তবে তোমরা আঙ্গুর-ক্ষেত থেকে বের হয়ে
প্রত্যেকে শীলোর কন্যাদের মধ্য থেকে নিজ নিজ
স্ত্রী ধরে নিয়ে বিন্‌ইয়ামীন দেশে প্রস্থান করো।
২২ আর তাদের পিতা কিংবা ভাইয়েরা যদি ঝগড়া
করার জন্য আমাদের কাছে আসে, তবে আমরা
তাদেরকে বলবো, তোমরা আমাদের অনুরোধে
তাদেরকে দান কর; কেননা যুদ্ধের সময়ে আমরা
তাদের প্রত্যেকজনের জন্য স্ত্রী পাই নি; আর
তোমরাও তাদেরকে দাও নি, দিলে এখন অপরাধী
হতে। ২৩ তখন বিন্‌ইয়ামীন-বংশের লোকদের মধ্য
থেকে প্রত্যেকজন নৃত্যকারিণী কন্যাদের মধ্য থেকে
এক জনকে ধরে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলো। পরে
নিজ নিজ অধিকারে ফিরে গেল এবং পুনর্বার
নগরগুলো নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে
লাগল। ২৪ আর সেই সময়ে বনি-ইসরাইল সেই
স্থান থেকে প্রত্যেকে স্ব স্ব বংশের ও গোষ্ঠীর
কাছে প্রস্থান করলো। তারা সেই স্থান থেকে
বের হয়ে নিজ নিজ অধিকারে ফিরে গেল।
২৫ সেই সময়ে ইসরাইলের মধ্যে বাদশাহ্‌ ছিল
না; যার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হত, সে তা-ই
করতো।

[২১:২১] হিজ ১৫:২০।
[২১:২৩] ইউসা ২৪:২৮।
[২১:২৫] দ্বি:বি ১২:৮।

বেথেলের উত্তর দিকে, ... লবোনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। শীলোর অবস্থান সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে তা হয়তে এই ইঙ্গিত করছে যে, যখন এই কাহিনী লেখা হয়েছে তখন তা ধ্বংসস্তুপ আর খুব সম্ভবত অফেকের যুদ্ধে তা ধ্বংস হয়েছিল (১ শামু ৪:১-১১)।

২১:২১ শীলোর কন্যাদের মধ্য থেকে নিজ নিজ স্ত্রী ধরে নিয়ে। এই পদ্ধতিতে বিনইয়ামিনীয়রা তাদের স্ত্রী গ্রহণ করার অধিকার পেয়েছিল কারণ অন্যান্য বংশগুলো স্বাভাবিক উপায়ে তাদের স্ত্রী হবার জন্য তাদের কাছে কোন মেয়েকে দিত না কারণ এই রকম প্রতিজ্ঞাই তারা গ্রহণ করেছিল (২২ আয়াতের উপর নোট দেখুন)।

২১:২২ পিতা কিংবা ভাইয়েরা যদি ঝগড়া করার জন্য। যদি কোন স্ত্রীলোককে হরণ করা হতো তবে সেই যুবতী মহিলাদের উদ্ধার করার জন্য তার ভাইকে এগিয়ে আসতে হতো এবং এটা তাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল (পয়দা ৩৪:৭-৩১; ২ শামু ১৩:২০-৩৮)। সেজন্য প্রাচীনদের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেন তারা সেই পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেনদরবার করে এর সমস্যার সমাধান করেন।

২১:২৪ নিজ নিজ অধিকারে ফিরে গেল। এই সৈনিকরা সম্ভবত পাঁচ মাসের জন্য তার বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল (২০:৪৭ দেখুন)।

২১:২৫ ইসরাইলের মধ্যে বাদশাহ্‌ ছিল না, যার দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হত...। এটি এই কিতাবের মূল সুর। এর জন্য ভূমিকা ও ১৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।